

পশ্চির্যাস্থ্য রাজ্যে প্রস্তব্যু পর্ষদ

ििकि एमा भा अ यूरा यूरा

खाः ७ः वार्याक क्षात वाश ही

এম্ বি । বি । এম্ । এম

অধ্যাপক স্নায়্শল্য চিকিৎসক ও স্নায়্তত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকার।
মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা; ভারতীয় স্নায়্তত্ব সংস্থার অবৈতনিক
ঐতিহাদিক; ভারতীয় স্নায়্তত্ব পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ
স্নায়্শল্যশাস্ত্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক; ভারতীয়
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়্বিজ্ঞান সংস্থার
উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর
পরামর্শদাতা স্নায়্শল্য চিকিৎসক।



পশ্চিয়্বাস্থ্য রাজ্যে প্রস্তব্য পর্যুদ

CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE

(Medical Science through the ages)

Dr. Asoke Kumar Bagchi

© পশ্চিমবন্ধ রাজ্য পুস্তক পর্যদ

প্রকাশকাল: মার্চ, ১৯৮৪

610.9 BAG

প্রকাশক:

পশ্চিমবন্ধ রাজ্য পুশুক পর্যদ

(পশ্চিমবন্ধ সরকারের একটি সংস্থা)

আৰ্থ ম্যানসন (নবম তল)

৩এ, রাজা স্থবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০১৩

B.C.E.R.T. West Rengal Date 16- 4-87 Acc. No. 3944

মূত্ৰক: ইম্প্ৰেশন ৩৩বি, মদন মিত্ৰ লেন কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ: শ্রীহুর্গা রায়

খ্ল্য: আঠারো টাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

"বাল্মিকী নাদশ্চ সমর্জ পছাং
জগ্রন্থ যন চ্যবনো মহর্ষিঃ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ
পশ্চাৎ তদ্ আত্রেয় ম্নির্জগাদ॥"
(অশ্বদোষ বৃদ্ধচরিত)
১ম সর্গ

অর্থাৎ

মহর্ষি বাল্মিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার স্থাষ্ট, যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন। যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্তি অসফল হয়েছিলেন আত্তেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন। সন্থ প্রয়াত পিতা পরম শ্রাজের ডাঃ দিজদাস বাগচী মহাশয়ের পুণ্যস্থাতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

२०. ७. ३३४७

কুভজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার ব্রী শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহক্মিনী পাপিয়া পাল, প্রথ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক শ্রন্ধেয় ডঃ স্বকুমার দেন, ভারতীয় নৃতত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ স্বরজিং সিন্হা, সংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও পারসিক ভাষার স্বপণ্ডিত ডঃ মহন্দ্রদ সাবির থান, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, পশ্চিমবন্ধ রাজ্য পুস্তক পর্যদ-এর পরিচালক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা, ও শ্রীঅশোক বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভান্থ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুখবন্ধ

ছোটবেলা থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশা ছিল। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা দূর হ'তে দ্রান্তে।

এক চিকিৎসক বংশে আমার জন্ম। পিতামহ বৃটিশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ৺ডাঃ দ্বিজ্ঞদাস বাগ্চী কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হ'ন। তিনি আমাদের আদিনিবাস উত্তরবঙ্গের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয় বিছোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু সচিত্র পত্তিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে আশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকৃষ্ট করত। প্রথমে কিছুই ব্রুতে পারতাম না, কিন্তু আমার মন ঐ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে প্রান্তরে। সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মাহুষ, পশুপক্ষী ও নৈস্গিক দৃশ্য দেখে আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অন্থপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা।

আমাকেও বংশান্তক্রমিক ভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ী হ'তে হ'ল।
যথন আমি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তথন আমাদের
নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্রজেয় ৺ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি এক বিশ্ববিশ্রুত চিকিৎসাবিত্যার ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার
চিকিৎসাবিত্যার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি
আমাকে তাঁর নিজম্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে
গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে ছম্প্রাপ্ত ছর্ম্ল্য।

স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্ম আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে। আপনারা দবাই অবগত আছেন যে ভিয়েনার চিকিৎসা বিছালয় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বছ বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিক্পালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা বিছালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজ প্রতি পদে পদে চিকিৎসাবিছার ছাত্রকে তাঁদের নাম শ্রনণ করতে হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজও প্রচলিত। পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও

বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিশ্বতের উদ্দেশ্যে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা লিখেরেখে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ডক্টর লিওপোল্ড স্টোন্বাউয়ের একাধারে স্নায়্ল্লা চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম মত্ন সহকারে আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেইজন্ম আমি তাঁর কাছেও আজীবন ঋণী। অধ্যাপক স্থোন্বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান,ল্যাটিন ও গ্রীকৃভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা আমার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীজে ভারতীয় সায়্তত্ব শাস্ত্রীয় সংস্থার সভারা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিভার ঐতিহাসিক পদাভিষিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণা দিয়েছেন।

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬৩ দালে অধুনালুপ্ত অমৃত পত্রিকায় 'যুগ হ'তে যুগান্তরে' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার অবলম্বনে পুনলিখিত ও পরিবর্ধিত। ১৯৬৩ দাল এবং ১৯৮৩ দাল এই তুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। মান্তবের শরীরে অক্য মান্তবের হৃদ্যস্ত্র, বৃক্ক এবং অক্যান্ত যস্ত্রাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরূপণ শাস্ত্রেরও আয়ূল পরিবর্তন দাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অক্যান্ত নব নব আবিদ্ধার সমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন এক অধ্যায়্ স্থচিত হয়েছে যার নাম বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা 'জীব প্রযুক্তিকলা'। কালক্রমে চিকিৎসাবিল্যা আরও কতদ্র যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরম্বরীয়াই হয় তো ভবিশ্বতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাক্বত ভাবেই পুন্তটির আকার সীমাবদ্ধ রাখা হ'য়েছে কেননা কৌতৃহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী রহদাক্বতি পুন্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা।

আমার এই সামান্ত প্রচেষ্টা যদি ভবিশ্বতের চিকিৎসাশাস্ত্র বিভার ছাত্রদের মনে সামান্ত কৌতৃহল উদ্রেক করতেও সমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেখার সার্থকতা প্রমাণিত হ'বে।

দোলপূণিমা, ১৩৯০ কলিকাতা অশোক কুমার বাগচী

বিষয় পরিচিতি

বিষয়			A) B
'म्थवस		***	b
ভূমিকা	•••	-11.	2
প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ			8
প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র	•••	***	25
জাপানী চিকিৎদাশাস্ত্র	•••	***	20
প্রাচীন শ্রামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	- * * *	***	26
স্থমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎদাশাস্ত্র	***	344	> @
প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত	***	***	10
গ্ৰীক চিকিৎসাশাস্ত্ৰ	***		59
আলেক্জান্তিয় চিকিৎসাশাস্ত্র	***	AND DESIGNATION OF THE PARTY OF	\$8
রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র			28
প্রাচীন ইহুদি চিকিৎদাশাস্ত্র	the Contract of	+14	२७
প্রাচীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র	4.0	***	29
আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী		***	२४
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান	***		0)
কায়চিকিৎসা	***	***	05
আরবী চিকিৎসাশান্ত্রে ভারতীয় প্রভাব	++4	***	৩৩
প্রাচীন তুরম্বের চিকিৎদাশাস্ত্র	***	***	20
র্নানী চিকিৎসাশাস্ত্র			৩৭
মধ্যযুগের মুরোপীয় চিকিৎসাশান্ত	•••	***	80
রেনেসাঁস যুগের চিকিৎসা	412	***	85
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	****	•••	62
বসস্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	***	Stee	22
উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র		***	60
সংক্রামক রোগ সমস্তা		400	90
উনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব		***	42
উপদংশ রোগের স্থত-সন্ধান		***	७२

[+]

বিষয়		1 10	পৃষ্ঠা
ডিফ্থেরিয়া রোগ			৬৩
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী	•••		७8
চেত্রা-নাশকের সন্ধানে	•••		७७
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান		***	60
গ্রীম্মগুলীয় রোগ সম্স্রার সমাধান	* ***	***	59
শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিভায় জীবাণু বিভ	ানের প্রভাব	***	৬৯
চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিভার অবদান	***	•••	92
বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	***		90
বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা	***	***	98
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান	***	***	90
বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা	in.		96
ভারতে যুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন	***	4	ь
পরিশিষ্ট	***		b-b-
তথ্যের স্থত্ত	***	***	ر و و

॥ ভূমিকা ॥

কোটি কোটি বংদর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোন এক আদিয জ্বলাভূমির কাদায় একটি এককোষী আমিবার জন্ম হয়েছিল। এককোষীর পুর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপুর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে পৃথিবীর বুকে আদে বানররূপী প্রাণ্, ইতিহাসিক মান্থব। কোটি কোট বংসরের ব্যবধানে সেই মামুষই আজ পরিণত হয়েছে চল্রে অবতরণকারী নভচর মাহুষে। স্টের প্রারম্ভে প্রাণ্ঐতিহাদিক মাহুষ প্রতিকৃল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কালক্রমে বর্তমান স্থনভা মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট দর্শন এবং হিংম্র প্রাণ ঐতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে শিথেছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টির অগোচরে বহু অদৃশ্র রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হত। অদুখ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তার। পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরও লক্ষ লক্ষ বংদর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে এবং দেই রোগানলেও আত্মাহতি দিয়েছে বছ মানুষ, কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিশ্বতের মাস্থকে বাঁচাতে দাহায্য করেছে। ভাই আমার মনে হয়, চিকিৎদাশাস্ত্রে ক্রমবিকাশের ইভিহাস বর্তমান সকল মামুষেরই অবস্থ্য জ্ঞাতব্য।

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রন্ত এক ডিনোসাউর-এর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন দেশের ওয়াইগুমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্ত্বর (প্যালিওপ্যাথলজি) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি অস্থিক্ষয়রোগগ্রন্ত ছিল। কোটি কোটি বংসর পূর্বে সিনোসাউর পৃথিবীপৃষ্ঠ হ'য়ে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জীবাশ্মটি রোগকিষ্ট জীবনের এক করুণ ইতিহাসকেই আজকের সভা মান্থ্যের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের প্রাচীনতম রোগগ্রস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদীপে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খননকার্ষের দারা যবদীপ মানুষের (পিথাকান্থোপুন্ ইরেকটুন্) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি অর্বুদ্ বা টিউমার ছিল।

চিত্র-১

অতি প্রাচীন মান্থবের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট থেকে জ্ঞানতে পারা যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত 'মমি'-এর দেহে রয়েছে অস্থি প্রদাহ, বৃক্ক ও মৃত্রাশয়ের পাথ্বী, পিত্তাশয়ের পাথ্বী, মেরুদণ্ড ও অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন। অব্দাক্রান্ত প্রাচীন মান্থবের অস্থিও বহু পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দন্তরোগ ও বাতরোগের খুব প্রাত্তাব ছিল। মিশরের ফারো, আথেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে পাওয়া যায়। কেননা স্থদর্শন দেই ফারো বয়ংবৃদ্ধির দঙ্গে সঙ্গে সংশ্বন হয়েছিলেন।

চিত্র—২

ফরাসীদেশের পিরেনিক্ষ্ পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যস্তরে বক্সজন্তর ছাল পরিহিত এক যাত্বকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর। এরূপ বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মান্ত্রের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজও মনে হয় যে তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধ করতেন।

চিত্র-৩

জীবাদ্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন মানব শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী ও স্পেনের গুহাভ্যস্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের "মাছু পিছু" নামক ইক্ষানগরীতে বহু সচ্ছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে প্রাচীন মান্ত্র্য করোটির ন্থায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আজু আশ্চর্য হ'তে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি মান্ত্র্যের বন্ধান্থি পাওয়া গিয়েছে। স্থতরাং স্বতঃই অন্ত্র্যের যে ধাতু আবিদ্ধারের বন্ধু পূর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় যুগের মান্ত্র্যেরা যে সমস্ত প্রস্তরের



5িত্র ১—প্রাণ্-ঐতিহাসিক যুগের এক বন্স বুষের উরুর অস্থি ভঙ্গ (প্লেইটোসিন যুগ)।



চিত্র ২—প্রাগ্-ঐতিহাদিক মান্ত্ষের করোটিতে অর্'দ (পেরু দেশে প্রাপ্ত)।



চিত্র ৩— অরিগনাসিয়ান যুগের এক যাত্কর চিকিংসক (পিরেনিস পর্বতের গুহাচিত্র)।



চিত্র ৪—প্রস্তর নির্মিত তীরবিদ্ধ মান্তমের বন্ধাস্থি (প্যাটাগোনিয়াতে প্রাপ্ত)

অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো মামুষ ও অক্সান্ত প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে সক্ষম হ'ত।

हिख-8

নৃতত্ত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় ফাটিক এবং কালক্রমে তাম ও লৌহের দারা নিমিত হয়।

করোটি ছিল্রকরণ শ্বারা হয়তো প্রাচীন মাহ্ন্য করোটর অভ্যন্তর হ'তে শিরঃপীড়া, মৃগীরোগ বা মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবতা বিভাড়ন করতেন। সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী প্রাক্ আর্থ ভারতীয়গণও করোটি ছিল্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের ক্বত ছটি ছিল্রিত করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল উত্তর কাশ্বীরের বৃধ্বাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের (আহ্মানিক ২৩৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের)। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া গিয়েছে হরপ্লা নগরীর সন্ধিকটে এক কবরে (আহ্মানিক ২৩৭০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের)।

চিত্ৰ—৫ ও ৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা মৃথ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা বিকল্পে অর্থোপার্ক্তন করতেন। এবেরস্ ও এছউইন স্মিণ্ নামক প্রত্নতাত্তিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিথন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি ও ভেষজাদির তালিকা আবিদ্বার করেছেন।

চিত্ৰ--- ٩

কবে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উয়েষ হয়েছিল তার সঠিক কাল এখনও নিরূপণ করা যায়নি। অতিকথায় আট্লান্টিস্ নামে এক বিশাল সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেশটি আতলান্তিক মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। কথিত আছে য়ে, ঐ ধ্বংসের প্রাক্তালে কতিপয় আটলান্টিস্বাসী আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকৃলে উপস্থিত হয় এবং কালক্রমে মিশর, স্থমেরীয়া ও প্রাক্ আর্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। প্রতাচীন ভারত, স্থমেরিয়া এবং মিশরে সভ্য মাম্ববের প্রাচীনতম চিকিৎসাশান্তের উদ্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাল্লের ঐতিহ্য

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান স্বসভ্য আখ্যাধারী युरताशीयभन हिन मञ्जूजात अख्यिशीन असकारत। यरहरक्षामारता, रत्रश्रा अ তক্ষণীলা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রভৃতাত্তিক থননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খুইজন্মের অন্তত:গক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মানুষ সেথানে বাস করত। উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগাবশেষের মধ্যে আছে স্থনিমিত বাসগৃহ, স্থানাগার ও পরঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন ভারতীয় সভাতা ও সমৃদ্ধির অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রতীচ্যের বহু ঐতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্ত স্কটল্যাও-বাদী বিখ্যাত ভাষাতাত্মিক ও ঐতিহাসিক পোকক তাঁর "ইণ্ডিয়া ইন গ্রীস" নামক পুত্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে স্থসভা ভারতীয়বাই প্রাচীন গ্রীক সভাতার জনক। আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসকেরা ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্বাণ্ডিনেডীয় ও ফশিয় বছ পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা ইংরাজদের মত ভারত বিছেষী মতবাদ পোষণ করতেন না। ক্লফ্মাচারী তাঁর "এসেজ অফ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন পার্সিক, গ্রীক, রোমক, স্বাণ্ডিনেভীয়, ফিনীসিয় ও ইংল্যাণ্ডের ডুইডগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষণণ এক প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত আজটেক নুপতি মণ্টিছুমাও মনে করতেন যে তাঁর পূর্বপুরুষণণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইছদী, খুই, ইসলাম, জোরস্তারীয়, কন্ফুসীয়, দিণ্টো প্রভৃতির উৎপত্তিয়ান এশীয় মহাদেশের কোনও না কোনও স্থানে। উক্ত ধর্মসমূহ যাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা কি স্থসভ্য মামুষ ছিলেন না? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা প্রতীচ্যের সভ্যতার স্থ্রগামী ?

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাধা নেই যা হিন্দু, পৃথিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চরম উৎকর্মতা লাভ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কডিয়ার্ড কিপ্লিং
একদা বলেছিলেন "প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই তুইএর কখনও
মিলন হবে না।" কিন্তু আন্ত নভোচারণের যুগে উজিটি অসত্য প্রমাণিত
হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হছে।
এই মিলনের ফলে আমরা আন্ত বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী
থেকে উভুত, আমাদের কৃষ্টির উৎস এক, আমাদের আশা, নিরাশা, জ্ঞান ও
বিজ্ঞান এক। মার্কিন মণীধী ওয়েন্ডেল্ উইল্কি হয়তো "এক মান্ত্র্য এক
পৃথিবীর" অমুরূপ কল্পনাই করেছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল। আদিম মাত্বয় এবং জন্তু জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। কালক্রমে আদিম মাত্বয়র চিস্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে ধীরে ধর্মভীক্রতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল। প্রাচীন মাত্বয়ের বিশ্বাস হল যে রোগের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ডাইনীরা। মাত্বয়ের মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং তারা স্বৃষ্টি করল অসংখ্য দেবতালাগ্রি। পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেবজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মাত্বয়ের ভগবতগোগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেই চলল। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসাবিত্যা তথন মাত্বয়ের আয়ত্রে ছিল না।

পরবর্তীকালের হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও স্ঞ্জনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র পৃথিবীর সভ্য মাষ্ট্রবেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কভিপয় ব্যক্তি আছেন সেই তথ্যকে বিশ্বাস করেন না। কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল না। শিক্ষাগুলুর ম্থনিস্ত বাণী অন্থসরণ করতেন শিশ্ব এবং শিশ্ব থেকে শিশ্বাস্তরে সেই বাণী প্রচারিত হত। আমাদের পূর্বপুক্ষদের আরও একটি অস্থবিধা ছিল তাঁরা চিত্রের মাধ্যমেও বিশেষ কিছু ভবিশ্বতের জন্মে রেথে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য প্রদেশের স্থামলা পর্বতের ধর্মগিরিতে; চিত্রটি তাম্রমূগের মান্ত্র্যের আঁকা। চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাম্রমূগের কতিপয় শিকারী একটি বন্ধ মহিষের হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। স্থতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আমরা উক্ত চিত্র থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই তাম্রযুগের মান্ত্র্য মানব হৃদয়ের অবস্থান ও কার্যকারিতাও জানতেন।

চিত্ৰ—৮

আর্থগণের ভারতে আগমণের বহু শতান্দী পূর্বে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জাদারো, চান্হদারো, হরপ্পা, রোপার এবং গুজরাটের লোখাল নামক ছানে এক স্থসভা জাতি বাস করত। সেই জাতীয় লোকেরা তিগরীস ও অয়ক্রাতিস্ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী সভ্য এলামাইট, স্থমেরীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাসী মিনোয়ানগণের সমসাময়িক ছিলেন। সিন্ধুনদের অববাহিকার সেই সভ্য মান্থবেরা খুইজন্মের আন্থমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে যে চিকিৎসাশাস্ত্র অমুসরণ করতেন সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ নেই। অবশ্য সিন্ধু উপত্যকায় আবিদ্ধৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে সমস্ত চিত্র ও লেখন থচিত আছে সেগুলি আজও সভ্য মান্থবের কাছে তুর্বোধ্য। সিন্ধুনদের মান্থবেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসন্মত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্বানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে।

চিত্র- ১, ১০, ১১, ১২, ১৩

যথন আর্যরা সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তারা নিয়ে এলেন তাঁদের দেবতাসমষ্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশান্তের বিধি ও প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কৃষ্টির অনুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিৎসাশান্তে মূল স্থ্র পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে। প্রচলিত আছে যে, মানবজাতির স্পষ্টকারী ব্রহ্মা খুইজ্নের ৬০০০ বংসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের বেদশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌথকভাবে ভবিশ্বতে প্রবিতিত হয়েছিল। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে ঋগ্বেদ খুইজ্নের ২০০০ বংসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা। সাম্বেদও মন্ত্র্বেদ ও ঋগ্বেদের সমধ্যী। পরবর্তীকালে রচিত অথ্ববেদের মধ্যে রোগের

চিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংহিত। নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল।

বর্তমানে বহু প্রচলিত আয়ুর্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। দরল ভাষায় আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে শিয়া এবং শিয়া থেকে শিয়াস্তরে প্রবৃতিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় বিশাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তিদঙ্গত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র খুইজন্মের আহ্নমানিক ৬০০ বংসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে কায়চিকিৎসা (মেডিসন) ও শল্যতন্ত্র (সার্জারী) ঘূটি প্রধান উপথও ছিল। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজ্ঞাপতিকে চিকিৎসাবিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর স্থযোগ্য ছাত্র স্থর্পত্র অখিনীকুমার নামক যমজ লাত্ত্বয়কে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অখিনীকুমারদ্বয় স্থর্গের ভিষক্ ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। স্থর্যের প্রবল তেজ সহ্ম করতে না পেরে স্থর্যের পত্রী সংজ্ঞা তাঁর ছায়া মৃতিকে রেখে অখ্যীরূপ ধারণ করে উত্তর মেক্ষতে পলায়ন করেছিলেন। স্থর্য সংজ্ঞার প্রবঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁর সহিত মিলিত হলেন। কলে সংজ্ঞার অখিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। কাহিনীটি প্রাণ্ বৈদিক বা বৈদিক নয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অখিনীকুমারদ্বের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা। তাঁরা যে রোগ নিরাময়কারী দেবতা তা আরও পরবর্তীকালের কল্পনা।

ঝগ্বেদে তাঁদের "অধিষয়" বা "অধিনৌ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঝগ্বেদে ওঁদের আরও তৃইটি নাম পাওয়া গিয়াছে যথা "দশ্র" ও "নাসত্য"। ঝগ্বেদের দশ মওলের একশ উনিত্রিশ স্থককে "নাসদীয় স্থক্ত" বলা হয় কারণ এই থণ্ডের এটা নাসত্য বা অধিনীকুমারদ্য। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে, অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অধিদরের নাম নাসত্য। ঝগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমদেবতার স্থতির পরেই অধিদয়ের স্থান। কথিত আছে যে, অধিদয়ের একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা সর্বজগতকে পরিব্যাপ্ত করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্ডোনেল মনে করেন যে, অধিষয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ

প্রাক্ বৈদিক যুগে, পরবর্তীকালে তাঁরা বৈদিক দেবতায় রূপাস্তরিত হয়েছেন। গোল্ডইয়াকের ও হপ্কিন্মনে করেন উষার পূর্বে আলোক-অন্ধ্রকার অবস্থা যে সময় আলোককে অন্ধ্রকার হতে বা অন্ধ্রকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই অম্বিদ্রয়। লৃড্হিবগ্ননে করেন যে অম্বিদয় চন্দ্র ও স্থা। ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, অম্বিদয় উভয় প্রাত্তকাল ও সন্ধ্যাকাল। হিবন্তেরনিৎস্ বলেন যে, অম্বিদয় অপরাপর বৈদিক দেবতাগণের আয় নৈস্গিক ঘটনা হতে উভ্তত। তাঁর মতে প্রীক প্রাবে বণিত জিউদ্ ও এরিনিস্ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন ও দেশপিয়ান্ নামক তুই সন্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের প্রাণে এসেছে।

অশিষয় যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইন্ধিত বৈদিক শব্দতত্বে আছে। মুনিগণের মতে অশিষয় সর্বন্ধন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন জ্যোতির দারা ও অপরজন রদের দারা পরোপকার করেন। ওল্ডেনবুর্গ বলেছেন যে, পরহিতকর কার্যের জন্মই অশিষয়কে দেবতাদের ভিষকরপে করনা করা হয়েছে।

চিত্ৰ---১৪

কিথ্ ও ম্যাক্ডোনেল্ নামক পণ্ডিত্বয় বলেছেন যে অধিনীকুমার ভ্রাত্বয় রোগগ্রস্ত অঙ্গছেদন এবং রোগগ্রস্ত অক্ষিণোলক উৎপাটন করতে পারতেন। ছগো ভিঙ্কলের নামক প্রথাত জার্মাণ প্রত্তত্ত্বিদ এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোচিয়া প্রদেশের বোঘাজ্কিও নামক স্থানে খনন কার্য করে মৃত্তিকা ফলকের উপর বানম্থী লিপিতে লিখিত বহু পুস্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের নাম পেয়েছেন এবং ইহা ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎসা চিস্তাধারাও উক্ত

স্থান খৃষ্টজনোর ১৬০০ বংসর পূর্বে বোঘাজ্কিওতে বসবাসকারী মিতান্নী-গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অখিনীকুমারদ্বয় ঈশরক্লের প্রধান ইন্দ্রকে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে সর্বপ্রথম ভর্মান্ধ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিভা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে

চিত্ৰ—১৫

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মুনিগণকেও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

শাদের মধ্যে অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অসুমান করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তাঁর "চরক সংহিতায়" বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরু আত্রেয়কে সদাই অসুসরণ করেছেন।

চরক কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়্, পিত ও কফ এই তিনটি মৌলিক উপাদান ঘারা (ত্রিদোষ) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অফুসারী ছিলেন। চরক অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন ঔষধিগুণবিশিষ্ট লতাগুল্ম সংগ্রহ করে চিকিৎসাবিভায় প্রয়োগ করতেন।

চিকিৎসাবিতা শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন। শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত। স্বরা, নারী, পরকুৎসা, মৃগয়া, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাত হবে।

চিত্র—১৬

অপর এক কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্র ধন্বন্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্থশ্রতের শিক্ষাগুরু। অতি পরিতাপের বিষয় যে যূল আয়ুর্বেদের কোন পুস্তৃক আজ্ব আর বর্তমান নেই। কিন্তু চরক ও স্থশ্রত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয় পাই। আন্থমানিক খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর আগে ঐ সংহিতা ছটি রচিত হয়েছিল।

স্কুশত সংহিত। শল্যচিকিৎসাধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিৎসাধর্মী। উভয় পুন্ডকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসকত চিন্তাসমৃদ্ধ। উভয় পুন্ডকেরই মূল প্রণেতাগণ কুসংস্থারাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিভাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। স্কুশত সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ ভিন্দু চিকিৎসক স্কুশত সংহিতার আমূল সংস্করণ ও সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত স্কুশত সংহিতা উক্ত সংস্করণেরই প্রতিলিপি। স্কুশত সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অমুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষণরত্ব ভাতৃড়ী মহাশয়। গ্রন্থটি এথনও সমগ্র প্রিবীর চিকিৎসা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সমাদৃত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও ভেষজশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। বিংশ শতান্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার দারা থণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি "ভারতীয় নাসিকা গঠন শল্যতন্ত্র" (ইণ্ডিয়ান রাইনোপ্রাষ্টি) নামে পরিচিত।

চিত্র-১৭

আয়ুর্বেদ শান্ত্রেই সর্বপ্রথম মান্তবের শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চর্ম স্থানান্তরণ ও নংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

স্কৃষ্ণত তাঁর রচিত "স্কৃষ্ণত নংহিতা" নামক পুস্তকে শল্যচিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, ধাত্রীবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা, চক্ষুরোগবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবন্ধ করে গিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক শল্যচিকিৎসাযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে বহু যন্ত্র আধ্নিকযুগের শল্য যন্ত্র নির্মাণের পথ প্রদর্শক।

চিত্র—১৮

স্থাত-এর কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্ম এক অভিনব শববাবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছুরিকার দ্বারা শববাবচ্ছেদ না করে মৃতদেহ কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখা হত। ধীরে ধীরে শবের পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে ছাত্ররা শারীরস্থান বিভাগ্ন জ্ঞানলাভ করত। স্থশুতই উপরিউক্ত অভিনব শববাবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবক।

স্ক্রণত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিথিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন
যথা:—(১) ছেদন (এ্যাম্পুটেশম্), (২) ভেদন (এক্শিসন্), (৩) লেখন
(ব্রুপিং), (৪) এশুন (ব্রোবিং), (৫) আহরণ (একস্টাক্শন্),
(৬) বিশ্রবণ (ডেনেজ) এবং (৭) সীবন (স্থ্যচারিং)।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভৃত উন্নতি হয়েছিল। বুদ্ধদেব শ্বয়ং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং শ্বহন্তে তাঁর শিশ্বরা রোগগ্রন্ত হলে পরিচর্যা করতেন। তাঁর শ্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং মন্তিদ্ধের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাক্তক ইৎজিং

हिख-১३

বলেছেন যে, বৃদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা দম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধযুগের

চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদ এর অহুসারী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরাও আয়ুর্বেদোক্ত "ত্রিদোষ" যতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন।

প্রত্নতাত্তিক বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ স্থূপে একটি গুপ্তযুগের লিপিতে লিখিত পাণ্ড্লিপি আবিন্ধার করেছিলেন। সেই লিপিতে বৃদ্ধদেবকে "ভেষজগুরু" নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি "ভূ-গুরু" এবং বর্তমান জাপানেও তিনি "ইয়াকুশু নিওরাই" বা গুরুদেব নামে পরিচিত।

ইৎজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুর্বেদের মতবাদ অমুসারে রোগের চিকিৎদা করা হত।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রাহুল ও তাঁর বিখ্যাত শিশু সমাট অশোক বহু আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধর্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদণ্ড সেই সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়েছিল। ছই হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিৎসা পুস্তকে ঔষধকে বলা হয়েছে "উষদ" এবং "ত্রিদোষ" "ত্রিনাড়ী" নামে অভিহিত। চৈনিক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যস্ত তিক্ততে আয়ুর্বেদাহুগ চিকিৎদা করা হত। লাসার "চাকপোরি" চিকিৎসা বিন্যালয়ে তিব্বতী ভাষায় অমুদিত বহু সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে। তন্মধ্যে "ঋগিউদ্বিজ" অর্থাং "চ**তু**র্তন্ত্র" উল্লেখযোগ্য। পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির আর কোনও অস্তিত্ব নেই। তিব্বত থেকে আয়ুর্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম দাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। চীন দেশের সিংকিয়াংএর "কুম্বুম্" বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মঙ্গোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও বহু অনুরূপ চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, মঙ্গোলিয়ার উগ্রা, কি আখতা ও কোবোদো, বৈকাল হুদের তীরবর্তী সংস্কৃত ভাষাভাষী বুরিয়াৎ দেশ, ভলা তীরবর্তী কালমুক্-দেশ, মাঞ্দেশের ৎসিৎসিথার, কোকোনর এবং লাসা থেকে চিকিৎসাবিতা শিক্ষার মানসে আসতেন ৷

লেনিনগ্রাদ-এর বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউজ্জ মঙ্গোলীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত

চিকিৎসা শাস্ত

রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুথারিণ, রাইকোড, আলেক্সি টলষ্টয় এমন কি যোশেফ্ ন্ডালিনও।

বৃদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও স্থক্রত সংহিতার সময়য়ে "অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ" নামক এক পুশুক প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট "অষ্টাঙ্গফদয় সংহিতা" নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে চরক সংহিতা, স্থক্রত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহকে একত্রে "বৃদ্ধত্রয়ী" নামে অভিহিত করা হত।

অষ্টম খুষ্টাব্দে মাধবাচার্য "নিদান" নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় নিদানশাস্ত্র (প্যাথলন্ধী) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্মতার জন্ম উক্ত গ্রন্থটিও চিত্র—২০

পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুর্বেদক্ত পণ্ডিভগণ বলেন যে মাধব নিদানশাস্ত্রে, ভাগভট বিধান-এ, স্কুশ্রভ শল্যভন্তে এবং চরক কায়চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক এক দিক্পাল। ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার বা মাধবাচার্য রোগ নিদানশাস্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়ভুক্ত করেছিলেন। "মস্ক্রিকা" বা বসস্ত রোগের উপর তার জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবভা। বোড়শ শতকে ভাবমিশ্র "ভাবপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে "নিদান" গ্রন্থটির পুনর্সম্পাদনা করেছিলেন। উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ "নিদান", "বদন্" ও "ইয়েদান" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অম্বাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণসী নগরে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা দিতেন। তার খ্যাতি দিকে দিকে এভ ব্যাপ্ত হয়েছিল যে তাঁকে তৎকালীন চিকিৎসা জগতের মধ্যমণি বলা হত।

ठिख-२५ ७ २२

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিকগণ খৃইজ্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদ্ধিতা লাভ করেন। সেনস্থাং (৩০০০ খৃঃ পৃঃ) নামক চৈনিক নূপতি অবসর বিনোদনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন। "পেন্ সাউ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তিনি বহু 'প্রধ্বের ব্যবহারবিধি লিথে গিয়েছেন। খৃঃ পৃঃ ২৬৫০ অবদ হোয়াংতি নামক অপর এক চৈনিক নূপতি "নাইচিং" নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণায়ন করেছিলেন। উইলিয়াম হার্ভের জন্মের বহু পূর্বেই হোয়াংতি লিখে



চিত্র ৫— ভারতের বুর্জাহোম-এ প্রাপ্ত মছিদ্র করোটি (আকুমানিক ২৩৭৫ থৃ: পৃং-—ভারতীয় নৃতত্ব সংখার সৌজ্জে প্রাপ্ত)।



চিত্র > - মহেঞ্জোদারো-এর কৃপ।



চিত্র ১০-মহেঞ্ছোদারো-এর জনসাধারণের স্থানাগার।

গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত হান্যন্ত ঘারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়।
কিন্লাং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ থণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা
সংকলন রচনা করেছিলেন। আয়ুর্বেদের পঞ্চভ্তের ন্তায় তিনি বলতেন যে,
মানবশরীর মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কার্চ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান ঘারা
গঠিত।

একথা অবিসংবাদিত যে, বৌদ্ধযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রভাবান্বিত করেছিল। বৌদ্ধ তীর্থন্ধর বা ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে ছর্গম হিমালয়ের গিরিবর্ম্ম পরিক্রমা করে তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে বৌদ্ধর্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে উহা জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় শাস্ত্রসমূহও উক্ত দেশসমূহে প্রবর্তিত হয়। চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎসাশাস্ত্রে সেইজন্ম এইনও আয়ুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান।

বর্তমান জগতের চিকিংসাশাস্ত্রে বহুল প্রচলিত স্থাচিকাবিদ্ধকরণ (এাাকুপাংচার, সংস্কৃত: অকুশ, অঙ্কুশ — স্থাচিকা; লাতিন: আাকুশ — স্থাচিকা) প্রাচীন চৈনিক চিকিংসাশাস্ত্রের অতি বিশিষ্ট অবদান। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ দারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবসাদ ঘটানো যায় এবং সেই সকল স্থানে বেদনা নিরোধিত হয়। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ দারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবসাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর মেল্জাক্ ও ওয়াল্ নামক ছই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত স্থাচিকাবিদ্ধণের ফলে সাময়িকভাবে মেকুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়্ সংযোগস্থলে কপাটিকা বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে (গেট কণ্ট্রোল)। উক্ত ঘটনার ফলে বেদনার অন্থভ্তি স্বায়্রজ্জ্র মধ্য দিয়ে মেক্মজ্জার মাধ্যমে মস্তিক্ষে প্রবেশ করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অন্থভ্তি বিলুপ্ত হয়।

জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বছকাল ধরে অজ্ঞাতবাসের ফলে প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সথজে আমাদের জ্ঞান থ্বই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের সর্বস্রেষ্ঠ জাপানী শলাচিকিৎসকের নাম সেইস্থ হানাওকা (১৭৬০—১৮৩৫)। তিনি হিরায়ামা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তথাকথিত এক প্রতীচ্য শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। ১৭৪২ খুষ্টান্দে সেইস্থ কিয়োতো শহরে চিত্র—২৩

চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শল্যবিদ্যাভ্যাস করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও যুরোপীয়কে জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাকি বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল। ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবৃতিত চিকিৎসা-শাস্ত্রকে "রাদ্বাকু" নামে অভিহিত করা হত।

সমসাময়িক কালের "রাঙ্গাকু" পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর তুই পণ্ডিতের নাম ছিল যথাক্রমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু মাইনো। রাঙ্গাকু চিকিৎসাবিছা প্রচলিত থাকা সম্বেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রই জাপানে পরম সমাদৃত ছিল। প্রতীচ্য চিকিৎসাবিছায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক চিকিৎসাবিধি অন্থসরণ করতেন। সেইস্থর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্রক্ত হয়া তো-এর ঘনিষ্ঠ অন্থসারী ছিলেন এবং স্বীয় উদ্ধাবিত এক প্রকার অবচেতক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীর দেহে ত্ররহ অস্ত্রোপচার করতেন। সেই বিখ্যাত ও ফলদায়ী অবচেতক ঔষধের নাম"ৎস্বসেন্দান্"। ঔষধটি দাতুরা, প্রাকোনাইট, আংগেলিকা দাছরিয়া, আংগেলিকা দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্ ওয়াল্লিচি ও আরিসেইমা জাপানিকুম্ প্রভৃতি ভেষজের এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত

চৈনিক শ্বচিকা চিকিৎসার অমুকরণে প্রাচীন জাপানে "মোস্কা" নামক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। উক্ত চিকিৎসায় শ্বচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে বেদনা উপশমের জন্ম শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিছারা ফোস্কা শৃষ্টি করা হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত "গুল" দেওয়া বা ফোস্কা চিকিৎসা প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎসা "কাউন্টার ইরিটেশান্ থেরাপি" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ষ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এ্যাডমিরাল পেরী নামক মার্কিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উত্তরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পারদশিতা অর্জন করেন। আজকের পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজনক। আজকের জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিভার পাঠ্যপুত্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্রগণ্য।

প্রাচীন খ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

বর্তমান থাইল্যাও বা ভামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৬৪৫ থুটান্দে সিমেঁ ভ লা লুত্রে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা বায়। তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী 'আয়্থায়া' বা অযোধ্যা নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম ভামদেশীয় চিকিৎসা পুত্তক সপ্রদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মত প্রাচীন শ্রামদেশীয় চিকিৎসাবিভা গুরুর মৃথ নিঃস্থত বাণী থেকে শিশুদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে উক্ত বিভাধারার কিয়দংশ থমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিখিত হয়। পরবর্তী-কালে এগুলি মূল থাই ভাষাতেও অমুদিত হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত লাতিন ভাষার ন্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা পরম সমাদৃত ছিল। থাইভাষার চিকিৎসা পুত্তকে ভগবানবুদ্ধের চিকিৎসক জীবক "জীবক কোমারবচ্চ" নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিভাও ভারতীয় ভায়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অমুকরণ মাত্র।

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিংশান্ত্রের প্রবর্তন করেন সম্রাট চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপম্বী ছিলেন। তাঁর রাজ্বকালে প্রতীচ্যের এবং মার্কিন দেশের বহু চিকিংসককে তিনি থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বিশ্ববিভাল্যসমূহে আধুনিক চিকিৎসাবিভ। শিক্ষার প্রবর্তন করেন। রাজকোষপুই আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের।

স্বুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

স্থমেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্রাতিস্ নদীর তীরবর্তী উর নামক নগরে। খুইজন্মের প্রায় ২০০০ বংসর পূর্বে স্থমেরীয় সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। স্থমেরীয় সভ্যতা আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। উর নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক থমনের সময় বহু বানম্থী লিপিতে লিথিত মৃত্তিকাফলক আবিষ্ণৃত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে স্থমেরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নূপতি হামুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পৄঃ) তাঁর শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তীকালে "হামুরাবীর নির্দেশ" নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাত্য রোগীর চিকিৎসার ব্যয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যয়র পরিমাণও স্থির করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্ বলেছেন যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবসা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎস্কৃক ও সচেতন ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ স্থানে এনে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক রোগীটকে লক্ষ্য করেল তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও চিকিৎসা করতেন।

চিত্র-২৫ ও ২৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা-ব্যবসা করতেন। ইমহোটেপ্ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিৎসক ও স্থাপত্যবিভাবিদ।

চিক্ত-২৭

শাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্ ও ইমহোটেপ্ অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্র শক্রর প্রভাবেরোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস ক্ষয় করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এড়ুইন স্মিখ্ ও এবের্দ্ কর্তৃক ব্যাখ্যাক্বত প্রাচীন মিশরীয় ভূজ্জপত্র লিখনে অহিফেন্, হেমলক্, তামঘটিত লবণ ও এরও তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খুইপূর্ব ৫২৫ শতকে পারদিকগণ মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাইদ্ নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসা বিভালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুদ্ উক্ক বিভালয়ের

যুগে যুগে

ভূষদী প্রশংসা করেছেন। পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিডোনিয়ার আলেকজান্তার মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্তিয়া নগরী স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তীকালে গ্রীক পঞ্জিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে সক্ষম হন। এক গ্রীক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত প্রস্তরলিপির সাহায্যে পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের স্থবিধা হয়। উক্ত প্রস্তরলিপি নীলনদের মোহনার নিকটবর্তী রোজেটা নামক স্থানে এক করাসী সৈত্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। উক্ত যুগাস্তকারী আবিষ্কার না হলে আজ মহেজোদারো লিপির মত মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। ইসলামধর্ম চিত্র—২৮

প্রবর্তনের দক্ষে দক্ষে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং দমগ্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকা তাঁদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন মিশরীয় হামিট্ সভ্যতার অবলৃপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রও মিশরে প্রবর্তিত হয়।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহত জ্ঞানের সমস্বয়ে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদীপবাসী স্থসভ্য মিনোয়ানগণ এবং স্লিডিয়বাসীগণের নিকট তাঁরা এই বিছা শিক্ষালাভ করেন। সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী প্রাক্ আর্যগণের মত মিনোয়ানগণও ছিলেন নির্মাণকুশলী। তাঁরা পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ প্রণালী এবং স্লানাগার নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থারক্ষা ব্যবস্থায় অতি পারদর্শী ছিলেন।

খুইজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রীকগণ মিনোয়ানদের স্থরম্য ট্রয় নগরী ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন বছ নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্র এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তাঁর। চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী। তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনতাউর) চিরণকে চিকিৎসাথিলা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোকক্-এর মতে এই নরাশ্বরা মাস্থ্য ছিলেন এবং অত্যক্ত অস্থাবোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তাঁরা নর ও অশ্বের সম্মিলিত

এক অন্ত জীব। তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাশ্বদের পূর্বপুরুষের। বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়েছিলেন। "সেনতাউর", শন্ধটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পোকক্ আরও বলেছেন যে এ শন্ধটি মূলতঃ 'কান্ডাউর' বা "কান্দাহার" শন্ধটির অপলংশ।

চিরণ নামক নরাশ এ্যাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইয়াসাং, এ্যাকিলেস ও ইস্কুলাপিউস্কে শল্য চিকিৎসা শিক্ষা দেন। বালিন মিউজিয়াথে চিত্র ২৯ ও ৩০

রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তাঁর সহযোগী পার্ত্রোপ্ল্মন-এর বাম হন্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন। খৃষ্টজন্মের ৪৯০ বংসর পূর্বে চিত্র ৩১

ইউফ্রোনিয়দ নামক চিত্রকর ঐ চিত্রটি অন্ধন করেছিলেন। আকিলিস-এর সহযোগী ইস্কুলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা প্রটো ইর্ধাবশতঃ আকিলিস্কে হত্যা করেন। গ্রীকগণ ইস্কুলাপিউসকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর শ্বতিরক্ষার্থে "আস্কেলেপিরা" চিত্র—৩২

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদেশের এপিডাউরুদ্ নগরে এখনও একটি আঙ্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

আস্কেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহার্য, অঙ্গ দঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি দরল প্রক্রিয়ার দারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ স্মান করে পরিচ্ছন হয়ে ইস্ক্লাপিউদের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করত এবং চিকিৎসার জন্ম নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত। চিকিৎসকগণ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই সর্পদারা

চিত্ৰ—৩৩ ও ৩৪

চক্ষুরোগগ্রন্তের চক্ষ্ লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্ত নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অষ্ট্রানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে নিসিলির পালের্মো, ইতালীর নেপ্লস্, দাদিনিয়ার ক্যাল্গারী ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল দাধারণতঃ প্রাক্তৃতিক সৌন্দর্যময় পার্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অস্তঃসন্থা মহিলা ও Date 16-4-87



চিত্র ১: —মহেঞ্জোদারো-এর পয়:প্রাণালী।



कित : २ शहरशामारता- वन द्रशोकांका ।



চিত্র ১৩ -- মহেস্কোদারো-এর উচ্চ জলাধার।



চিত্র ১৪—অধিনী-কুমারদর (চিদাম্বরম্ ১৩শ শতক)।



চিত্র ১৫—আত্রেয় (লালগুড়ি, ১১শ শতক)



চিত্র ১৬ – ধরস্থরি।



চিত্র ১৭—ভারতীয় নাসিকা পুর্নগঠন শৈলী

মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না। বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, বাদগাষ্টাইন ও বুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থানিবাদেও অন্থরপ বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। তৎকালীন চিকিৎসকগণ স্বপ্ন ও মনঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং উক্ত সমীক্ষা ছারা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন। বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগ্মৃও ফ্রেডও স্বপ্রসমীক্ষার ছারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইরোফিলোস্ বা হেরোফিলোস্-এর নাম অতি
বিখ্যাত। খৃইজন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল না
পাকিলে বিজ্ঞান, শৌর্য, ঐশ্বর্য এবং বাগ্মিতা সবই বার্থ"। গ্রীক
চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় না করে কথনও রোগীর চিকিৎসা করতেন না।
ঠারা আহ্মানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।
বর্তমানে প্রচলিত "ফিজিসিয়ান" (কায়চিকিৎসক) শন্ধটি গ্রীক "ফুসিস্,"
অর্ধাৎ নিস্গতিত্ববিদ্ধেকে উদ্ভূত।

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশাস্ত্রে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপক্লবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামম্ (এলাচ্) এবং সিসেম্ (তিল) গ্রীক চিকিৎসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন মুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভৃথণ্ডের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় কাঞ্চাদেচিয়ার মিডিয়া নামক স্থানে আহমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মিডিয়া শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি ছিল। প্রতাত্তিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে মিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে

চিত্ৰ-ত

মিতাশ্লীগণ প্রবৃতিত চিকিৎদা শৈলী শিক্ষা দেওয়া হত। স্থতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎদাশান্ত্রের জনক হিপ্পোক্রাতেস মিতাশ্লী প্রবৃতিত চিকিৎদাশান্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা হিপ্পোক্রাতেস স্লিভিয় চিকিৎদা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎদাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

কোসদ্বীপের চিকিৎসা বিদ্যালয় স্মিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল। অন্থমান করা হয় যে খুইপূর্ব ৬০০ শতকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

চিত্র—৩৬ ৩ ৩৭

কবি হোমার প্রণীত "ইলিয়াড" কাব্যের টোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে বে, ১৪৭ জন আহত সৈন্তোর মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে উন্তুত। সাধারণতঃ পিতা বা পিতৃব্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তারা বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন এবং কিছুকাল বিনাযুল্যে চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তারা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত কিন্তু বিদ্যান সমাজে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা উপভোগ্য ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক স্থনাম অর্জন করলে নিকটস্থ নগরীর বাসিন্দাগণ পারিতোষিক দ্বারা তাকে প্রলুক্ক করে নিজ্ব নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে দিত।

আথেন শহরের বহু লজ্জাশীলা রোগাক্রাস্তা গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা না করায় অকালে মৃত্যুম্থে পতিত হতেন। আগ্রোডিস নামক এক গ্রীলোক তাঁদের হুংথে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন এবং প্রবল প্রতাগান্বিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে গ্রীলোকদিগের চিকিৎসা করতেন।

পিথাগোরাস্, এ্যালেক্মেয়ন ও এম্পিডোক্নেস্ দার্শনিক হওয়া সত্তেও অত্যন্ত চিকিৎসাবিত্যাৎসাহী ছিলেন। পিথাগোরাস্ (৫৮০-৪৯৮ খু: পু:) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রক্ত ও চিকিৎসক। গ্রীসের সামোস্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন। পোকক্-এর মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "বৃদ্ধগুরু" বা মহাজ্ঞানী। কথিত আছে যে, তিনি চিকিৎসাবিত্যা শিক্ষার জন্ম ভারতও পরিস্রমণ করেছিলেন। মহুয়েতর পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর স্বযোগ্য শিশ্ব ক্রোটনের এ্যলেক্মেয়ন্ (আহ্মানিক খু: পূ: ৫০০) শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং চক্ষ, সায়ু ও কর্ণ প্রণালী বা "ইউষ্টাথিয়ান" নলও তাঁর আবিষ্কার। তিনিব্রুক্তেন যে, মন্তিক্বে বৃদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোক্নেস একটি বন্ধ

জ্লাশয়ের জ্ল নিজাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। এম্পিডোক্লেস মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির এট্না আগ্রেয়গিরির গহররে লক্ষ্যন করে আত্মহত্যা করেন।

গ্রীক চিকিৎসাজগতের স্বর্ণযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রত ইপ্লোক্রাতেন ইরাক্লিনে বা ইপ্লোক্রাতেন ই কোন্ অর্থাৎ কোন্দ দ্বীপের ইপ্লোক্রাতেন বা বছজন পরিচিত হিপ্লোক্রাতেন। তাঁকে আজও প্রতীচা চিকিৎসাশাস্থ্রের জনক মনে করা হয়। তাঁর জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্লিডিয়া, গ্রেম, থেনালী, ম্যাদিডোনিয়া ও আথেন্দ প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোন্দ দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার নঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ার বসে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

চিত্র—৩৮ ও ৩৯

উক্ত বৃক্ষের অধন্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্লোক্রাতেস লিখিত পৃতকের শতাধিক অফুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের অলৌকিকতা অগ্রাহ্ম করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ্ব পদার্থ বহুল প্রস্করণে স্নান করতে উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে নল সাহায়ে পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচ্য খাছ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তদফুরূপে হিপ্লোক্রাতেস রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাছ্য পরীক্ষা করতেন।

হিপ্পোক্রাতেদের সমগ্র মতধারা সংকলিত হয় "করপুস্ হিপ্পোক্রাতিকুম্"
নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত। মনে
হয় ঐগুলির মধ্যে সামান্ত কয়েকটি হিপ্পোক্রাতেস কর্তৃক স্বহন্তে লিখিত।
হিপ্পোক্রাতেদের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর কার্যকাল
৪০০ খৃষ্ট পূর্বান্দের অধিকাংশ সময়ে ব্যপ্ত ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের
চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্ত শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি
প্রেস, আন্দেরা, দেলোস্, প্রপন্টিস্, লারিসা, মেলিবোইয়া এবং আথেন্স প্রভৃতি
স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পৃঃ লারিসা

শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তাঁর তৃই পুত্র থেপালুদ। ও ডেকন এবং জামাত। পলিবৃদও চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং তাঁরাও এক শহর থেকে অন্য শহরে চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করার জন্ম পরিভ্রমণ করেন। গ্রীক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অ্যারিস্টটল্ তাঁদের সম্বন্ধে এবং এ্যাপোলোনিউদ, দেখিপ্লুদ ও প্রাথাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন।

চিত্ৰ--৪০ ও ৪১

হিপ্পোক্রাতেদের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হত: "আমি এ্যাপোলো, ইস্কুলাপিউন, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাঁদের ঋণ শোধ করব।

গুরুপুত্রগণকে নিজের প্রাতা জ্ঞানে স্নেহ করবো এবং যদি তাঁরা চিকিৎদা-বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাঁদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিগ্রগণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না।
আমি কাহাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব
না। আমি কোনও নারীর গর্ভপাত করাব না।

আমি পাথ্বরীর জন্ম অস্ত্রোপচার করব না। যারা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী তাঁদের নিকট পাথ্বরীগ্রন্থ রোগীকে প্রেরণ করব।

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিস্তা করব না। রোগী গৃহের কোনও জীলোকের দঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না।

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করব না।

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশর আমার মঙ্গলসাধন করবেন, অন্তথায় আমার সর্বনাশ হউক।"

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও প্রম সমাদৃত ছিল এবং যে কোনও ধর্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসক্রণ শপথান্থ্য আচরণ করতেন। কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কথনই পাঠ করান হয় না। হিপ্লোক্রাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, "সিথিয়গণের ধারণা অনুযায়ী বিকলাঙ্গতা ঈশ্বর প্রদন্ত, কিন্তু আমি দেরপ মনে করি না"।

হিপ্পোক্রাতেদ কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর ম্থাবয়বের অপূর্ব বর্ণনা আজও পৃথিবীতে "হিপ্পোক্রাতিক ফেসিস্" নামে স্থপ্রচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মৃতপ্রায় রোগীর নাসিকা অতি তীক্ষ, চক্ষু কোটরাগত, করোটির পার্শ্বর্তী মাংসপেশী দঙ্ক্চিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা ব্যতীত কপালের চর্ম শুষ্ক এবং সমগ্র মৃথের বর্ণ হরিতাভ ও বিষয়"।

হিপ্পোক্রাতেদের দেহ বিজ্ঞান, নিদানতত্ব এবং শারীরস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অতাস্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসকগণেরও উক্ত জ্ঞান অত্যস্ত সীমিত ছিল। হিপ্পোক্রাতেস মনে করতেন যে, শারীরের স্বস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্পোক্রাতেদের উক্ত ধারণা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের "পঞ্চত্ত"-এর অন্তর্মণ। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা "ত্রিদোষ"-এর মত তিনিও বিশ্বাদ করতেন যে, মান্ত্র্যের শারীরের তিনটি প্রধান রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত। তিনি বলতেন যে, রোগীকে স্বস্থ করতে হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং এ "ত্রিরদ"-এর সাম্য ঘটাতে হবে। এই সামান্ত লিখনের মধ্যে হিপ্পোক্রাতেদের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা করা ত্বংসাধ্য।

শল্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিপ্পোক্রাতেস লিথেছেন যে, শল্যচিকিৎসা স্বৰ্ছভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ঠ সংখ্যক সহকারী, শল্যমন্ত্রাদি ও উপযুক্ত
আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে
অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দারা ব্যতিব্যস্ত করা অস্থচিত। বৃদ্ধণণ অনশন স্থ
করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছুল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশকা
আছে। কতকগুলি রোগের প্রাত্তভাব ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পাকিত।
যেমন শীত ঋতুতে ফুসফুসের বিল্লিপ্রদাহ, সদি, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের
আধিক্য দেখা যায়। সাবারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই
যন্ত্রারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জ্বরগ্রন্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা
বিবরণী রেথে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে
জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আন্ত্রিক জ্বাক্রান্তা (টাইফয়েড্ণ্)।

হিপ্পোক্রাতেদের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর আরিষ্টটল-এর (৩৮৪-৩২২ খঃ পৃ:) মতবাদ প্রাধান্ত লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন চিত্র—৪২

না, কিন্ত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্থ্রের উপর তাঁর অসামান্ত দখল ছিল এবং বহু পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উত্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়া-কলাপ রক্ত, শ্লেম্মা, পীতপিত্ত ও ক্রফপিত্ত নামক চারিরদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দ্বিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করতেন।

আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র

আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বংসর। মৃত্যুর প্রায় একবংসর আগে নীলনদের উর্বর বদ্বীপে তিনি ভবিয়াত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি সোটের (৩২৩ - ২৮৫ খৃঃ পৃঃ)। টলেমি ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং তিনি যুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্তিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আদেন। আলেকজান্দ্রির চিকিৎসা বিভালয়ের শারীরস্থান বিভার শিক্ষক ছিলেন হেরোফিল্স (ইরোফিল্স) ও এরাসিব্রাত্স। হেরোফিল্স জনসমক্ষে মাহুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁর মতে মন্তিঙ্ক মানবদেহের গতি সঞ্চালন, স্পর্শচেতনা, বৃদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। তিনি মন্তিদ্ধকে বৃহৎ মন্তিদ (সেরিব্রাম্) ও ক্ষুদ্র মন্তিষ (সেরিবেলাম্) এই ঘুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর আবিদ্ধৃত মন্ডিদ্ধের শিরাচক্র (টরকিউলার হেরোফিলি) আঞ্জও শারীরস্থান শাস্ত্রে স্থপরিচিত। এরাসিস্তাতুগ ছিলেন মন্ডিক্ষের গঠন ও কার্য-কারিতা দম্বন্ধে বিশেষ অন্নুদন্ধিৎস্থ। তিনি মনে করতেন মানব মন্তিক্ষের গঠন মহয়েতর প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন এবং মস্তিক্ষের প্রকোষ্ঠের আভ্যস্তরীণ "মন্তিঙ্ক বারি" (সেরিত্রো স্পাইনাল ফুইড্) স্নায়ু-রজ্জুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পেশী সঙ্কৃচিত করে। প্রায় তৃই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজাক্রিয়া অধিকারের পর (৫০ খৃঃ পৃঃ) উক্ত চিকিৎদাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোমক চিকিৎসাশান্ত

রোমানরা প্রধানতঃ গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিত্য।
শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ

করতেন না। রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের অধিকাংশ স্থানে ছিল স্থনিমিত প্য়ংপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের (এ্যাকুয়াডাকট্) ব্যবস্থা এবং দরিন্ত জনসাধারণের জন্ম ছিল রাজকোষে নিযুক্ত চিকিৎসক। খুইজন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুশবাদী গ্রীক চিকিৎসকগণের শর্ণাপন্ন হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতীক স্বরূপ একটি পবিত্র দর্প টাইবার নদীমধাস্থ সেণ্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেথে দেয়। 💆 দ্বীপে চিল একটি আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেণ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা করেছিলেন। রোমক সৈত্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। নেপ্লস্-এর নিকটবর্তী পম্পেই শহরেও অমুরূপ হাদপাতালের ধ্বংদাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেদ নামক এক গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভৃত উন্নতি করেন। রোমক চিকিৎসা জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভব। ক্ষুত্র এশিয়ার পেরগামুম শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের চিত্ৰ - ৪৩

জন্ম তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান এবং ২৮ বংসর বয়সে এক পেশাদার মলযোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসাবে জীবনারস্ত করেন। কিছুকাল পরে তিনি
রোম শহরে বসবাস আরস্ত করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রাস্তে তাঁকে স্বল্পকালের
জন্ম বর্মাম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সমাট মাকুর্প আউরেলিয়্স তাঁকে
সসমানে রোমে প্নংপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বদ্ধে
বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কার্যকালে রোম সামাজ্যে মানবদেহ
বাবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি মহুস্থেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ
করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হুৎপিণ্ডের সঙ্গোচন ও সম্প্রাসারণের ফলে
শারীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতমা স্বৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত
হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত
হৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শাস্যব্রের মধ্যে
প্রায়ে ৮০ থানির অন্তিত্ব এখনও বিগ্রমান। গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন যে,

হিত্ত চিকিৎ**সা শা**ন্ত

শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি ম্থ্য রস দারা পরিচালিত। প্রচ্র স্থাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও শিশু গ্রহণ করেন নি। খৃষীয় তৃতীয় শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অবদ মহামারী রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্থেক অধিবাসী মৃত্যুমুথে পতিত হওয়ায় জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংদোল্ম্থ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাওের নর্থান্থিয়া, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্ ও ভিয়েনার নিকটবর্তী কারস্কৃত্ম্ম্ নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা "ভ্যালেট্ডিনারিয়া"র ধ্বংদাবশেব দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইন্ডদি চিকিৎসাশান্ত

বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রোগযন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিশাপ মাত্র। প্রাচীন ইছদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্ম জনসাধারণ পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে ম্নার নির্দেশ মেনে চললে মাস্থ কথনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইহুদি পুরোহিতগণ মহামারীর চিকিৎদায় স্থদক ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন। ইত্দি পুরোচিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই তার শিশ্রের চর্মছেদন করা হত। কালক্রমে উক্ত প্রথা মুসলমানগণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতাত্তিকগণের মতে শিশ্পের চর্মচ্ছেদন করলে শিশ্নের মৃত্তে কর্কটরোগ হয় ন।। সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদি ও ম্নলমানগণের মধ্যে শিশ্রের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকান্-এর পুস্তকে দূষিত খাছা, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রদব ব্যবস্থা, ঋতুস্রাব ও সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বছ তথ্য আছে। শৃকরের মাংস হতে অল্লে ও দেহে ভয়াবহ কুমি রোগ হয়, এজন্য উক্ত পুতকে ইহুদিদের পক্ষে শৃকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলমান ধর্মেও উক্ত নিয়ম আত্মও অত্মরণ করা হয়। ইছদি চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে স্থস্থ জনসাধারণের নিকট হতে দ্রে বাস করতে বাধ্য করতেন। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ "তালমৃদ"-এ বহু চিকিৎসা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মধ্য মুগের খুষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান করলেও রোগগ্রস্ত হ'লে গোপনে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খুটীয় ধর্ম সংস্থার অভ্যস্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিংসক গোপনে বাস করে ধর্মাজকদের চিকিৎসা করতেন।

মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে স্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোসেশ্ চিত্র---৪৪

বেন্ মাইমন্ বা মেমোনাইদ। তিনি ১:৩৫ খৃষ্টান্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তাঁর নাম ছিল আবৃ ইম্রান্ মৃদা ইমন্ মাইম্ন ইবন্ উবাইদ আলাহ্। তিনি একাধারে ছিলেন দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক। প্রায় ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ইছদি পরিচয় গোপন করে মৃসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টান্দে পিতামাতাসহ তিনি মরক্কোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তত্ত্বস্থ ইছদি পুরোহিতদের কাছ থেকে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাম্মে শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টান্দে স্বল্লকালের জন্ম তিনি ফিলিন্ডিন্বাসী হয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে তৃকী স্থলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসকপদে নিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিস্তাধারা থেকে ইছদি দর্শন, ধর্মশাস্ম ও চিকিৎসাশান্ত সমুদ্ধ হয়েছে। তাঁর পুন্তকাদি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অমুদিত হয়েছে।

প্রাচীন আরবী চিকিসাশান্ত

হিপ্পোক্রাতেদের মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪০০ বংসর পর বর্তমান স্থান্ড আরব জাতির অভ্যুত্থান হয়। অন্তর্বর উষর মরুভূমির মাষাবর বেতৃইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহন্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উর্বরা উত্তরাংশের দিকে প্রব্রজন করতে আরম্ভ করেন এবং গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমে ক্রমে গ্রীকভাষাগ় লিখিত বহু চিকিৎসাপুস্তক আরবী ভাষান্ডরিত হয় এবং সাধারণ মান্ত্রের পাঠ্য হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার স্বচনা হয়েছিল ৬২২ খৃষ্টান্দে এবং ১৪৯২ খৃষ্টান্দে মূর শাসিত স্পেনের গ্রানান্ডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উৎকর্ষ নিম্নাভিম্থী হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশান্তের স্ক্রবর্ণ্যুণ তিন শতান্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল।

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিৎসাপুত্তক প্রথমে অমুবাদ

করে সেই যুগের স্থচনা করেন এবং ক্রেমোনাবাদী জেরার্ডো কর্তক আরবী পুস্তক লাতিন ভাষায় অমুবাদের সঙ্গে দঙ্গে দে যুগের অবসান হয়েছিল (১৮৭০ খ্যঃ—১১৭০ খৃঃ)।

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় ও মুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ।

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী

ছনাইন ইবন্ ইসাক্ (৭৯২-৮৭৩ খ্বঃ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎসাপুস্তক আরবী ভাষাস্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী লেথকের নাম করতে গেলে

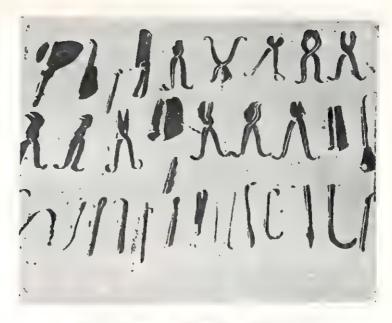
চিত্র—৪৫

আর্রাজী বা রাহজেদ্ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খুঃ—৯৩০ খুঃ)। তিনি পারস্থা দেশের তেহরাণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ থণ্ডে বিভক্ত "আল্হাভী" নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। অরোদশ শতকে সেটি লাতিন ভাষায় "কন্টিয়েনট্স্" নামে অমুদিত হয় এবং যুরোপীয় চিকিৎসক সমাজে পরম সমাদৃত হয়। তাঁর অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আল্ জুদারী বাল্ হাস্বা"। পুস্তকটিতে বসস্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। তা পুস্তকটি প বার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী (১৭৬২ খুঃ), ইংরাজী (১৮৪১ খুঃ), গ্রীক ও পার্গিক ভাষাস্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে এটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক।

ইবন্ আল্ জাজার (১০০-৯৬: খৃঃ) জনসাধারণের বোধগম্য "জাদ্ আল্
মুসফির" ও "তিব্ আল্ ফাক্রা বাল্ মাসাকিন্" নামে ছটি পুস্তক লিথেছিলেন।
পুস্তক ছটি লাতিন ভাষায় অমুদিত হয়েছিল।

আলী ইবন্ আব্বাদ্ (-৯৯৪ খৃ:) বা হালী আব্বাস সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় চিকিৎসাবিভার পাঠ্যপুত্তক লেখেন। পুত্তকটির নাম ছিল "কানিল্ আল্সিন্আ আল্ তিব্বিয়া" অথবা "আল্ মালাকি"। পুত্তকটি "লিবের রেগিউদ" নামে লাতিন ভাষায় ছুইবার প্রকাশিত হয়েছিল।

্ খৃষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পরে আরব কুলোম্ভব মূর চিকিৎসক আবুল কাশিম থালাফ্ ইবন্ আব্বাস আজ্জারাজী (-১০১৪ খৃঃ) স্পেন দেশের



চিত্র ১৮—স্কুশ্রুত কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় শল্য যন্ত্র।



চিত্র ১৯—বৃদ্ধদেবের চিকিৎসা রও জীবক।



চিত্র ২০—প্রাচীন ভারতের চিকিৎদা গ্রন্থ প্রণেতা মাধবাচার্য (হাম্পি)।



চিত্র ২১—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক-প্রবর চরক।

চিত্র ২২ — ভারতে সন্তান প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র (হাঙ্গল, ১২ শতক)।





চিত্র ২৩—
জাপানের বিথ্যাত
শল্য চিকিৎসক
সেইস্থ হানাওক।
(১৭৬০-১৮৩৫)।



চিত্র ২৪—পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা (হাশুরাবী, স্বমেরীর)।



চিত্র ২৫ — ফুন্ফুনে শরবিদ্ধ সিংহের বক্তব্যন (স্থয়েরীয়)।

কর্দোভা শহরে বাস করতেন। যুরোপে তিনি "আলবুকাসিস্" নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত "আলতশ্রিফ্ লিমান্ আজিজা আন্ আল্ তালিফ্" নামক বিখ্যাত পুত্তকের মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া)-এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। পুস্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং পুস্তকটির মধ্যে দ্বিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্রগুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাঁত পূর্মসংস্থাপিত করা সম্ভব। তিনি দম্ভের পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি শল্যচিকিৎসায় সীবনের জন্ম কার্পাদের স্থতা এবং জান্তবতন্ত্রও ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ ইংরাজী "কটন্" শব্দটি আরবী "কৃতৃন" থেকে উদ্ভূত। তিনি মূত্রনালীর পাথ্রীর উপর অক্তোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে মূত্রাশয়ের পাথুরী অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন।

তিনি মৃত্ ও প্রাণনাশকারী অর্বুদের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের (কটারী) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন অসুমোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং জরায়ুকুস্থম উৎপাটন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর প্রভৃত জ্ঞান ছিল। খাসকন্টের চিকিৎসায় খাসনালী চিত্ৰ---৪৭

ছিদ্রনের (ট্রাকিয়ষ্টমী) প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিম্নাঙ্গের শিরাফীতি (ভেরিকোজ ভেন্) রোগের বিষয় তাঁর জ্ঞান ছিল। স্বন্ধের সন্ধিচ্যুতি নিরসনের জন্ম তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে স্বপরিচিত স্থইজারল্যাওবাদী ডঃ থেয়োডোর কোথের উদ্ভাবিত প্রথার

অমুরূপ ৷

আল্বুকাসিস্এর "তসরীফ্" পুস্তকটি লাতিন, ফরাসী, স্পেনীয়, হিব্ এবং আরও বছভাষায় অহুদিত হয়েছে। তাঁর মূল পুত্তকের ৪২টি আরবী পাণ্ড্লিপি অকস্ফোর্ডের বেদেলিয়ান লাইবেরী, ভিয়েনার নাৎশিওনাল বিব্লিওথেক্, মিউনিথের জার্মান জাতীয় লাইবেরী, ইয়েল্ মেডিকেল লাইব্রেরী, পাটনাস্থিত খুদাবকস্ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী এবং নিউইয়র্ক এ্যাকাডেমী অব্ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে বিক্ষিপ্তভাগে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান মুরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁরা এথনও: আল্বুকাদিদ্ প্রবর্তিত বছ বিধি অমুদরণ করে চলেছেন।

আল্ব্কাসিদের সমকালে পারস্তদেশে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।
তাঁর নাম আবু আলি ছ্যাইন ইবন্ আবদালা ইবন্সিনা, সংক্ষেপে
চিত্র—৪৮

"ইব্নেসিনা" (৯৮০ – ১০৩৬ খৃ:)। তিনি সারাবিখে বর্তমানে "অভিসেলা" নামে সমধিক পরিচিত। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোধারার সল্লিকটস্থ আক্সান। নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিম্মর ছিলেন এবং অতি শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবুত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীর জুল শোধনের উপর জোর দিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব .**সম্বন্ধে** অবহিত ছিলেন এবং রোগীর খাছ ও অ**মূপান সম্বন্ধে তাঁ**র অপরিসীম জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মূত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে ভেষজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত ক্রেন। তিনি যক্ষারোগ ও "অগ্নিত্রণ" বা "পৃষ্ঠত্রণ" (এ্যান্থাকস্) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মন্তিকের অব্'দরোগ, মন্তিকের ঝিলীপ্রাদাহ (মেনিনজাইটিস্) এবং প্রলাপ-বিকারী (ডিলিরিয়াম) রোগদমূহের উপর স্থচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি দর্বপ্রথম মহাধমনীর কপার্টিকার কর্মহীনতা জনিত হৃদ্রোগ নিরপণ করেন। মন্ডিকের রোগগ্রন্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন ষে, মনোবৈকল্য রোগীকে জরপ্রস্ত করতে পারলে মানসিক রোগের উপশম হয়। তাঁর পন্থা অমুদরণ করে ভিয়েনাবাসী भाषु उद्यिष् ७: बुलि छेन् स्वाग्नात कन् देशा छैत्तर् गालि तिशा अत्तत हाता উপদংশঘটিত মান্দিক রোগীর চিকিৎদা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাদেল্স্থদের মত অভিদেশ্লাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে করে চিকিৎদা করতেন। তিনি জন্মস্থান আফ্সানা থেকে তারিয়ান, দাঘীস্থান, জেবাল্, রায়ি, কোয়াৎজুইন্, হামাদান ও ইস্পাহান হয়ে সর্বশেষে আবার হামাদান শহরে আদেন এবং মাত্র ৫৭ বংসর বয়দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তক ঘটির নাম "কিতাব আল্ কামুন্" ও "আল্উর্জুজা"। প্রথমটির লাতিন অহ্বাদের নাম "ক্যানন্স্ অব অভিসেল্লা" এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় "কান্টিকা" নামে স্থপরিচিত। ঐ পুন্তকত্টি দমকালীন বিখ্যাত মুরোপীয় বিশ্ববিভালয়ে পাঠ্যপুত্তকরূপে প্রচলিত ছিল। ফরাদী দেশের মঁপেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভেঁ বিশ্ববিভালয়ের উক্ত

পুস্তক তৃটি বিশেষ সমাদৃত ছিল। অভিসেন্নার জীবনকালে পারস্থ ও ভারতের মধ্যে বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান হয়েছিল। স্কুতরাং স্বতঃই বোঝা যায় যে তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিভার ছারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ইবন্ ব্তলান্ (?—১০৫৫) এবং ইবন্ জাজ্লা (?—১০৯৯) উভয়েই সারণী বা ট্যাব্লার ধরনের নৃতন দৃটি চিকিৎসাপুত্তক প্রণয়ন করেছিলেন। পুত্তক দুটির নাম যথাক্রমে "ভাকিন্ আল্ সিহা" ও "ভাকিন্ আল্ আব্দান্"। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পুত্তকই লাভিন ও জার্মান ভাষায় ষ্ট্রাস্ব্র্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান

শারীরস্থান বিছা (এগানাটমি) - আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন ইউহানা ইবন্ মালাওরাই। তিনি আফ্রিকার ছবিয়া দেশ থেকে চিত্র—৪৯

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মাস্কুষের শারীরস্থান বিছার উপর অনেক আলোকপাত করেন।

স্পর্শলোপ (এানেস্থেদিরা) – অভিদের। স্পর্শলোপকারী ভেষজাদির আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃখাদের মধ্য দিয়ে স্পর্শ-লোপকারী ঔষধি আদ্রাণের প্রথারও প্রবর্তক। তাঁরা জলশোষক সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা স্পঞ্জ স্পর্শলোপকারী ঔষধে দিক্ত করে রোগীর নাদারক্রের কাছে ধরতেন এবং রোগীর বেদনার অমুভৃতি অবলুপ্ত হত।

ইবন্ নাজিদ নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন যে গ্যালেন প্রবাতিত রক্ত সঞ্চালনের ব্যাথা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গ্যালেন বলেছিলেন শরীরের এক পার্থের রক্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অপর পার্থে প্রবাহিত হয়। ১৫৫৫ খুষ্টান্দে ভেসালিউস্কর্ভক প্রকাশিত "দে করপোরী ছমানিস্" নামক গ্রন্থে লিখিত রক্ত সঞ্চালনবিধি ইবন্ নাফিসের মতের ছবছ অফুকরণ মাত্র। শারীরন্থান বিষয়ক অপর আরবী অবদানসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক স্বর্ষদ্রের সায়ু আবিদ্ধার, আলি আব্দান বা হালী কর্তৃক কৈশিকা। শিরা ও ধমনী আবিদ্ধার এবং অভিসেরা কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্ধিবেশন নিরূপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবু মার্ভান্ মালিক্ আবিল্ আলা ইবন্ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি বিখ্যাত। তিনি ইবন্ ঝুর বা "আ্যাভেন্জোয়ার" নামে সমধিক পরিচিত। চিত্ত—৫০

তাঁর জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে। তিনি সর্বপ্রথম জন্ননালী ও মলান্ত্রের মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথা দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। তিনি বিশদভাবে হৃদঝিল্লীপ্রদাহ, বক্ষমধ্যস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক রোগচিকিৎদার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোষ্ঠ কাঠিন্ত রোগে দ্রাক্ষাদারযুক্ত স্থমিষ্ট "জুলেপ" বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুতুকের নাম "আত্তেইসির্"। পুত্তকটি লাতিন ভাষায় জম্বদিত হয়েছিল। ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আরন্ত্র, লাঙ্গে ও সাইডেনহাম্ও পুত্তকটি অমুসরণ করতেন।

চিত্র—৫১

কায়চিকিৎসা

ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই কুর্চ রোগ ও যন্ত্রারোগের সংক্রমণ প্রবণতা প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন।

िख− ৫२

আরবী চিকিৎসক প্রবর আরবাজী বা "রাহাজেস্" মন্তিকোদক (হাইড্রোকেফালস্), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যক্ত্ ও বুরুরোগ, মধ্যকর্ণপ্রদাহজনিত মন্তিকের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্লার অবুণ্দ-

চিত্র-৫৩

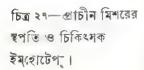
জনিত মৃত্যাশয়ের পক্ষাঘাত এবং মৃষ্ণত্বকের পচন প্রভৃতি দর্বপ্রথম লক্ষ্য-করেছিলেন।

िख− €8

ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজি শাস্ত্রে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্থরাসার বা "আল্ কোহল," পরিশ্রবণ। তারাই অভিষব বা কিম্ব সহযোগে শর্করা পদার্থ ও লাক্ষারসের মাতন করে স্থরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে অতি প্রচলিত শব্দ "জুলেপ" স্থমিষ্ট পানীয়, আরবী "জুলাব" বা পারসিক "গুলাব" শব্দ থেকে উদ্ভূত। তদক্তরূপ ইংরাজী "সিরাপ" কথাটিও আরবী: "সরাব্" থেকে রূপাস্তরিত।



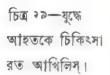
চিত্র ২৬—মেরুমজ্জায় শরবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্তা নিংহী (স্থামরীর)।







চিত্র ২৮ -প্রাচীনতম গোলিওগ্রন্থ রোগী (প্রাচীন মিশরীয় শিলাচিত্র)।







চিত্র ৩০--- আথিলিশ দ্বারা প্রাত্তকোদ-এর ক্ষত বন্ধন।



চিত্র ১১—গ্রীইপূর্ব ৪০০শ শতকের একটি গ্রীক আরোগ্যশালার বহিবিভাগ।



চিত্ৰ ৩২ -- ইম্বলাগি উদ।



চিত্র ৩০—মাতু-উদব ভেদন স্বারা ইস্কুলাপিউন এব জন্ম।

এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশাস্ত্র বতই পাঠ করা যায় ততই বিশ্বিত হতে হয়। বর্তমান বিলাদপ্রিয় ও বছবিবাহ প্রিয় এবং অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের দঙ্গে প্রাচীন স্থদভা আরবীগণের কোন সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবৃতিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্থদরণ করতে হয়। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাপ্রণা অন্থদরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, প্রতীচ্যের ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের বুনিয়াদ প্রাচ্যের লক্ষ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরবী চিকিৎসাশান্ত্রে ভারতীয় প্রভাব

হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের মধ্য দিয়ে যুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্ত ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্থার করেছিলেন। ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি বিশ্বত সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা: "কাফুর" (কপূর্ব-সংস্কৃত) এবং "জান্যাবিল্" (শৃঙ্গভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত)। জান্যাবিল্ থেকেই লাতিন্ 'জিন্জিবেরিশ' ও ইংরাজী 'জিন্জারের' উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট হতে লক্ষ্ণভান অতি স্ক্রন্তাবে লিপিবন্ধ করে গিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের দক্ষে বছ আরবী ব্যবসায়ী ছল ও জলপথে ভারতে আদতে শুক্ষ করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে উপকূলবর্তী সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি ছিল দিক্লু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সাল্লিধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তারা কালক্রমে সাত্-এল্-আরব নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে ক্রেমে দিক্লুদেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্ রাজ্য বিস্তৃত হয়। দিল্লুদেশ বসবাসীকারী বছু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আকাদিদ রাজ্যকালে আরবীগণ ভারতীয় সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুশুকাদি আরবী ভাষায় অমুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত অমুবাদ পাঠ করে হিজিরা তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্রা নগরবাসী সমসায়্মিক

৩৪ চিকিৎসা শাস্ত্র

পণ্ডিত আমর বিন্ বাহার আল জাহিজ্ লিথেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎদাশাস্ত্র অত্যন্ত উরতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎদকেরা বিযক্তিয়া এবং নানাপ্রকার ব্যথা ও বেদনার স্থাচিকিৎদা জানতেন। তাঁরা ভেবজজাত ধুম্রের দাহায্যে জীবাণ্ ধ্বংদ করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী ঐতিহাদিক আল্ ইয়াকুবী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎদকদের জ্ঞান, বিভা, বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়া দমকালীন আরবী চিকিৎদকদের দাবিক উন্নতি করেছিল।

দংস্কৃত থেকে আরবী ভাষার অস্থৃদিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পুত্তকগুলির বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যন্ত অসপ্পূর্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবীতে অম্থূদিত চরক সংহিতা "শারাক্", তঞ্চত সংহিতা "সস্রদ্" অথবা "তঞ্চদ" নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ স্কদরগ্রন্থ আরবীতে অম্থূদিত হয়ে "অন্তন্ধার", "অন্তাগার" এবং "অসম্বর" নামে প্রচলিত হয়েছিল। মাধবাচার্যের নিদান আরবী ভাষায় "নিদান" "বদন" এবং "ইয়েদান" প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। সিম্বযোগ গ্রন্থটিও ইবন্ ধন্ আরবীভাষায় অম্বাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ হয়েছিল "সিম্বাস্তাক্" বা "সিম্বসান্"। স্থীরোগ সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতনাম। একটি সংস্কৃত পুস্তুক আরবী ভাষায় "ক্রশা" নামে পরিচিত ছিল।

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী জ্ঞানবেতা আবু মাস্হর্ আল্ বালখী বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাদের বিচারবৃদ্ধি ও শাসন ক্ষমতাও অতিশয় উন্নত।

দ্বিতীয় আকাদিদ্ থলিকা আলু মন্স্বেরের রাজত্বকালে দিকুদেশ থেকে তাঁর রাজদভায় রাজদৃত পাঠানো হয়েছিল। দেই রাজদৃতের দক্ষে কয়েকজন পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং থলিফাকে তুইপানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতিবিদার পুত্তক উপহার দিয়েছিলেন। থলিফা হারুণ আলু রসিদের সভায় কয়েকজন "বার্মাক" নামধারী সভাসদ্ ছিলেন। তাঁরা হলেন বহলীক দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ইসলাম ধর্মাবলদ্ধী বংশধর। আরবী-ভাষায় তাদের বলা হত "বার্মাক"। বার্মাক কথাটা সংস্কৃত প্রমৃথ" অর্থাৎ প্রধান থেকে উভুত, কেননা আরবীভাষা "প" শন্ধবিহীন। খালিদ্ নামক বার্মাকের পিতা চিকিৎসাশান্তে স্পণ্ডিত ছিলেন। বার্মাক বংশোভুত বছ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অহ্বাদ করে গিয়েছেন। থলিফা হারুণ আলু রসিদ্ একবার হক্ষহ রোগাক্রান্ত হলে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ

করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর "মান্কা" বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় দভাসদ চিকিৎসক থলিফাকে রোগমুক্ত করেন।

মান্ক। চিকিংসা বিজ্ঞান ছাড়াও অন্তান্ত বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পহলভী ভাষার উপর তাঁর প্রচুর দথল ছিল। ভারত পরিব্রাজক অন্বেক্ষণীও সংস্কৃত এবং পহলভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন্ধন্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকের উরেথ দেখা যায়, যিনি
সম্ভবতঃ ধনপতি বংশোদ্রব ছিলেন (অথবা নামটা ধন্ম, ধনিন বা ধরন্তরি
থেকে উদ্ভূত) এবং বাগ্লাদে চিকিৎসা ব্যবসা করতেন। শালীহ্ বিন্ ভেল্
নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকও বাগ্লাদ শহরে বাস করতেন। মনে
হয় তাঁর প্রকৃত নাম "শালী" যা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শালীহ্
হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ 'ভেল সংহিতা'র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয়
চিকিৎসকের বংশোদ্রব। তিনি অল্ রসিদের ভাতা ইব্রাহিমের মৃগীরোগের
চিকিৎসা করে থলিফার বাজ্ঞিগত গ্রীক চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন
হয়েছিলেন। ইবন্ আল নাদিম্ 'বাখর' বা 'বাইহর' (ভান্ধর) নামক এক
ভারতীয় চিকিৎসকের উরেথ করেছেন; তিনি নিশ্চয়ই "সিদ্ধান্ত শিরোমণি"
প্রগেতা ভান্ধর নন, কেননা তিনি নাদিম-এর তুই শতক পরে জ্লেছিলেন।

আরও কয়েকড়ন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত
হয়েছিলেন। "ক্ষ্ন" বা কনকায়ন ছিলেন একায়ারে দার্শনিক ও চিকিৎসক।
"সাঞ্চাল", "সান্দালিয়া" বা "নাঙিল্য" অথবা "সায়্যাল" নামধারী আরও একজন
ছিলেন একায়ারে চিকিৎসক ও জ্যোতিবিদ্। "নানক" বা "নোনক" অথবা
"চাণক্য" নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং "যৌধর" বা "য়নোধর" নামক
এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন। ক্ষ্ণ বছ পুত্তক রচনা
করেছিলেন য়ায় ময়ে "কিতাব উন্ ফিং তাউয়াছন" পুত্তকটি মানসিক রোগ
সম্বন্ধীয়। আলি ইবন্ রবান্ আৎ তাহরী "ফির্দৌস্থ এল্ হিক্মং" নামে
ভারতীয় চিকিৎসাশাস্তের এক সংকলন রচনা করেছিলেন। উক্ত পুত্তকে
চরক সংহিতা, স্প্রুত সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাঙ্গহদ্ম পুত্তকসমূহের
বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল। রব্বানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত
"আব্রাজী বা "রাহজেদ্" য়ার সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকর্ মৃহম্মদ ইবন্
ভাকারিয়া। তিনি আরবী চিকিৎসকগণের ময়ে অ্বতিশম্ব খ্যাত ছিলেন।

৩৬ চিকিৎসা শাস্ত

তাঁর রচিত "আল্হাভী" নামক পুস্তকের তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্ হারীৎ ইবন্ কালদা নামক এক চিকিৎসক মকা শহর থেকে পারস্থা দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি বলতেন, "অতি স্থদক্ষ পাচক এবং স্থদ্বী কামাতুরা পত্নী বৃদ্ধদের পক্ষে প্রম্থ্যনিষ্টকারী"।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিৎসকণণ ভারতীয় চিকিৎসাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিৎসাবিধির উপর বেশী আরুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নিম্নলিথিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্নোক্রাতেস্কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিতা প্রভাবিত করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে কোসদ্বীপবাসী হিপ্নোক্রাতেস্ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর শ্লিদিয়া শহরের চিকিৎসা বিত্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শ্লিদিয়া সংলগ্ন কাপ্নাদোচীয় নগর বোগহাজ্বকিওতে মিতান্নীদের রাজধানী ছিল। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ ছগো স্বিস্কলের বোগহাজ্বকিওতে খনন কার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা পৃস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। স্কৃতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন শ্লিদিয়া নগরীর চিকিৎসকণণ ভারতীয় চিকিৎসাবিত্যার দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিপ্নোক্রাতেস্কেও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র

ত্তরোদশ শতকে ইসলামী তুনিয়ার বছ আরোগ্যশালা মিশর, সিরীয়া এবং পার্যবর্তী দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচশত বৎসরের প্রাগ্-এসলামিক চিকিৎসাবিত্যার আরবী অভিজ্ঞতা ইস্লামী যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমুদ্ধ করেছিল। উক্ত প্রাগ্-এসলামিক আরবী অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ, চীন এবং গ্রীক দেশ থেকে আহত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ তুকী বৃবক স্থলতান প্রথম কাইকাভূন ১২১৭
খ্টান্দে তুরস্কের সিভান্ শহরে এক বৃহৎ আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তৎকালীন তুকী কৃষ্টিধারাকে "নেল্চ্ক্" কৃষ্টি নামে অভিহিত করা হত।
সেলচ্ক্ যুগের শেষাংশে (অটোমান্ বা ওস্মানী যুগের অব্যবহিত পূর্বে)
তুরস্কের আনাতোলিয়ায় আরও বহু আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল।
বাইজানটাইন বা বৈজয়ন্তী সাম্রাজ্যের পতনের নয় শতান্ধী পরে তুরস্কের

টোকাত্ (১২৭৫), দ্বীরিক্ (১২২৮), আমাদিয়া (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে আরোগ্যশালা ছিল। ঐ গুলির প্রতিটি আঞ্চও বিগুমান। কোনিয়া (১২১৯-১৩৩১), कांक्षेत्रसू (১২৭২) এवः मान्किति (১২৩৫) आतागा-শালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। সেল্চুক্ যুগের কারস্, কাইদেরী এবং দিভাসে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে বিগুমান। ১৯৫৬ थेशेर्स कारेरमती वारतागामानात १०० चम প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত হয়েছে। আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়েছে। সিভাসের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নিমিত তোরণের গায়ে লেথা আছে যে "৬১৪ অব্দে কেইহুস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্ কাইকাভুস্ কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ।" নিভাসের আরোগ্যশালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ। উক্ত আরোগ্য-শালার প্রান্থণেই কাইকাভূদ্কে সমাহিত করা হয়েছে। আরোগ্যশালায় আরবী ভাষায় অনৃদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিৎসা পুতকসমূহের সাহাযো চিকিংদা করা হত। প্রাচীন দেল্চুক্ চিকিৎসকেরা পারস্তদেশে চিকিংদা শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত তুরক্ষের তরুণ চিকিৎসাবিতা শিক্ষার্থীরা প্রাক্ত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করে শিক্ষানাভ করতেন। দেল্চ্ক যুগে লিথিত বহু চিকিৎদা পুত্তক এখনও বিভয়ান। হাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পৃত্তকগুলি আরবী ও পারদিক ভাষায় লি^থত হত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুর্কীভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবর্তিত হয়েছিল।

তুরস্কের ভাকাফ্ (ওয়াকফ্) দপ্তরে সংরক্ষিত স্থলতান কাইকাভ্নের ১২২০ খৃষ্টান্দে লিখিত ইপ্টপত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি দিভাদ-এর সংস্থাটর পরিচালনার জন্ম প্রচুর ভ্-দম্পত্তি দান করেছিলেন এবং পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণরন করেছিলেন। উক্ত যুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল। ১৯৬৭ খৃষ্টান্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বংসর পৃতির উৎসব যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত

ভারতীর চিকিৎসাশাস্ত্র যথন উৎকর্ষের উচ্চতম শিথরে (খৃঃ ১০ শতকে) তথন ভারতে মৃদলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে আক্রমণকারীরা আফগানীস্থান ও পারস্থাদেশ থেকে ভারতের ধনরাশি লুঠনের মানদে আদতে থাকে এবং সেই দঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের কৃষ্টি, জীবনধারা ও
চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিৎসাশাস্ত্রকে ভারতে
"ম্নানী" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক
দেশকে 'ম্নান" বলা হয়। প্রথমতঃ আমুর্বেদের উৎকর্ষতার জন্য এবং
ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য ম্নানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা সহজে গ্রহণ করে
নি। কিন্তু কালক্রমে ম্নানী চিকিৎসা ও আমুর্বেদ চিকিৎসার এক সমন্ত্র ঘটে।
সেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে 'ম্নানীতিব্' বা "ভিকি" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। ম্সলমান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয়
পণ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে
অবক্ষয়-এর স্থচনা হয়। কুসংস্কারাচ্ছর ব্রাহ্মণ চিকিৎসক্ষণণ রক্ত, পৃঁজ ও
মৃতদেহের সংস্পর্ম বর্জন করায় শলাচিকিৎসা ক্রমে ক্রমে অস্ত্যুজগণের আওভায়
আসে। ক্রৌরকারেরা শল্যচিকিৎসার অধিকারী হর এমন কি পশুপালকেরাও
অস্থিতসের চিকিৎস। আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডেও ক্রৌরকার শল্য
চিকিৎসকেরা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিরা শল্য
চিকিৎসা ব্যবসা করতেন না।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের "পঞ্ছত"-এর মত মুনানী চিকিৎসকের। শরীরের প্রধান উপাদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা: (১) আর্কান্
(২) মিজাজ্ (৩) আখ্লাত্ (৪) আজা (৫) আর্জা (৬) কুভা এবং (৭) অফাল্। উক্ত উপাদানসমূহকে বলা হত "উম্ উর ই তাবিয়া"।
তাঁরা বলতেন যে, মান্থ্যের স্কৃতা খাল্য, পানীয়, পেশীসঞ্চালন, বিশ্রাম, নিশ্রা,
জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

জিয়া উল্ দিন্ বারাণী নামক ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহ্ তুমলক-এর রাজস্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেই এক্তে সর্বপ্রথম মুনানী চিকিৎসক মৌলানা বদর উল্ দিন্ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত আছে। এ হাড়া মহাচন্দ্র তাবিব্ ও জাজা নামক তৃইজন হিন্দু মুনানী চিকিৎসকের নামও পুস্তকটিতে দেখা যায়। মৃহম্মদ তুমলক-এর রাজস্বকালে (১৩২৫-১৩৫৫) দিল্লীতে ৭০টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ মুনানী চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাজা সামস্ উল্ দিন প্রণীত শাজ্ম এ সাম্দী" নামক পৃস্তকে নাগার্জ্বন ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ আছে। ফিরোজ শাহ তুমলক্ নিজে চিকিৎসাশান্তে স্বপণ্ডিত ছিলেন এবং

ভগ্ন অস্থি পুনর্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষ্রোগ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং তিনি চক্ষ্প্রদাহের জন্ম এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে ছিলেন। প্রলেপটির নাম ছিল "কুল এ ফিরোজশাহী"। তাঁর আদেশে "তিব্ এ ফিরোজশাহী" নামক একথানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

তৈম্বলদ্ব ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর অধিকৃত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, একটি মথ্তব একটি মৃদাফিরথানা ও একটি দাওয়াথানা স্থাপনা করতে হবে। কাশ্মীরের স্থলতান জৈম্ল আবেদিন-এর রাজত্বকালে (১৪২২-১৪৭২) মন্স্রর নামক চিকিৎদক তৃইথানি চিকিৎদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত রাজসভায় শ্রীভাট, নামক এক হিন্দু চিকিৎদকও ছিলেন।

বাহ্মনী স্থলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহ্মদ তার রাজত্বকালে রাজ্যের দর্বত্র আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর পায়ের একটি ছুরুহ ক্ষতের চিকিৎদা করে নুসিংহ দরস্বতী নামক চিকিৎদক খ্যাতি লাভ করেন।

গুজরাটের স্থলতান মাহমুদ শাহ্ (১৪৫৮-১৫১৮) রাজ্যভার পণ্ডিতদের সাহায্যে ভাগভটের "অষ্টাঞ্চদ্য" গ্রন্থি পারদিক ভাষায় অন্ধাদ করিয়ে-ছিলেন। তাঁর রাজ্থকালে পারদিক ভাষায় লিগিত চিকিৎসা পুত্তকসমূহের মধ্যে "তারিগ্ এ ইবন্ এ থাল্লিকান্", "মিশকাত্ শরিফ", "তিব্ এ মাহ্মুদী" ও "দিফা এ মাহ্মুদী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিরিন্তা (১৫৭০-১৬১১) নামক ঐতিহাসিক লিথেছেন যে, স্থলতান মাহমুদ থালজী সাহিবাবাদ (বতমান মধ্য প্রদেশের মাণ্ডু) শহরে একটি আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্ম প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। যোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিঁয়া ভাউয়া বা বেহ্ওয়া বিন্ থারাশ থান্ একটি আয়ুর্বেদ শাস্তামুগ পারদী পুত্তক লিথেছিলেন।

বিজ্ঞাপুরের স্থলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল্ শাহ্-এর রাজ্বকালে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ফিরিন্ডা ১৫৯০ খৃঃ অব্দে "দস্তর উল্ আতিব্বা" অথবা "ইখ্তিয়ারত্ এ কালিমি" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। বিজ্ঞাপুরের স্থলতানের সভা-শলাচিকিৎসক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মান্থলিচ (১৯৫৩-১৭০৮) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা কতিত নাদিকার পুন্র্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

: ৪৮৭ থু অব্দে আহ্মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব

ব্রহান নিজামশাহ, হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎসক বারা "তাকিম্ উল্
আব্দান", "রিসালা এ হিপজ এ সিহাত্ এবং "তাকিম্ উল্ আম্রাজ"
নামক তিনিটি মূল্যবান পুত্তক রচনা করান। মূর্তাজা নিজাম শাহ্-এর
রাজ্ত্বকালে রুত্তম জুর্জানী "দাধিরা এ নিজাম্শাহী" নামক চিকিৎসা পুত্তক
রচনা করেন।

গোলকুণ্ডার স্থলতান কুলী কুতব শাহ এর রাজত্বকালে (১৫৮১-১৬১১)
মীর মোমিন নামক পণ্ডিত ছটি চিকিৎসা পুতক রচনা করেছিলেন। উক্ত রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হত এবং শ্যাবিশিষ্ট আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত।

ম্ঘল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (২৫২৬-১৫৩০) দিলী এবং তাঁর রাজ্যের অন্যান্ত শহরে মাসিক বেতনভোগী চিকিৎসক দারা আবোগ্যশালা পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে চিকিৎসাবিছ্যায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রাজহুকালে (২৫৩০-১৫৫৬) ইউস্ফ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ ইউস্ফ নামক পণ্ডিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করেছিলেন এবং আয়ুর্বেদ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণন্ন পদ্ধতি এবং প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই গ্রাক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বরকারী বলে অভিহিত করা হয়। হুমায়ুনের সভাসদ মৌলানা মহম্মদ ফঙ্গল্ ১৫৩৯ খৃঃ অবদ "হুমায়ুনী" শীর্ষক একটি মহাকোষ রচন। করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক একটি থও ছিল। প্রস্থৃটিতে উল্লিখিত আছে যে, ১৫৪২ খৃঃ অবদ বিচারকের ভুলক্রমে শান্তিস্বন্ধপ হুদেন নামক এক ব্যক্তির কর্ণ কতিত করা হয় পরে সেই ভুল প্রমাণিত হুওয়ায় অমৃতপ্ত সমাট নিজ তৃত্বাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের ঘারা ক্তিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় "গাঠনিক শল্যতন্ত্র" বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

ভ্মায়্নের মৃত্যুর পর তাঁর স্থ্যোগ্য পূত্র আকবর সিংহাদনে আরোহন করেন (১৫৫৫-১৬০৫)। তিনি অত্যস্ত বিভোৎসাহী ছিলেন। তিনি শিশুর মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাক্যের প্রভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্তু নিয়্ম গবেষণা করেছিলেন। কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে রাগা হয় এবং পরিচারিকারণকে শিশুদের দঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে

বিরত করা হয়; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং যে কয়েকটি মাত্র জীবিত ছিল তারা মৃক হয়ে যায়। জার্মানীর কাইজার দিতীয় ফ্রেডেরিথ্ও অনুরূপ এক গবেষণা করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, জন্মের পর হতে শিশুর কর্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হয়, শিশু সেই ভাষাতেই বাক্যারস্ত করে। আকবরের "নবরত্নের" অন্যতম ছিলেন ঐতিহাসিক আবুল্ ফজল্। তিনি ২০ জন হিন্দুও মুগলমান চিকিংসকের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্র, বিভারাজা, তোডরমল ও নীলকণ্ঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তৎকালে বহু চিকিৎদক স্বগৃহেও চিকিৎদা ব্যবদায় করতেন। দেই দময় পারস্তের জিলানী নগর থেকে হাকিম্ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিংসক এসেছিলেন এবং কালজমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্ম তাঁকে "জালিমুদ্ এ জামান্" বা দেই যুগের "গ্যালেন" নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি হৃদ্যদ্বের কার্যকারিতা ও হাদয়ের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অন্ধ্রোধে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা শহরে ছটি সংরক্ষিত পানীয় জলাধার থনন করা হয়েছিল। আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকিম হুমাম্ তাঁর হারেমের রমণীদের চিকিৎদা করুতেন। গুল তামকুটের ধ্মপান করলে যে খাস্যস্ত্রের রোগ হয় এ কথা সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং ডিনি ভাষকুটধ্য স্থশীতল জলের মধ্য দিয়া স্ঞালিত করে ধ্মপানের অনুমোদন করেন। বর্তমান কালের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।
(১৬০৫-১৬২৭)। তিনি সমাট হরেই এক বারদফা কর্মস্থচী প্রচার করেন।
যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশালা স্থাপনা ও রাজকোষপৃষ্ট
চিকিৎসক দ্বারা সাধারণের চিকিৎসা। তাঁর রাজক্বালে প্রকাশিত "তুজুক্
এ জাহাঙ্গীর" নামক পুত্তকে জলাতক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে স্থলিথিত
নিবন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর একটি মৃত নেকড়ে বাঘ-এর শ্বব্যবচ্ছেদ করে
শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর আদেশে একটি চর্মহীন মেবের
শ্বদেহ আহমদাবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহম্দাবাদ শহরে ঝুলিয়ে
রাথা হয়। সাত ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শ্বটিতে পচন

৪৪ - চিকিৎদা শাস্ত্র

 আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বহু যাজক চিকিৎসককে ধর্মীয় সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যাজক চিকিৎসকরা মূর্থ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্ম চিকিৎদাশাস্ত্রকে পুনরায় কুদংস্কারাচ্ছর করে তোলেন। মধ্যযুগের চিকিৎদাগ্রন্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিৎদকগণ বলতেন, সেণ্ট ব্লেজ কর্চনালীর সেণ্ট এ্যাপোলোনিয়া দচ্ছের, সেণ্ট বের্নাডিন শ্বাদনালীর, দেও লরেন্দ পৃষ্ঠের ও দেও এরাস্মুস উদরের অধিদেবতা। স্বল্প শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। সেন্ট গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান মঠে একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। দাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তাঁরা ্খৃষ্টজন্ম নিরীক্ষণকারী পবিত্র প্রাচ্য পুরুষত্রয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দঙ্গে দলে দলে রোগী গিজায় উপস্থিত হয়ে দর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজনাত্ত্রত লাভের জন্ম রাজদমীপে বেত। রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড দি কন্ফেদর। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় ছুই তিন সহস্র রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। স্ট্রাটি বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী এয়ন্ও অহুরূপ বিখাদ করতেন।

মধ্যযুগে তীর্থবাজীদের স্থবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্থে নির্মাণ করেন "হস্পিতালিরা" নামক অতিথিশালা। কালজ্ঞমে জনাথ বালক বালিকা ও কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওরা হত। পুরাকালে মুরোপে কুষ্ঠব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্য দিয়ে মুরোপে কুষ্ঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। মুরোপে কুষ্ঠরোগীদের শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের মুরোপে প্রায়ই প্রেগ মহামারী দেখা দিত।

দে সময় প্রেগের নাম ছিল "ক্রফ মৃত্যু"। চতুর্দশ শতকে য়ুরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। মুরোপের মূল ভূখণ্ডের কন্তান্তিনোপল ও গ্রীদ দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টান্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ করে। যোহানেস্নোহ্ল্ বলেছেন যে, প্লেগ রোগ স্কুর চীন দেশ থেকে ক্রশিয়া, পারস্থ ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে মুরোপে প্রবেশ করেছিল।



চিত্র ৩৪—ইন্ধলাপিউদ কড়ক রোগীর চিকিৎস।।



চিত্র ৩৫—ইন্দলাপিউদ কর্তৃক বাবজত শল্যায়।



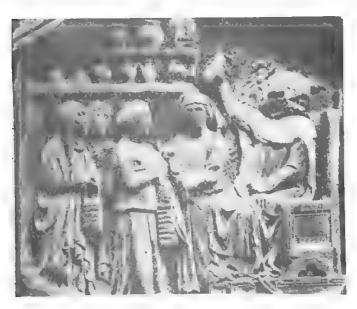
চিত্র ৩৬—ইস্কুলাপিউদ, হাইজিয়া ও বিষহীন সর্প।



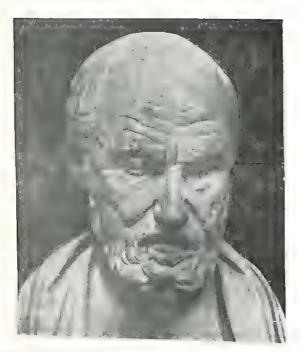
চিত্র ৩৭—হাটজিয়া ও বিষহীন সর্প।



চিত্র ৩৮—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক ইয়াসন কর্তৃক এক শিশুর **উদর পরীক্ষা**।



চিত্র ৩৯—প্রাচীন গ্রীক চিকিংদক কর্তৃক মুত্র পরীক্ষা।



চিত্র ৪০—পাশ্চাতাচিকিৎসা ধারার প্রবতক হিপ্লোক্তাতেস্ হেরাক্লিদে।



চিত্র ৪১—এই বৃক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্রছায়ে হিপ্পোক্রাতেস্ ছাত্রদিগকে
শিক্ষা দিতেন ' ডঃ উইল্ডার পেন্ফিল্ড-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

ফ্রান্সিস্কান যাজক মিথাইল লিথেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ ভতি প্রেগাক্রান্ত জেনোয়াবাসী নাবিক সিসালর মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্র দিসিলিতে প্রেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। প্রেগ হতে কারও নিস্তার ছিল না। রোগের স্ট্রেনায় রোগীর দেহে বিক্ষোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্কৃত্ব মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভ্র্যণ্ডে চলে যায়। উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী-গণের মাধ্যমে প্রেগ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ প্রেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। গী ছা শালিয়াক বলেছেন যে তাঁরা প্রেগের প্রতিষেধক হিসেবে অতিরিক্ত জলীয় খাছা পান, মাংস ভক্ষণ ও মছা পান নিষিদ্ধ করতেন এবং বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্রেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে—এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওরার আগে মুখোস, আলখিলা ও দন্তানা পরিধান করতেন। ছ্যিত বায়ু পরিশোধনের জন্ম রোগীগৃহে ছুর্গন্ধযুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাছুলী বাঁধা থাকত। ১৩৭৩ খুষ্টান্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্রেগ দেখা দেয় এবং শহরের শাসক ভিস্কম্তে বেরনারো রোগীদের শহরের বাইরে বহিদ্ধত করেন এবং শুশাকারীগণকে স্বন্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন।

কিন্ত বেরনারোর শত চেষ্টা সত্তেও ইত্রের সাহায্যে সংক্রামিত "বাগী প্লেগ" (বিউবোনিক প্লেগ) এর কোনও উপশম হয় নি। সিসিলির রাগুসা বন্দরের নিকট একটি রোগাবাস নিমিত করা হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী সমস্ত জাহাজ্যাজীদের ৩০ থেকে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক ভাবে বসবাস করতে হত। ইতালীয় ভাষায় এ প্রথাকে বলা হয় "কোয়ারেন্তা জিওনি" অর্থাৎ 'নিরোধক দিবস"। পৃথিবীতে অধুনা স্থপ্রচলিত "কোয়ারেন্টাইন" পদ্ধতি "কোয়ারেন্ডা জিওনি"র আধুনিক রূপান্তত মাত্র।

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের দেশে ঐ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভঙ্গকারীদের নির্মম শান্তি দেওয়া হত। ক্যোনিগস্বের্গের বারবারা থাটন নামি এক গৃহ পরিচারিকা এক প্লেগরোগীর ব্যবস্থত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় থাটন ও তার প্রভু উভয়েই প্লেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে। ভীতিসঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থাটিন এর মৃতদেহটি প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রেথে ছিল।

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বর্ণিত অশ্বারোহী চতুষ্টরের (কোর হর্দমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্দে) দ্বারা প্লেগ রোগ ব্যপ্ত হয়। স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। করাসী সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাহস্ততে আবদ্ধ হয়েছিল, রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের এ চরম ছদিনে কুসংস্কারাচ্ছর পুরোহিতগণ জনসাধারণগণকে বিল্লান্ত করতেন অলীক কল্পনার দারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিস্ অব দি ফ্লস্) নামক যাজকগোষ্ঠার সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুদংস্কারাচ্ছন জনসাধারণ ইহুদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকসমক্ষে জীবস্ত দগ্ধ করে।

রোম সাম্রাজ্যের প্তনের সম্পাম্রিক কালে নেপ্লস্ শহরের দক্ষিণে ছিল সালেনে। নামক এক স্বাস্থ্যাবাস। নবম শতাব্দীতে এ স্থানে একটি বিখ্যাত চিকিৎসাবিত্যালর এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র রোম শাম্রান্ডোর অধিপতি শ্রাট দার্লেমান ঐ বিভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে ইছদি এলিছুস, গ্রাক পড়ুস, আরবীয় আদ্আলী ওরোমক সালের্স নামক চারজন চিকিংসাশাস্ত্রজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐটি প্রতিষ্ঠিত। জাতিধৰ্ম নিৰ্নিশেষে যে কোন পুৰুষ এমন কি স্ত্ৰীলোকও এ স্থানে শিক্ষা গ্ৰহণ করতে পারত। দালের্নো বিভালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাদ করতেন ক্যাদিনোতে অবস্থিত ধর্মীর পুস্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মমৃদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বহু আহত যোদ্ধা সালেনোতে চিকিৎস। করিয়েছিলেন! ইংলতেশ্বর ,বিজয়ী উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠপুত্র রবার্ট চিকিংসা ব্যপদেশে বহুদিন সালের্নোতে বাস করেন। সেই স্থাোগে তাঁর—কনিষ্ঠ লাতা দিতীয় উইলিরাম ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হেসের তাঁর "লেরবৃথ্ দেস্ গেশিথ্তে দের মেদিৎসিন" গ্রন্থে লিথেছেন যে, সালের্নোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা পাঁচজন স্ত্রীচিকিৎসকের মধ্যে কনস্তান্তিয়া কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খ্টাব্দে সাধু ক্ষডলফ্ সালের্নে। পরিদর্শনে গিয়ে টরটুলা নাম্মী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের

দংস্পর্শে আদেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একথানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
সিচেলগার্তা নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি) পারদশিনী মহিলা
চিকিৎসক হিংসাপরায়ণা হয়ে তার স্বামী ডিউক রবার্ত গিস্কদিকে বিষপ্রয়োগে
হত্যা করেন। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয়
আজ থেকে মাত্র তুই শতান্দী আগে থেকে। স্কুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে,
সালেনোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপদ্বী।

দালেনোর খ্যাতি মান হবার সদে দকে ফরাদী দেশের দক্ষিণে মঁপেলিয়ের ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনিয়া ও পাছুয়া নামৃক ঘূট স্থানে চিকিৎসা-বিভালয় স্থাপিত হয়েছিল। ম'পেলিয়ের বিভালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভিলানোভা শহরবাসী আর্নন্ড নামক এক পতু গীজ চিকিংসক। তিনি ধর্মতন্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ছিলেন। তার স্থফা পোপ অষ্টম বনিফেসের অমুরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিভা শিক্ষা দিতেন। তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্রাক্ষারস (অ্যালকোহল) সাহায্যে ভেষজ নির্যাস প্রস্তুত কারক। পূর্বে উদ্ধিখিত গী ছ শালিয়াক ম'পেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ষ্ট ক্লেমেন্ট-এর সভা চিকিৎসক এবং 'চিরুরগী ম্যাগনা' নামক একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। গিলবাট এ্যান্দেলিকুষ্ ও জন্ নামক তুজন ইংরাজও শিক্ষালাভ করেন মঁপেলিয়েরে। জেওফ্রে চ্যার প্রণীত "ক্যাণ্টারবারি কাহিনী" পুস্তকে জন্এর নাম উল্লেখ আছে। তিনি এড এয়ার্ডের পুত্রকে বদন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। "শ্রীরের ইতিহাস" নামক পুস্তকে ফ্রেণ্ড নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, জন্ভেষজ দাহায্যে মূত্রাশয়ের পাথারী দ্বীভূত করতেন ও প্রালেপ ছারা বাতের চিকিৎসা করতেন।

ম পৈলিয়ের-এর থ্যাতি সালের্নো অপেক্ষা স্বপ্নকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তী-কালে চিকিৎসাবিতা লাভের জন্ম ছাত্রগণ প্যারী ও পাড়ুয়া যেত। প্যারীবাসী ইংরাজ ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) এবং জার্মান ডোমিনিকান যাজক আলবেটুস মাগন্ত্রস (১১৯২-১২৮০) ছিলেন প্যারীর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচর্চায় অবহেলা করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিন্ধত

হন ৷

রেনেদাঁস যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র

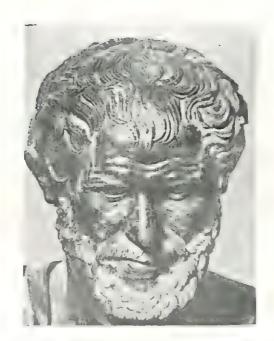
মধ্যবুণের পরবর্তীকালে মুরোপের শিল্প ও দাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের মুগকে বলা হয় রেনেদাঁদ মুগ। মধ্যমুগীয় বর্বরতার অবদানে, মধ্যমুরোপের টিউটনিকেরা খৃইধর্ম গ্রহণ করে শিল্প ও দাহিত্যের পুনক্রমেষের জ্ঞা দচেট হয়। এই মুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞ্চেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আলব্রেখট ডু্যুরের এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত মান্থবের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন প্রবৃতিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভূল নির্ণয় করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের ক্রেনেলম্ শহরে বিথ্যাত শারীরস্থানবিদ আদ্রিয়া ভেসালিউসের (ভেসাল) জন্ম হয়েছিল। তিনি লুভেঁ, প্যারী ও পাড়ুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর চিত্র ৫৭

পাণ্ডিত্যে আরুষ্ট হয়ে দমগ্র য়ুরোপের ছাত্রমগুলী তাঁর নিকট সমবেত হত। পাচ বংসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দেকরপোরী হুমানিদ্" বা "নরদেহের গঠন"। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী টিজিয়ানো ভেচেলিও বা টিটিয়ান। পুশুকটি প্রকাশের পর ভেসালিউদকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ইয়াকোবৃদ্ দিল্ভিয়্দ্ এবং প্রিয় ছাত্র কলম্দ্ প্রকাশ্যে তাঁকে অপমান করতেও বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দম্ম করেন। ভেসালিউদের রুতিছে অন্ধ্র্পাণিত হয়ে ইংলওে আইন দারা ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণকে বংসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শব্বাবচ্ছেদ করতে অন্ধ্রমতি দেওয়া হয়। পাড়ুয়া হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ ভঃ জন কেয়ুদ ১৫৪৬ খঃ অমে ইংলওের ক্ষোরকার শল্য সংস্থার (বার্বার দার্জনদ্ গিল্ড) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে পাড়ুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে যিনি মাছ্যের শরীরের রক্ত দঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

ठिख ८৮

বেনেসাঁস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্ল্ন আউরিয়ালিউদ্ থিওফ্রাষ্ট্রন্দ ফন্ হোহেনহাইম্। সংক্ষেপে "পারাসেলস্থ্ন" অর্থাৎ সেলস্থন্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে স্ক্টজারল্যাওের



চিত্র ৪২—আরিষ্টটল্



চিত্ৰ ৪৬—গালেন



চিত্ৰ ৪৮—ইবনে্সিনা বা অভিদেশ্গ।

আইন্সিদেলেন্ শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার কারিস্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ শহরে বাস করতেন। তাঁর পিতা ভিলাখ শহরে চিকিৎসাব্যবসায় করতেন। তিনি পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর প্যারাদেলস্থদ্ স্বোয়াংদ্ শহরের জিগ্মুগু ফুগের এর নিকট রদায়ন শাস্ত্র ও অপরসায়নশাস্ত্র (আরবী-আল খেমি) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৫২৫ খুটান্দে অষ্টিয়ার শালংপূর্ণ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাগরিকগণের চক্রান্তে তাঁকে ঐ শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে স্থইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরবাদী মানবতাত্ত্বিক (হিউম্যানিষ্ট) পণ্ডিত ফ্রোবেন অস্কৃষ্থ হন এবং প্যারাদেল্সুদ্ কর্তক চিকিৎসিত হয়ে আরোগালাভ করেন। ক্রোবেন-এর প্রচেষ্টায় প্যারাদেন স্থন বাজেল, বিশ্ববিচ্ছালয়ের অধাপক ও শহরের পৌরচিকিংসকের পদ লাভ করেন। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তাঁর মাতৃভাষা জার্মানে বক্ততা দিতেন। তুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেন্টেগালেন শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলস্থস বলতেন, "জ্ঞান কেবলমাত্র বই-এর পাতার নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিস্তা করতে হৰে।"

১৫১• খুটাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষোরকারের গৃহে বিখ্যাত আঁব্রয়ে পারের জন্ম হয়। জেষ্ঠ্য, ভ্রাতা ও খুন্নতাতের নিকট চিকিৎসাশাম্বের চিত্র—৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিখ্যাত ওতেল, দীউ নামক চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্ম তাঁকে প্যারী বিশ্ববিচ্চালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি হিপ্লোক্রাতেসের গ্রায় প্রকৃতি বিচ্চা চর্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্ম ধমনীবন্ধন (লিগেচার) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবন্ধ শিক্তকে ঘ্রিয়ে প্রসব স্থ্যাধ্য করার পথ আবিদ্ধার করেন। অক্ষহীন ও বিকলাক্ষের জন্ম তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন। ফরাসীদেশের ক্যাথলিক ও হুজেন্ট্গণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্তাধ্যক্ষ মারেশাল্ ছ মতেয়ার অধীনে তিনি সৈন্ত-বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। স্থাপি ত্রমোদশ বৎসর ধরে ক্তিত্ব প্রদর্শনের পর পারে প্যারীর সেণ্টকোম চিকিৎসা বিছ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। স্থাপির্ঘ ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে ১৫৯০ খৃষ্টান্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেণ্ট অন্দ্রে দেস আর্তস্পীর্জার প্রান্ধণে তাঁর সমাধি আজ্ঞ বিশ্বমান।

রেনেসাঁস যুগের ইংরাজ চিকিৎসকগণের মধ্যে টমান্ লিন্একার-এর (১৪৬০—১৫২৪) নামও উল্লেখযোগ্য। লিন্একার ক্যাণ্টারবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকস্ফোর্ডে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা করেন এবং সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে তাঁর উল্লোগে লওনে রাজকীয় ভেষজ্রশাস্ত্র বিছ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলক্ষত করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেয়ুল্ব পাড়ুয়া শহরে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা করে ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন এবং অইম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেণের অধীনেও চাকুরী করেন। লিন্একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজ্বশাস্ত্র বিছ্যালয়ের সভাপতি হন।

রেনেসাঁস যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল—যথা, ভেষজ নাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসক (বার্বার সার্জ্ঞনেস্) ও ভেষজ ব্যবসায়ী (এ্যাপোথেকারী)। ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞদের "গ্রাণবৃর্জোয়া" বা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণকে "পেতি ব্র্জোয়া" নিয় অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজ্রের উচ্চন্তরে মেলামেশা করবার স্থযোগ পেতেন না। যোড়শ শতকে ফরাসী ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাবিঘার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলওে শল্য চিকিৎসা ব্যবসায় করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, "মাষ্টার" বা ওক্ষাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের পরিবর্তে "মিষ্টার"-এ পরিণত হয়। ইংলতে শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্য চিকিৎসকও "মিষ্টার" বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করতে। বিখ্যাত বান্ধালী শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ভাঃ ললিতমোহন বন্ধ্যোপাধ্যায় "মিষ্টার ব্যানাজী"

নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণত: অন্ত চিকিৎসকের নির্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করতেন কিন্তু স্থযোগ পেলে নিজেরাও রোগী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা চিকিৎসা করে প্রচুর স্থনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরাও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সংস্থা (রয়েল সোসাইটি অব্ এ্যাপোথেকারীস্) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে সমিতিবন্ধ হন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

সপ্তদশ শতকে মুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হার্ভে, ফ্রান্সিস্ বেকন, যোহানেদ্ কেপ্লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকার্ড, ব্লেদ পাস্কাল, রবাট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন লক্, বেনেডিকটুস্ স্পিনোজা ও গটফ্রিদ হ্বিল্হেল্ম্ লাইবনিংদ্ এবং আরও অনেকে। গ্যালিলিও এক সরল অমুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্ণার করেছিলেন। ভবিশ্বৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে তারই উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। সাংটোরিয়্স নামক পাড়য়াবাসী বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর মতবাদ অমুসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমান্যন্ত্র (থার্মোমিটার) আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্ মেয়ে। অয়জান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ হন। কালক্রমে অমুজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে। শুর রবার্ট সিবাল্ড নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিভালয় স্থাপন করেন। আর্চিবল্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক স্কট্ চিকিংসক উক্ত সংস্থার প্রধান সদস্ত পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা ছাত্র জন মর্গ্যান আমেরিকার সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা বিভালয় পেন্সিল্ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের এই স্থবর্ণযুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে কেম্মিজ ও পরে পাড়্য়ায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লওনের সেষ্ট বার্ধোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। পাড়ুয়ার অধ্যাপক ফাব্রিসিউস্-এর গবেষণায় অহ্পপ্রাণিত

চিত্ৰ-৬•

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্রে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি

চিকিংসা শাস্ত্র

আবিদ্ধারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর উক্ত তথ্য বিষক্ষন সমক্ষে প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও কালক্রমে তাঁর মৃতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িককালে ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস্ সাইডেনহাম্ (১৬২৪-১৬৮৯) জন্মপ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমগুয়েলের সৈত্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। বাইশ বৎসর বরসে চাকুরী পরিত্যাগ করে অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিভা শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দিবারাক্র রোগীর শ্য্যাপার্শ্বে বসে রোগের প্রভিটি লক্ষণ পৃত্যাহ্বপৃত্যারূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণন্ন শাস্ত্র বা ক্লিনিকাল ডায়াগ্নোসটিক্ মেডিসিন-এর প্রবর্তক। রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় লোহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় দিনকোনা বন্ধল চূর্ণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তাঁর অম্ল্য অবদান। জীবৎকালে তিনি মুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে খ্যাতিলাভ করেন।

গ্যালিলিও কর্ত্বক আবিষ্ণত অমুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকলা (লেন্স) দ্বারা গঠিত। যৌগিক পরকলা (কম্পাউও লেন্স) উদ্ভাবনের বহু পূর্বে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মারচেল্লো ম্যালিপিঝি ও ওলন্দান্ত আন্তনি ভান লেউভেনহোক্ সরল পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালিপিঝি (১৬২৮-১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনিয়া বিশ্ববিচ্চালয়ের অধ্যাপক। তিনি জীবস্ত ব্যাঙের ফুদফুদ পরকলার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা শিরা ও কৈশিকা ধমনীর (ক্যাপিলারিস্) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্য উদ্ঘাটন করেন। জ্ঞাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্বায়ৃতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

লেউভেন্থোক ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেল্ফ্ট্ শহরে বস্ত্র ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে তিনি ক্ষটিক থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় বিশতাধিক অমুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁর অমুবীক্ষণ যন্ত্র দারা অদৃশ্য বস্তুকে প্রায় ১৬০ গুণ বধিত আকারে দেখা যেত। নিজের দস্তের মধ্য হতে সামান্ত ময়লা নিয়ে তিনি অমুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখজে সমর্থ হন। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে। তাঁর আবিশ্বার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিশ্বত উন্নতির প্রধান কারণ।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে রোগনিদানতত্ত্ব (প্যাথলজ্ঞি).সম্বন্ধে চিকিৎসকদের

বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিন্তা মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টান্দে ইতালীর ফোর্লি শহরে জন্ম-গ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিশ্ব আলবার্টিনি ও ভাল্সাল্ভা-এর অধীনে চিকিৎসা-বিশ্বা শিক্ষালাভ করেন। পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণয় করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি শিনান তাত্ত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র" (প্যাথোলজিক্যাল এ্যানাটমি) নামে অভিহিত করেন। উনবিংশ শতান্ধীতে ভিয়েনাবাসা অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের ফন্ রোকীটান্দ্রী মরগান্নি প্রবৃত্তিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ব (কম্পারেটিভ্ এ্যানাটমি) ও অমুবীক্ষণ শাস্তের (মাইক্রোস্কোপি) উত্তরোত্তর উরতি ঘটে। য়ুরোপীয় বিশ্ববিচ্যালয়সমৃহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিচ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সমস্কে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খুটান্দে হেরমান্ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজ্বশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করতে আসতেন মুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্ ফন্ হালের ও ভিয়েনার গেরহাভ ভান স্কইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত।

ব্যারহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হবে। এক দেশের আবিদ্ধার অন্ত দেশের চিকিৎসকগণের স্থবিধার্যে যথাসত্তর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন (শাঁবেরলা) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলত্তে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রসব ব্যবস্থা সরল করবার জন্ম "প্রসব-সাঁড়ানী" (অবর্ফেট্রিক্যাল্ ফরসেপস্) উদ্ভাবন করেন। বংশামুক্রমে তাঁরা উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেথেছিলেন। স্বার্থপর চেম্বারলেন বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেম্বারলেনের মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) মুরোপের চিকিৎসকমগুলী সাঁড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্ট্ লি প্রমাণ করেন যে প্রস্থাসিত দূষিত বায়্ জীবস্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাথলে পুনরায় দোষমৃক্ত হয়। আঁতোয়া লাভোদিয়ে নামক ফরাদী রদায়নশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, বায়ুর
মধ্যস্থ অমুজান বাষ্প ফুদফুদের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারামুজান বাষ্পে পরিণত হয়।
জিফেন্ হালেদ্ নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ
হন।

এই যুগে মামূষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় ধর্মযাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও সম্প্রদারণ দারা থান্ত মত্তে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট নামক ইংরাজ পাকস্থলীর অমের দন্ধান পেয়েছিলেন। দেণ্ট মার্টিন নামক একটি কানাডীয় দৈন্তের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে (ফিস্চুলা) রূপাস্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট নামক এক মার্কিন চিকিৎদক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রুদ দংগ্রহ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার দারা বোমণ্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে অম ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খটানে থেয়োডোর স্বোয়ান নামক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, "পেপু সিন"। বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান পেত্রোভিচ্ পাভ্লভ্ অস্ত্রোপচার দারা কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর স্বষ্টি করে পাচকর্ম নিংসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খুষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। ১৭৬২ খুষ্টান্দে লুইজি গ্যালভানি নামক ৰোলোনিয়াবাদী বৈজ্ঞানিক বৈত্যতিক তরক্বের শাহায্যে একটি ব্যাঙের স্নায় রজ্জুতে প্রাণোনেষ করতে সমর্থ হন। ১৭৭১ খন্টাব্দে পাডিয়া শহরের বৈজ্ঞানিক আলেসান্ত্রো ভোল্টা অধিকতর শক্তিশালী বিত্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী নঙ্কুচিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীবৃত্তক্ত হ্য বোয়া রেমে। প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে সামুর ক্রিয়া স্বতঃফুর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ দ্বারা উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্কৃত বিহাৎতরঙ্গ রেথাঙ্কিত করে আজ "হৃৎবিহাৎ লেখন" (ইলেক্টো কাডিওগ্রাফী) ও "মন্তিক বিদ্বাৎ লেখন" (ইলেকটো এন-সেফালোগ্রাফী) করা হয়।

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ত্রাত্বয় সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিছ ছিলেন। উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক। কালক্রমে লগুনে ভাগ্যাক্ষেণে এসে তিনি ডঃ জেমন্ ডগ্লান্ নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্-এর সালিধ্য লাভ



চিত্ৰ ৪৯—ইউহালা ইবন্ মাদা ওয়াই ৷



চিত্র ৫০—-ইবন্ঝুর।



চিত্র ৫১— ঔষধ প্রদানরত এক পার্যাক চিকিৎসক।



চিত্র ৫২—উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা উপদংশ ক্ষত শোধন (পারস্ত)।



চিত্র ৫৩-প্রাচীন পারস্থে শব ব্যবচ্ছেদ।



চিত্র ৫৪—প্রাচীন আরবে উষ্ধ প্রস্তুত করণ।



চিত্র ৫৫—মুখল আমলের প্রথ্যাত চিকিৎসক হাকিম শাদ্রা। করেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরন্থান শাস্ত্র-পাঠ করেন ও লগুনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিভালয় স্থাপন করেন। জন হাণ্টার (১৭২৮-১৭৯৩) উইলিয়মের নিকট শারীরস্থান তত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি লগুনের দেওট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও দেওট বার্থোলামিউ হাসপাতালে ডঃ পার্সিভ্যাল পট্ এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। পরেবর্তীকালে ফক্ষারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। উইলিয়ম ধমনীফীতি (এ্যানিউরিজ্ম্) রোগের চিকিৎসার এক নতুন দীবন পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি লগুনের লিষ্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম) স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানে সেই সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্যচিকিৎসক বিভালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জন অত্যন্ত হৃঃসাহদী ছিলেন এবং হৃঃসাহদিকতার জন্মই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্ম তিনি এক যৌন ব্যাধিগ্রন্থের ক্ষত থেকে পূঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবশুস্তাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁর হদযন্ত্রের "মৃকুট ধমনী" (করোনারী আটারী) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেজন্ম তিনি প্রায়ই হাদিশূল (এ্যানজিনা পেক্টোরিস) বেদনায় কষ্ট পেতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হংযদ্রের ক্রিয়া বদ্ধ হওয়ায় তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। জন হাণ্টার এর ন্যায় চিস্তাশীল, বিচক্ষণ ও অমুসন্ধিৎস্থ চিকিৎসক আজও বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে পরিগণিত হন।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্তগণ ফিলিন্ডিন থেকে বসস্ত রোগ মুরোপে আনেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাদিন্দাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বসস্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করত। রাণী দিতীয়া মেরীও বসস্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বসস্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসস্তের কারণ বা চিকিৎসা উভয়ের সম্বন্ধেই চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৭১৭ খুষ্টাব্দে ত্রস্কের ইংরাজ

রাঙ্কদৃতের পত্নী লেডী মেরী অটলি মন্টেগু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, তুরক্ষে বসস্তের প্রতিষেধের জন্মে বসস্ত রোগীর মারী গুটিকা থেকে লসিক। নিমে স্থ বালক বালিকার দেহে স্থচিকা সাহায্যে টিকা দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জরভাব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূর্ণ রোগমৃক্ত হয়ে স্বন্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। ইংলত্তে উক্ত প্রতিষেধক প্রণার প্রবর্তনের জন্ম লেডী মন্টেগু এককভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট দার্টন নামক এক ভন্তলোক লেডী মেরীর আন্দোলনে উৎদাহিত হয়ে অতি দতর্কতার দঙ্গে এদেক্স এর ইন্গেট্সোন শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি উক্ত টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্তু অপর সকলেই ভবিশ্ততে বসস্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মার্কিন দেশে টিকা পদ্ধতির প্রবর্তক। মহয়দেহের বসন্ত গুটিকা লসিকার বিকল্পের জন্য মাত্র্য আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অমুসন্ধান শুরু করল। ইংলণ্ডের মহারশায়ারবাদী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩) বাল্যকালে শুনেছিলেন যে, গো-দেহের মারী গুটিকাক্রাস্তা গোয়ালীনিদের বসস্ত রোগ হয় না। তাঁর পরম স্থ্রদ ড: জন হাণ্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ম জেনারকে গবেষণা করতে অমুরোধ করেন। ১৭৯৩ খৃটাব্দে জেনার গো দেহের মারী গুটিকার লসিকার দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় হ মাস পরে, মাহুষের বদস্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসস্ত হয় না। টিকার এই অপ্রত্যাশিত শাফল্যের পর জেনার টিকা ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের স্থনামে ঈর্যান্বিত বেজ্ঞামিন জেষ্টি নামক একজন ক্বৰক লোকসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি গো-বসস্ত লসিকা দ্বারা তাঁর খ্রী ও পুত্রগণকে টিকা দিয়েছেন। জনমত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাঁকে অর্থ ও সমান প্রদর্শন করে শাস্ত করা হয়। জেনারও পুরস্কারম্বরূপ রাজকোষ থেকে দশ সহস্র পাউও লাভ করেন এবং ক্লিয়ার জার তাঁকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আঙ্গুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে বৃক্তে শব্দ করেন ও দর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক প্রীক্ষা করেন।

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই ছুই অত্যাবশুক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনব্রুগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য চিত্র —৬১

ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মতের পরিমাণ ব্যতে পারে। তাঁর মনে হয় যে, অক্স্থু মামুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তাঁর অমুমান প্রকৃতই সত্য হয়। তাঁর উক্ত "সংঘট্ট বিধি" (পার্কাসান্) আছও রোগ মির্ণয় শাম্রের এক অবশ্রু করণীয় ব্যবস্থা। ষ্টেপোক্ষোপ আবিস্কার করেন এক করাসী চিকিৎসক; তাঁর নাম রেণে থিয়োফিল্ হিয়াসিন্তে লেনেক্। উক্ত দীর্ঘ নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খুষ্টাব্দে তিনি ব্রিটানীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বংসর বয়সে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা করেন প্যারীর এ্যাকোল ভ মেদেসিন্-এ ডঃ কর্ভিসার্ভ ও ডঃ বেইলে-এর অধীনে। ১৮০৪ খুষ্টাব্দে তিনি জুর্গাল ভ মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮১৬ খুষ্টাব্দে প্যারীর লোপিতাল্ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত তুটি শিশু একটি কার্চ্চ খঙের তুটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্তের শব্দ শুনছে। লেনেক্-এর মনে হল হয়তে। অমুক্রপ উপায়ে রোগীর হৎস্পদ্দন বা শ্বাস প্রখাসের শব্দন্ত

চিত্ৰ—৬২

শোনা যাবে। এক অতি স্থলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হুৎস্পন্দন ও শাস প্রশাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল বর্তমান চিকিৎসকের নিতাসদী "ষ্টেথোস্কোপ্"। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভূত চরিত্র ডঃ ফ্রানৎস্ আন্তোন মেস্মের। ১৭৬৬ খুষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবহায় তিনি কল্পনা করতেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাসমূহ মান্থ্যের মনকে প্রভাবিত করে। প্রফেসর হেহ্ল্ নামক এক যেক্ইট্ পুরোহিত মেসমেরকে কয়েক খণ্ড চুম্বক দেন। মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক হৃদ্রোগীর দেহে চুম্বক

চিত্র—৬৩

স্পর্শ করে আশাতীত ফল লাভ করেছেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর ধারণা হল যে, মাসুষের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপঙ্ক হয়। ব্যারণ হারেৎস্কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক স্নায়্বিক দৌর্বল্যগ্রন্থ ব্যক্তিকেও মেদমের নিরাময় করেন। মেদমেরকে এরপ পাগলামি থেকে বিরত হতে অন্তরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার দভাপতি ব্যারণ ফন্ ষ্ট্যোর্ক। অধ্বীয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া পেরেসিয়ার পরিচারিক। মাদ্মোয়াজেল্ পারাদীদ্ নামক মহিলার চিকিৎদা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ভিয়েনা চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ। অপরাপর চিকিৎসকগণ সাব্যক্ত করেন যে, পারাদীদের চক্কুর স্নায়ু ছটি পক্ষাঘাতত্ত হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নট হয়েছে। কিন্তু মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎ<mark>সায়</mark> মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনকজীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে ঈধান্বিত চিকিৎস্কগণ তাঁকে ভিয়েনা থেকে বহিন্ধত করলেন। ভাগ্যান্বেমী মেসমের প্যারীর অভিজাত প্রী প্লাস ভেঁদোম-এ চিকিৎসা ব্যাসায় আরম্ভ করলেন। তাঁর চুম্বকীচিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মূর্চ্ছা (হিট্টিরিয়া) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেসমেরকে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অমুরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মঁসিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্থ মেসমের সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সম্রাজী ও সম্রাট বোড়শ নুইএর অমুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎদা চলতে লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওরায় ১৭৮১ খুটান্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ করেন। আজও যাত্করগণ যে হাত পা নেড়ে "মেসমেরিস্ম্"-এর থেলা দেখান, তা মেদমের এর নামের দাক্ষ্য বহন করে। মেদমের এর শিষ্য কাউণ্ট ছ পীদেগুর মেদমের এর ছায় চিকিৎদা করতেন। জেমদ্ এদ্কৃডেইল নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন।

চিত্র---৬৩

এই শতকে ফরাদী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিঞ্নে পিনেল্। চিকিৎসাবিভা শিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ চিত্র—৬৪, ৬৫

বংসর বয়সে ধর্মচর্চা ত্যাগ করে ম'পেলিয়ের বিশ্ববিত্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনাস্তে তিনি প্যারীর বিউতর্ বন্দীশালার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের সক্ষে উন্নাদগণকেও বন্দী করে রাখা হত। ছই বংসর পর তিনি সাল্পেত্রিয়ে বন্দীশালার কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু উন্নাদ অবস্থায় উক্তবন্দীশালা থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। ঐ ঘটনায় মর্যাহত পিনেল উন্নাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কর নেন। ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্নাদগণের উপর অমাহ্বিক অত্যাচার করা হত। পিনেল ঐরপ অত্যাচারের বিশ্বদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মপার্শী ভাষায় বারম্বার করুণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী নেতা কুথঁর নিকট উন্নাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যাপণের দাবী করেন। কুথঁ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করুণ অবস্থা পরিদর্শনের জন্ম পিনেল-এর সঙ্গে সালপেত্রিয়ে বন্দীশালা পরিদর্শনে যান। সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা দেখে নির্মম বিপ্লবী কুথঁ-এর কঠিন হাদ্য় অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল উন্নাদের শৃদ্ধালমুক্ত করলেন। তাঁর সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্নাদ আবার স্ক্ষ্ মাহ্ব্রে পরিণত হল। পিনেল বহুকাল ইহন্ধগত থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাঁর কর্মণাময় হৃদ্যের কথা আজও কেউ ভোলেনি।

চিত্র—৬৬

উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিক্ষারের প্রতি
অধিকতর সচেতন হন। বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিধ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধ
আগ্রহাম্বিত হন তাঁরা। দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়মাত্রা। বহু অভিনব
আবিস্কারে চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়। এই শতান্ধীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই
সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতকের চিকিৎসকগণ অহুধাবন করেন যে কেবলমাত্র ঔষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপযুক্ত সেবা ও যত্ত্বেরও। মধ্যযুগে কোনও কোনও পৃষ্টায় ধর্মসংস্থার সম্যাসিনীগণ
রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃদ্ধলার অভাবে সেই
প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রস্থ হত না। সেবিকারা সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী
ছিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টান্ধে জার্মানীর কাইজেরস্ত্রের্থ শহরে থেয়োডোর
ক্ষিদনের নামক এক লুথারপদ্বী যাজক ও তাঁর স্ত্রী ক্রিদেরিকে তাঁদের গৃহে
একটি রোগ সেবিকা শিক্ষালয় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সম্যাসিনীগণ
শিক্ষা নিতেন। বিশ্ববিশ্বত স্লোবেন্স নাইটিজেল ও উক্ত বিভালয়ের ছাত্রী।

ক্লোরেন্স নাইটিন্সেল ১৮৫৪ খুষ্টান্সে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত ও অর্থভুক্ত ইংরাজ সৈন্তাদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লগুনের সেন্ট টমাস্ হাসপাতালে একটি সেবিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সংক্রামক রোগ সমস্তা

চিকিৎসা ঐতিহাস্কদের মতে জীবাণুজাত দংক্রামক রোগের বিষয় সর্ব-প্রথম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেনটিউদ রুস্টিকুস; মধ্যযুগে ক্রাকাসটেরিউস নামক এক, ব্যক্তি তাঁর "দে কণ্টাজিওনে" বা সংক্রমণ নামক পুত্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষ্র অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুব্র জীবাণু সংক্রামক রোণ স্থাষ্ট করে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক প্লেগ রোগীর রক্ত ও পূঁজের মধ্যে প্লেগ জীবানু ८मथए शांन वल मारी करतन। आधुनिक क्रीवांन विख्ळात्नत क्रनक फतांनी বৈজ্ঞানিক লুই পাস্ত্যারের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫)। প্রথম জীবনে তিনি একটি বিভালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন (ক্রিস্টালাইজেসন্) বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাঁকে লিলে, ট্রাসব্র্গ, ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। লিলে শহরে অবস্থানকালে মহ্ম ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্ম তিনি ্গাঁজন (ফারমেনটেশান) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্ত্যর প্রমাণ করেছিলেন ষে, কয়েক প্রকার অদুশু জীবাণু দারা লাক্ষারদে গাঁজন হয়ে দ্রাক্ষাসব (এ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খুষ্টান্ধে তাঁর ছুই সহকর্মী বিস্ফোটক রোগগ্রন্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বুহদাক্বতি জীবাণ্ দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টান্দে উক্ত জীবাণুকে "এাানগ্রাক্ন" জীবাণু নামে অভিহিত করেন জার্মান জীবাণুতত্বিদ রোবেট কোখ্। সংক্রামক রোগ জীবাণু আবিষ্কারের দঙ্গে দক্ষে পাস্তার জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় উদ্রাবনের জন্মও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্ণুত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্থ্যরের ধারণা হয় যে, সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বন্ধ পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও ্হয়ত অমুরূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জ্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে তাঁর াবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কৃষিত মূর্গীর উদরাময় জীবার্ণু জলে নিলম্বিত



চিত্র ৫৬—মুঘল যুগে এক রাজপুত রমণীর উদর ভেদন ঘারা সন্তান প্রদব (স্পেনীয় ডঃ কেনান্দো ব্য়েনো মাতিনেজ-এর সৌজ্ঞে)



চিত্ৰ ৫৭— গাঁ দ্ৰিয়া ভেদালিউদ্ (ভেদাল্)



চিত্র ৫৮— পারাসেল্স্থস্



চিত্র ৫৯— আঁরোয়া পারে







চিত্র ৬১— লেওপোল্ড আউয়েন্ক্রগ্ণের।



চিত্র ৬২—লেনেক্



চিত্র ৬৩—ক্রানংস্ আন্তোন মেস্মের



চিত্র ৬৪—-গ্রোপীয় ক্ষোরকার শলাচিকিংসক কর্তৃক মন্তকে কপট-অন্ত্রপচার।

(সাস্পেন্সন্) করে ম্গী শাবকের দেহে স্ফীবিদ্ধ করেন। ফলে ভবিষ্যতে
ম্গীশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদারা প্রমাণিত হয়
যে, ক্রিম উপায়ে কবিত (কালটিভেটেড্) হীনবলীকৃত (এাটেনিউএটেড্)
জীবাগুদারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব।
কালক্রমে পাস্তার ও তাঁর সহযোগী সামবেরলাঁ, ক্ল ও থ্লিয়ের এ্যানপ্রাক্ষন
শ্করের বিফোটক ও জলাতক্ষ রোগের (রেবিস) প্রতিষেধক টিকা প্রস্ততে
সক্ষম হন। অনেকে হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বা শিয়ালে দংশনকরলে কলকাতার উপিক্যাল হাসপাতালের "পাস্তার ইন্টিটিউট"-এ গিয়ে
প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অহরপ বহু পাস্তার ইন্টিটিউট্
আজও পাস্তারের শ্বতি বহন করছে। পাস্তারের শিষ্যদের মধ্যে ক্ষণীয় এলি
মেশ্নিকফ্ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯০৮) ও ফরাসী এমিলে ক্ব-এর নাম
পৃথিবী বিখ্যাত।

চিত্র—৬৮

ফরাসী ও জার্মান পরস্পরের জাত শত্রু। পাস্তারের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীগণ যথন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তথন প্রাসিয়ার এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীকণ যন্ত্র নিয়ে বছ বিনিঞ্চ রজনী যাপন করেছেন, তাঁর নাম রোবেট কোখ্। কোথের জন্ম ১৮৪০ খুটাবে। চিকিৎসাবিতা শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্মানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী করেন। তারপর এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সে সময়ে জার্মানীতে যশ্মারোগের অত্যস্ত প্রাত্র্ভাব ছিল। কোথ যশ্মাজীবাবু অমুদক্ষানের জন্ম যক্ষায় মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তস্তু তম্ভরঞ্জক পদার্থ স্বারা রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে এক মৃত যন্ত্রারোগীর খাদ্যন্ত্রের তন্ত্রর মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন পেলেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নিভূলিভাবে প্রমাণ করলেন যে, উক্ত জীবাণুই যন্মার কারণ এবং তা প্রধানত: রোগীর শ্লেমার ও থ্বের মাধ্যমে অন্ত দেহে সংক্রামিত হয়ে যশ্মারোগ স্বাষ্ট করে। তিনি জীবস্ত যক্ষাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার ক্কাপের মধ্যে ক্ষিত করে 'গিনিপিগের' দেহে স্টেকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের যন্ত্রার স্থায় ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৮৯০ খুটাব্দে যন্ত্রার জীবাণু থেকে এক প্রকার নির্ধাদ প্রস্তুত করেন এবং তার সাহায্যে বন্ধারোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে

বার্থ হন। উক্ত নির্যাস সাহায্যে ফল্লারোগ নিরূপণের পদ্ধা আবিন্ধার করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্লেমেন্স ফ্রাইছের্ ফন্ পির্কে। ডঃ পির্কে পরবর্তীকালে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "এলাজি" মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ "ভিত্রিও কোমা"-ও কোখ্-এর অন্ত্সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি মিশর ও ভারত পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। সেই পরিদর্শনের ম্মরণে স্থাপিত তার আবক্ষ মর্মর মৃতি আজও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিভ্রমান। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টান্ধে নোবেল পুরস্কার পান।

চিত্র – ৬৯, ৭০

উনবিংশ শতকের নিদানতম্ব

উনবিংশ শতকে নিদানতাত্ত্বিক চিস্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে।
জার্মানীর ভ্যুয়ের্তসবৃর্গের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক রুডলফ্ কিয়েরকোভ্ ১৮৫৮
গৃষ্টাব্দে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদানভাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষসমূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা কর।
কর্তব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত
রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংসের জন্ম বোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু
ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতাত্ত্বিক এলি মেশ্নিকফ্ উক্ত
বিষয়ে জারও নতুন গবেষণা করে স্থির করেন যে শ্বেতকণিকাসমূহের কিয়দংশ
ভাবাণুর দেহ নিঃস্ত বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে।

উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান

প্রবাদ আছে যে, কলম্বাদের দঙ্গী আমেরিকা প্রত্যাগত নাবিকগণ ১৪৯৩ খৃষ্টান্দে স্পেনদেশে উপদংশরোগ (সিফিলিস) ছড়ায়। নাবিকগণের মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে ইস্লা নামক চিকিৎসক। ১৪৯৮ খৃষ্টান্দে লাস কাসাস্ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি শ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈত্যবাহিনীর কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈত্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে ইতালীতে বিভ্ত করে। ১৫৩০ খুষ্টান্দে ক্রাকাসটোরিয়্স নামক এক শহরোনাবাসী পত্যের ছন্দে 'সিফিলিস' নামক এক যুবক পশুচারকের

উপদংশ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। দেই সময় থেকেই উপদংশের নাম হল সিফিলিদ। সিফিলিদ রোগ ইংলণ্ডে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লদের অধীনস্থ ইংরাজ দৈক্তগণ। রাজা চতুর্থ জেমদ সিফিলিদ রোগীদের এডিনবর। শহরের সন্নিকটম্ব লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ অমান্সকারী রোগীগণের গাত্তে উত্তপ্ত লৌহ দারা চিহ্নিত করা হত। ইংল্যাণ্ডের ব্যভিচারী রাজা সপ্তম হেনরী নিজেই উপদংশ রোগগ্রন্ত হয়েছিলেন। প্যারীর সিফিলিস রোগীগণকে সাঁ। জের মেঁ পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হত। স্কটল্যাগুবাদীগণ দর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্ম এবার্ডিন শহরের বার্বণিতাগণের গণ্ডে উত্তথ লৌহ ঘারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের রাজ্বকালে জঁট আসক্রক নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ এক জীবাণ সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতান্দী পরে ১৯০৫ খুষ্টান্দে ভার্যান জীবাণুতত্ত্বিদ ফ্রিংস সাউডিন সিফিলিসের জীবাণু "স্পিরোকিটা প্যালিডা" আবিদার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টান্দে কোখ্-এর শিশু ড: আউ**গু**ন্থ ফন হ্বাসার্মান সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাটি "হ্বাসারমান রিঅ্যাক্সন্" বা "ডব্লিউ আর" নামে এখন সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিথ সিফিলিসের সর্বপ্রথম ঔষধ "স্থালভারসান" আবিষ্কার করেন। এরলিথ্ ১৯০৮ খৃঃঅবে নোবেল পুরন্ধারে ভূষিত হন। তিনি বর্তমানে স্থপরিচিত "কিমোথেরাপী" বা কুত্রিম রাসায়ণিক জবা ঘারা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতির জনক বলে আজও সম্মানিত হন। বিংশ শতান্দীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ "পেনিসিলিন"-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নিমূল করা হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকৃলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আদে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গী নাবিকগণ।

ठिख- १३

ভিক্থেরিয়া রোগ

অষ্টাদশ শতকের যুরোপে ভিফ্থেরিয়া রোগের প্রাত্র্ভাব খুব বেশী ছিল এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুম্থে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃষ্টান্দে ফিয়েরকোভ্-এর অযোগ্য শিশ্ব ডঃ এডভিন্ ক্লেবস্ একটি ডিফ্থেরিয়া রোগীর লালার মধ্যে ভিক্থেরিয়া রোগ জীবাবু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টান্দে কোখ্-এর অপর ৬৪ চিকিৎসা শাক্স

এক ছাত্র ফ্রিদেরিথ্ ল্যোফলের পুষ্টিকর কাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিফ্থেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধন্প্রক্ষার রোগের টিকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্ বেহ্'রিং ও তাঁর জাপানী সহযোগী সিবাশাব্রো কিটাসাটো। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহ্রিংকে চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়।

শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালা

সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্ সর্বপ্রথম মানবদেহের নালীবিহীন গ্রন্থিম্হরের (ডাকট্লেস্ গ্ল্যাণ্ডস) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও চিকিৎসকগণ উক্ত গ্রন্থি সমূহের কার্যক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিলেন স্থণীর্ঘ ছই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খুট্টাব্দে লণ্ডনের গাইস্ হাসপাতালের চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন একটি রোগীর বৃক্তশীর্ধ গ্রন্থির (স্থপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ডস্) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ "এ্যাডিসনস্ ডিজিস্" নির্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত স্থইজ্ঞারল্যাণ্ডবাসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর কোথের পরবর্তীকালে "ঢালগ্রন্থি" বা গলগ্রন্থির (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড) কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কার করেন ও তাঁর গবেষণা উৎকর্ষের জন্ম নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অন্থগামী মরিৎস্ দীফ্ প্রমাণ করেন যে, গলগণ্ড রোগগ্রন্থের ব্যাধিছ্ট গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু হয়। ল্যাংডন বাউন নামক ইংরাজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী গ্রন্থিকে "সর্দার গ্রন্থি" (মান্টার গ্ল্যাণ্ড) নামকরণ করেন। প্রবর্তীকালে "স্পার প্রস্থি" (মান্টার গ্ল্যাণ্ড) কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন হার্তে কৃশিং নামক বিখ্যাত মার্কিন স্বায়ু শল্যাচিকিৎসক।

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট) ক্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতাত্মিক লান্গেরহান্স-এর গবেষণা পুনরায়-অফুসরণ করে অগ্যাশয় (প্যানজিয়াস) এর মধ্যন্থিত "কোষদ্বীপপুঞ্জ" (ইন্স্লা) হতে মানবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস "ইন্স্লিন" আবিদ্ধার করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস্ রোগ হয়। উক্ত আবিদ্ধারের জন্ম তিনি ও তাঁর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাকলিয়ড ১৯২৩ খ্য: অব্দে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাকলিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যক্ত ক্রষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ্ অংশের অর্থেক তাঁর



চিত্র ৬৫—প্রাচীন মুরোপে বস্তির প্রস্তরাপসারণ।



চিত্র ৬৬ – রেমবাণ্ট্ অঙ্কিত শব বাবক্ষেদের এক তৈলচিত্র।



চিত্র ৬৭—অবসাদক আবিষ্কারের পূর্বকালের নৃশংস অঙ্গচ্ছেদের এক চিত্র।



চিত্র ৬৮—ল্যুট পান্তার



চিত্র ৬৯—এলি মেশ্নিকফ্।



চিত্র ৭০—রোবেট কোথ্।



চিত্র ৭১—এমিল্ ফন বেহ্রিং।



চিত্র ৭২—ফ্রেডেরিক্ ব্যান্টিং।



চিত্র ৭৩—শুর রোণাল্ড রস্।



চিত্র ৭৪—লর্ড যোসেফ লিষ্টার।

গবেষণার সহকারী ছাত্র চালর্স বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন।
লক্ষিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লক্ষা ঢাকবার জন্য তাঁর পুরস্কারের
অর্ধেক ব্যানটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপ্কে প্রদান করেন। নোবেল
পুরস্কারের ইতিহাসে অন্তর্মপ হাস্থকর ঘটনা আর কথনো ঘটেনি।

চিত্র-- ৭২

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "কটিজোন্" নামক ঔষধ নালীবিহীন বৃক্তশীর্ষ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। কটিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা করে অষ্ট্রীয়-কানাডীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্দ সেইলী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন।

চেত্রনা-নাশকের সন্ধানে

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে। প্রাচীন চিকিৎসক দেইজ্ব্য বনে-জন্পলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুলোর অমুসন্ধানে। চিকিৎসা শান্তের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্ত্রাগোরা (ম্যানডেক) ও গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা জানতেন। মধাযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্ত্রাগোরা ব্যবস্থত হত। খুঃ পুঃ সপ্তম শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় অবহিত হন। হেরোডোটুস বলেছেন যে, হাসিস্ বা গঞ্জিকার ধূম নিঃখাদের দঙ্গে আদ্রাণ করলে চেতনা লুপ্ত হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওস্কোরিডেদ্ নামক গ্রীক মান্দ্রাগোরা (ধৃতুরা জাতীয়) ঘূল দ্রাক্ষারদে সিক্ত করে প্রস্তুত নির্যাস দারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী (ক্যারটিড্ আরটারিস্) সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা হত। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন হান্টার ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন করতেন (হাইপোথামিয়া)। অবচেতক ভেবজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য-চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্র ও পারদর্শী। বিখ্যাত ইংরাজ শলাচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল্ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে মৃত্রাশয় থেকে পাথুরী অপসারণ করতে পারতেন।

প্রকৃত অবচেতনা শান্তের (এ্যানেস্থেসিওলজি) জন্ম ইংরাজ রাসায়নিক

ন্থার হাম্ফ্রা ডেভী কর্তৃক "হাস্ফোদ্দীপক বাষ্ণা" (নাইট্রাস অক্সাইড) আবিন্ধারের পর থেকে। উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগন্ নামক এক দস্ত চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্ এর উপর। ডঃ জ্যাকসন ও মর্টন নামক তুই মার্কিনী চিকিৎসক "ইথার" নামক এক জৈব রাসায়নিক দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক। ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শল্যাচিকিৎসক ইংল্যাওে "ইথার" দ্বারা অবচেতন করে অস্থোপচার করতেন। ১৮৪৭ খুট্টাব্দে এভিনবার শহরের খ্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পদন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর তুই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্ নানা প্রকার রাসায়নিক প্রব্যের আদ্রাণ নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আ্রাণ করে অজ্ঞান হয়ে যান।

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এথিলিন ও ক্রয়োথেন প্রভৃতি বিভিন্ন দ্বৈব রাসায়নিক পদার্থ।

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অন্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই-ভাবেই রোগীর দেহের রোগছন্ট স্থানবিশেষ "শ্বানীয় স্পর্শলোপকারী" (লোকাল এাানেস্থেটিক্) প্রয়োগ করে বেদনাশৃত্যভাবেও অস্ত্রোপচার করা যায়। পেরুদেশীয় স্থসভ্য ইন্কারা "কোকা" নামক বতা বৃক্ষের পত্ত চর্বণ করে শরীরের বেদনাগ্রন্থ স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোকা পত্তের রসে "কোকেন" নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খুইাব্দে ভিয়েনার চক্ষ্ চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে একটি রোগীর চক্ষ্র উপর অস্ত্রোপচার করেন। তাঁর বন্ধ বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী দিগম্ও ক্রয়েড তাঁকে উক্ত ঔষধ প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে কোকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও ম্যুপারকেন ইত্যাদি ঔষধের সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতনা ও স্পর্শলোপের ক্রমান্নতি শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রকে বিশ্বয়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। বর্তমানে "সায়ু অবসাদন" বা "নিউরোলেপসিস্" নামক এক নতুন পদ্ধতিতে রোগীর জ্ঞান বজায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতকের মলোবিজ্ঞান

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইছদীর ঘরে দিগমুও ফ্রয়েডের জন্ম

হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিভালয় থেকে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা করে তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত স্নায়তত্ত্ববিদ্ জাঁ মাতিন সার্কো-এর অধীনে স্থাতোকত্তর চিকিৎসাবিচ্চা গ্রহণ করতে যান। সারকোর স্নায়ুতব্বশাস্ত্রীয় **জ্ঞানে** বিমুগ্ধ ফ্রন্থেড আজীবন স্নায়ুতন্ত্বশাস্ত্রাভ্যাস করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিনীকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করে ত্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে রোগিনীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পূর্ণ চেতনা লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত শাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্রন্থেড একঘোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, মান্থবের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা ও চিস্তা লুকায়িত থাকে, ঐ সকল वामना देवकलात क्रम भारूष भानमिक त्रांगश्रस् रहा। क्रांसप वनरून रा. সমীক্ষার ছারা অবাক্ত বাসন। প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকলা দূর হয়। ভিয়েনা মানদিক হাদপাতালে তিনি তাঁর শিক্তম্ম আদলের ও ইয়ুক্ত-এর সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইছদি বিতাভনের আগে তিনি লণ্ডনে বসবাদ করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে দেখানে তার মৃত্যু হয়।

গ্রীম্মগুলীয় রোগ সমস্থার সমাধান

খৃইজন্মের আহ্নমানিক ছয় শতাব্দী আগে স্কশ্রুত বলেছিলেন যে, মশক দংশন করলে জর হয়। খৃষ্টীয় প্রথম দশকে কলুমেলা নামক ব্যক্তিও অহুরূপ সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জর রোগের অত্যক্ত প্রাহ্র্ডাব ছিল। রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উথিত দ্বিত বায়ু থেকেই উক্ত রোগের জয়। সেইজয় তারা উক্ত জরের নামকরণ করেছিল "মালারিয়া" বা দৃষিত বায়ু। কালের পরিবর্তনে "মালারিয়া" মাালেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রীক চিকিৎদক হিলোকাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার য়ুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন যে, ম্যালেরিয়ার য়্রায় জয় নিরাময়ের জয় পেরুদেশীয় আদিবাসীয়া এক প্রকার রক্ষের বরুল চূর্ণ করে ভক্ষণ করতেন। আহুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুদ্ব স্পোনীয় শাসনকর্তা কাউন্ট্ সিন্কোনার পত্নীর সন্মানার্থে উক্ত বুক্ষের নাম-

চিকিৎসা শাস্ত্র

করণ করা হয় "দিন্কোনা"। ১৮৮০ খৃষ্টান্দে করাসী জঙ্গী চিকিৎসক আলকোঁশ্ ল্যাভের । আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার ভৃষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টান্দে মধ্যবর্তীকালে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভান্নি বাতিস্তা গ্রাসস্সি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনান্দ্র রস্ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্ মশক আবিষ্কার করেন। ডঃ রস্ কলিকাতার তদানীস্থন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ্ছ স্থালাল কারনানি শ্বতি হাসপাতাল) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী গবেষণা করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টান্দে নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। উক্ত কক্ষটি আজও অপরিবতিত অবস্থায় বিগ্রমান। রোণান্ড রস্ উত্তর প্রদেশের চিত্র—৭৩

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দিতীয় নোবেল পুরস্কারধারী।

দিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্চ অধিকার করায় পৃথিবীতে সিন্কোনা বন্ধনের অভ্যন্ত অভাব ঘটে। ভজ্জা বৈজ্ঞানিকগণ দিন্কোনা বন্ধলজাত কুইনাইন অপেকা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিন্ধার করেন। ম্যুলের নামক স্থইজারল্যাগুবাসী বৈজ্ঞানিক "ডি-ডি-টি" নামক মশক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। উক্ত আবিকারের জন্ম ম্যুলের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীম্মগুলীয় অঞ্চলে পীতজ্ঞর নামক একপ্রকার ভয়াবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাবে ডঃ হিউজেস নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী দেখতে পান। ১৮০০ খৃষ্টান্দে নেপোলিয় বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ দৈক্তের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতজ্ঞরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাদী ডঃ যোস্থা ক্লার্ক নট্ লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজর বেশী হয়। ১৮৮১ খুষ্টাব্দে হাভানার কার্লোস ফিন্লে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন যে, পীতজ্ঞর সংক্রমিত "এভিস্ এগিপ্তি" নামক মশকের দংশন থেকে হয়। জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'এডিস এগিপ্তি' মশক ক**ত্**ক দংশিত হন এবং পীতজ্ঞরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজ্ঞর মড়ক আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে বানরের। পীতজ্ঞরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজ্ঞর মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার জীবাণু "এভিদ্ এণিপ্রি" মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিদেও নোগুচি পীতজ্ঞরের জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবশতঃ পীতজ্ঞরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্পকাল পরে তাঁর সহকর্মী ডঃ এডিয়ান ষ্টোক্স্ ও ডব্লিউ ইয়দও পীতজ্ঞরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরা আজ্ঞও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাক্ষ্ থেইলের নামক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, পীতজ্ঞর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমন্ত (সিরাম) মৃষ্কিদের শরীরে স্থচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। বহু বৎসর অক্লান্ত গবেষণার পর পীতজ্ঞর নিরোধক টীকা আবিদ্ধত হওয়ায় ঐ রোগ প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত। ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মশক বাহিত অপর গ্রীষমগুলীয় রোগ "গোদ" এর কারণ নির্বন্ত হয় উনবিশ শতকে। ১৮৭৬ খৃষ্টান্দে স্থার প্যাট্রিক ম্যান্দন নামক নিদানতান্ত্বিক উক্ত রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের ক্বমি মশক দংশন দ্বারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে তিনি দেখতে পান যে, গোদের স্থত্তাম্কুমি (মাইক্রো ফাইলেরিয়া) সন্ধ্যার পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক হৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন রোগীকে সন্ধ্যাবেলা একটি ঘরে আবন্ধ করে সেই ঘরে ক্ষেকটি 'ইগোমাইয়া ফাটিগান্দা' জাতীয় মশক ছেড়ে দেন। রোগীটিকে দংশন করবার পর মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু প্রত্যান্ত্রক্মি পাওয়া যায়। প্রত্যান্ত্রক্মিনাশক বছ শুরাষ্ব আবিদ্ধত হওয়ায় ও "ডি-ডি-টি" দ্বারা ইগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় ও "ডি-ডি-টি" দ্বারা ইগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় রেগান্তর প্রায় ভালিও আজকাল হ্রান প্রেয়েছে।

শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিষ্ঠায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকাবার প্রধান অস্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি ও প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শন্যচিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি
তাঁরা কার্যের পূর্বে হন্ত ও শন্য যন্ত্রাদি থৌত করতেন না। ডঃ চার্লস বেল্
নামক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায় মধ্যস্থ কোনও
অদৃশ্য বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দ্বিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নাম
করণ করেন "প্তিবান্প"। ১৮৬০ খুটান্দে যোসেফ্ লিষ্টার (১৮২৭-১৯১২)
নামক এক চিকিৎসক গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শন্যচিকিৎসাশান্ত্রের অধ্যাপক
নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদ্য চিক্তা করতেন।

চিত্র—৭৪

গ্রাসগোর রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টমাস এণ্ডারসন-এর সঙ্গে লিষ্টারের পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এগুরিদন লুই পাস্ত্যারের গবেষণার বিষয়় অবহিত করেন। পাস্তার বলতেন ষে, উত্তাপ, পরিস্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ ষারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিষ্টার সে সময়ে বহুল প্রচলিত জীবাণু নিরোধক কার্বলিক অমুসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের কতস্থান বেঁধে রাথতেন, ফলে কতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায়। শল্যগৃহের বাষ্ জীবাণু-মুক্ত করবার জন্য বায়্র মধ্যেও কার্বলিক-অমু ছিটান হত। ১৮৭৫ খুটাবে লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূর্ণ দমর্থন করেন মিউনিথ্ বিশ্ববিভালয়ের শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক ড: কন্ স্থাস্বাউম্। প্রসন্ধতঃ বলা যায় যে, স্থাতের সময়ে শল্চিকিংদার পূর্বে শল্যকক্ষের অভান্তর গন্ধক ও গুগ্গুল ধুম্র ছারা পরিশোধিত কর। হত। শলাচিকিংসকরা স্নান করে রৌদ্র-স্নাত (ষ্টেরিলাইজড্) বস্ত্র পরিধান করতেন এবং হস্ত ধৌত করে অস্ত্রোপচাব করতেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি অগ্নিদ্গ্ধ করে পরিশোধন করা হত। স্থতরাং লিষ্টারের মুগান্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৮৮১ খুটাকে লওনে অমুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তাঁর প্রচেষ্টা ও ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কৃতকার্যতায় মৃগ্ধ হয়ে মহারাণী ফলাফল ভিক্টোরিয়া তাঁকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের দর্বপ্রথম "লর্ড" পদাভিষিক্ত চিকিৎসক। লিষ্টারের সমসাময়িক বেলিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎদক ডঃ এরনস্ত ফন্ বের্গমান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প দহযোগে জীবাণু নিধনের পদ্ধা উদ্ভাবন

করেছিলেন, যে পদ্ধতি "অটোক্লেভিং" নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ১৮৯০ খুটান্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হাল্টেড্ জীবানুমুক্ত রবারের দন্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপ্চারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খুটান্দে প্যারীর সোরবোঁ বিশ্ববিভালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্ত্যর আনন্দবিহ্বল চিত্তে লিষ্টারকে চূম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাগুবাসী ও অপর ফরাদীর আন্তরিক আলিম্বনের শুভক্ষণে স্থচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী জীবাণুতত্বের ভবিশ্বত।

১৮৪৬ খুট্টাব্দে ইগনাংশ্ ফিলিপ জেমেল্ভাইশ্ নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক ভিয়েনা জেনারেল হাদপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই স্থতিকাজরে প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রস্থতিশালার প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই স্থতিকাজ্বরের প্রাতৃর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা অমুসরে পথিপার্থের প্রথম কামরায় রোগীনীদের চিকিৎসা ও প্রদব করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্বর্তী কামরায় প্রদব করাত ধাত্রীগণ। হাদপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শববাবচ্ছেদাগারে শববাবচ্ছেদ করে ছাত্তেরা প্রদবাগারের মধ্যে অতাস্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রস্থৃতিগণের সারিধ্যে আসতেন। কিন্তু পিছনের কামরায় যথেষ্ট পরিঙ্গার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজ করতেন ধাত্রীরা। জেমেল্ভাইস্ উক্ত জরের কারণ অন্তুসদ্ধানের জন্ম একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্স্কা এক রোগিনীর শ্বব্যবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে সামান্ত কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত তুট হয়ে মারা যান! কোলেট্স্কার শ্বব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্ভাইস্ লক্ষ্য করেন যে, কোলেট্স্কার দেহের অভ্যস্তরে অবিকল স্থতিকা রোগিনীর স্থায় পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই শববাবচ্ছেদ-গৃহ হতে কোনও অদৃখ বিষাক্ত বস্তু শিক্ষার্থীগণের হস্ত

চিত্ৰ- ৭৫

দৃষিত করে এবং তারা প্রস্থৃতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে। তিনি এক আদেশজারী করে শববাবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন। উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্তর স্থৃতিকাজ্বরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। এক প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর সহকর্মীগণ রাষ্ট্র হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য কংনন। ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে মানদিক রোগগ্রস্থ হয়ে ভিয়েনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর আবিফারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে।

চিকিৎসাশাল্তে পদার্থবিভার অবদান

জার্মান পদার্থবিদ্ হিল্হেলম্ কন্রাড ফন্ র্যোণ্টগেন কর্তৃক "র্যোণ্টগেন রশ্মির" আবিদ্ধারের পর চিকিৎসাশাস্ত্রের উরতি ক্রুত্ততর হয়েছে। র্যোণ্টগেন ১৮৪৫ খুটান্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের মুট্রেখট্ বিশ্ববিত্যালয়ে পদার্থবিত্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনাস্তে তিনি প্রথমে গীনেন বিশ্ববিত্যালয়ে গবেষণা রত হন এবং অতঃপর ভ্য়ের্তস্বর্গের অধ্যাপক কুন্দৎ এর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খুটান্দে একটি ক্লার্ক কর্তৃক উভূত বায়ুশৃত্ত নলের মধ্যে বিহাৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত ও অদৃত্ত্য রশ্মি বা "এক্স-রে" এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ র্যোণ্টগেন্ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আবিদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে র্যোণ্টগেন রশ্মি অবত্তা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁডিয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও গভীর প্রসারী এক্সরে বা র্যোণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খুটান্দে র্যোণ্টগেন পদার্থবিত্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খুটান্দে করাদী পদার্থবিদ্ অঁরি বেকারেল কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার

চিত্র-- ৭৬, ৭৭, ৭৮

বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃটাব্দে মাদাম মারী কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী "গামা" রশ্মি বিচ্ছুরণকারী "রেডিয়াম" নামক এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম গভীর প্রসারী রোলগৈন রশ্মির অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। ১৯০৩ খৃটাব্দে বেকারেল ও কুরি দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে মার্কিন পদার্থবিদ্ আরনেষ্ট ওরলাণ্ডো লরেন্দ কর্তৃক "সাইক্লাট্রোন" নামক যন্ত্র আবিদ্ধত হয় এবং উহা ঘারা নতুন বিচ্ছুরক "সমঘর" (আইসোটোপ্) পদার্থ স্থষ্ট করে কর্কটরোগ চিকিৎসায় ও রোগনির্ণয়ের প্রচুর স্থবিধা হয়েছে। লরেন্দ তাঁর আবিষ্ণারের জন্ম ১৯৪৫ খৃটাব্দে নোবেল পুরস্কার ভৃষিত হন।

বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল্ এরলিখ্ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী স্থালভারসান নামক রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়<mark>ন</mark> শাস্ত্রজ্ঞগণ নতুন নতুন ঔষধ প্রস্তাতে সচেষ্ট হন। ডঃ এরলিথ নোবেল পুরস্কারে (১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্মো নামক এক অখ্যাত ভিয়েনাবাসী ফলিত রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণু-বিধ্বংসী গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন না। পদার্ঘটি পশমের বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্ম ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ত্বিদ ডঃ গেরহার্ড ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অন্তর্মপ "প্রকীসল" নামক এক পদার্থের অসাধারণ জীবাগুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ খৃটাবে কয়েকজন ফরাদী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে "প্রণ্টদিল" মানব শরীরের আভান্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঘারা গেলমো কর্তৃক স্বষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-দালফোন অ্যামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংস করে। ঔষধটি নিয়ে বছ গবেষণার প্র সালফাথিয়াজল, সালফাডায়াজিন, সালফামেজাথিন সালফাগুয়ানিডিন প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণ্ বিধবংদী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে "ট্রাইমেথোপ্রিম্" নামক আরও উন্নত দালফা গোষ্টার ঔষধ আবিদ্ধত হয়েছে যার সাহযেয়ে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা আরও সহজ হয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টান্দে ভোমাণ্কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইছদী বিছেষী হিটলার ইছদী-বংশোন্তব আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্কে বাধা দেন। প্রবর্তীকালে ডোমাগ স্থইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন।

চিত্র--৮০

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাঁউরুটির উপর এক-প্রকার স্থল্ন ছক্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বংসর ধরে অনাবৃত থাজের উপর উক্ত ছক্রাক দেখা সত্ত্বেও মান্ত্বয় তার জীবাণু জন্মনিরোধক (আণ্টিবায়োটিক) গুণের হিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। ছক্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম "পেনিসেলিউম্ নোটাটুম"। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লগুনের সেন্ট মেরীস্ হাসপাতালের জীবাণুতত্ববিদ্ দেটাট্ম"। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লগুনের সেন্ট মেরীস্ হাসপাতালের জীবাণুতত্ববিদ্ দেঃ আলেকজাগুর ক্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি দেঃ আলেকজাগুর ক্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি ছেঃ জীবাণুকর্ষণ ক্লেত্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতি হয়েছে। ক্লেক্রটিতে ষ্টাফাইলোককাস, নামক এক প্রকার জীবাণু ক্ষিত করা

হয়েছিল। ছই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ক্লেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ষ্টাফাইলোকক্কাস জন্মছে কিন্তু কোনও এক চিত্র—৮১

অজ্ঞাত কারণে পেনিদেলিউম্ ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে প্রাফাইলোককাস অদৃশ্র হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি প্রেণিছমে অহ্যান্ত জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে কয়েক প্রকার জীবাণু পেনিদেলিউম ছত্রাকের সাদ্লিধ্যে আসলে তাদের বংশ রুদ্ধি বন্ধার্মে যায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক রাইষ্ট্রিক উক্ত ছত্রাক কর্মণের উপযোগী এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটিকিতি করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির নামকরণ করা হল "পেনিসিলিন"। পেনিসিলিন সহজ্ব লভ্য করবার জন্য বহু পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ড-এর প্রফেনর হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তারে সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় জাবণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মহাযুক্রের সময় মার্কিন ব্রষধ ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত যুগাস্তকারী আবিদ্ধারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও ফ্লোরি "নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ চেইন সহ তাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্রেমিং এর সাফলো উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছ্ত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিই)
নানাপ্রকার ছ্ত্রাকের জীবাণু জ্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের জন্ম গবেষণা শুরু
করেন। রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্মান ভাকস্মান "এ্যাকটিনোমাইকোসিস
গ্রাইসিউদ" নামক ছ্ত্রাক থেকে যক্ষা জীবাণু রোধক ঔষধ "স্ট্রেপ্টোমাইসিন"
প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খুটাকে তাঁকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি
আরও ছ্ত্রাকজাত ঔষধ আবিক্বত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেটায়
আমেরিকাবাসী ভারতজাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়াল্লাপ্রাগাড়া স্ক্রারাওঃ
এর অবদান স্বজ্জন বিদিত।

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা

মধ্মেহ রোগের চিকিৎদায় বছল ব্যবহৃত ঔষধ ইনস্থলিন ও মস্তকে

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানদিক রোগের চিকিৎসা বিংশ শতাব্দীর তুই বিশ্বয়কর অবদান। ডঃ মানফ্রেড্ ফন্ দাকল্ নামক এক ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খুট্টাব্দে মানদিক রোগীদের দেহে ইন্স্থলিন স্ফ্রীবিদ্ধ করে রোগীর শরীরে মুগী রোগীর ক্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (ক্ষিৎসাফ্রেনিয়া)-এর চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাটি এখনও স্থপ্রচলিত। ১৯৩৪ খুট্টাব্দে বৃদাপেশুবাসী ডঃ ফন্ মেড্না "লেপ্টাজোল" নামক ঔষধ প্রয়োগেও অন্থরূপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানকালে রোগীর মন্তকে শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেত্তি ও ডঃ বেদ্ধি ১৯৩৭ খুট্টাব্দে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পতুর্গালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্ মোনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মন্তিক্ষের সম্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ক্রোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্রিক্রন্টাল লিউকোটমী।" ডঃ মোনিজ্কে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিদ্ধারের জন্ম দোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (১৯৪৯)।

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু
নতুন নতুন রাসায়নিক ঔষধ আবিভূত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও
সহজতর হয়েছে। উক্ত ঔষধসমূহ দারা আন্ধকাল রোগীকে মানসিক
আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে তুরুহ মানসিক রোগের
চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃঞ্চলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর
বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না।

চিকিৎসাশাল্তে বিংশ শতকের অবদান

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।
কন্রাড্ র্যোন্টগেন্ "রঞ্জনরিমা" আবিদ্ধার করে যে বিরাট সম্ভাবনায় স্পষ্ট
করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে উত্তোরোত্তর নির্ণয়শাস্ত্রের আরও উন্নতি
হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পতৃণীক্ষ স্লায়্তত্ত্ববিদ ডঃ এগাজ্ মোনিজ্
ভিয়েনাবাসী তৃই তক্রণ শারীরস্থানবিদ্ হাসেক্ ও লিণ্ডেনথাল্-এর এক প্রচেষ্টার
অম্প্রেরণায় জীবস্ত মামুষ্বের ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্রণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি
আবিদ্ধার করেছিলেন। পদ্ধতিটি এখন "গ্রান্জিওগ্রাফী" বা "শিরাধমনী

চিত্রণ" নামে অতি পরিচিত ও স্থপ্রচলিত। উক্ত প্রক্রিয়ার দারা মন্তিদের অর্বুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়।

বিংশ শতকের আর একটি আবিক্ষারও আব্দ বহুল প্রচলিত। ওলন্দাব্দ শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্ আইনথোভেন্ সর্বপ্রথম মান্থবের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-চিত্র—৮২

কলাপের বৈদ্যতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পদ্ধতি দারা পৃথিবীতে "ইলেক্ট্রো কাডিওগ্রাফী" বা "হৃদবিদ্যুৎচিত্রণ" নামে সর্বজনবিদিত। ডঃ আইনথোভেন্ ১৯২৪ খৃঃ অব্দে তাঁর আবিষ্কারের জন্ম নোবেল পুরস্কার প্রেছিলেন। ডঃ হানদ্ বের্গের নামক এক জার্মান মনঃস্তত্ববিদ আইনথোভেন প্রদাণিত পথান্থসরণ করে "মন্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন্" বা "ইলেকট্রো এন্সেফালোগ্রাফী" পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্নায়ৃতত্বশাস্ত্রের প্রভৃত উপ্পতি করেছেন।

আমেরিকার মিশিগানবাদী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বস্কুমার বাগচি উক্ত বিহ্যাৎলেখনের প্রভৃত উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম জীবনে সম্মাদী ধীরানন্দরপে আমেরিকা প্রবাদী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি দল্লাসধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মন্তিম্ব বিহাংলেখন শাস্ত্রে প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে।ইহা অতি গৌরবের বিষয়। তাঁর রচিত মন্তিম্ব বিহাংলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি ১৯৫৭ খৃষ্টান্দে যোগসমাধি ও মন্তিম্বের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্ম ভারতে এদেছিলেন। তাঁর উক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিদ্যাতের মার্কিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের মন্তিম্ব বিহাং লেখন বিভাগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে বিহাৎ-লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

আইন্টাইন্, বোর, হাহন্ বোলংন্মান্, মেইট্নের, ফের্মি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ্ ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিদার করে একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংসী প্রমাণ্ বোমার স্মৃষ্টি করেছেন দেই সঙ্গে তাঁরা বহু "প্রমাণ্ দম্ঘর" বা "আইদোটোপ" স্মৃষ্টি করে রোগ নিরূপণের এক নবভ্ম অধ্যায় রচনা করেছেন।

আপনারা দ্বাই জানেন যে, "প্র্মাণু দ্মঘ্র" থেকে গামা রশ্মি নির্গত



চিত্ৰ ৭৫— ইগ্নাৎস্ ফিলিপ্ জেমেলভাইস্।



চিত্র ৭৬— পিয়ের কুরী।



চিত্র ৭৭—মাদাম মারী কুরী স্কৃদভ্সা।



ठिक १৮—चंति दिकादिन्।



চিত্র ৭৯—আর**নে**ষ্ট গুরলান্দো লরেন্স। চিত্র ৮০—পাউল এরলিথ_{়।}







চিত্র ৮১—শুর আলেকজাগুার ফ্লেমিং। চিত্র ৮২—ভিলেম্ আইন্থোভেন্ !





চিত্র ৮৩—আলান্ কর্ম্যাক্। চিত্র ৮৪—শুর গড্ফে হাউন্সফিল্ড।



চিত্র ৮৫--হরগোবিন্দ থোরানা।



চিত্র ৮৬—নীলস্ বোহ্র।



চিত্র ৮৭—পণ্ডিত মধুস্থদন ওপা।

হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর স্থচীবিদ্ধ করলে রোগ্রস্থছানে তাহা রাশীকৃত হয় এবং গামারশ্মী বিকীরণ করতে থাকে। গামারশ্মী বিকীরণ নির্ণয়কারী যন্ত্রর দ্বারা উক্ত রোগগ্রস্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্ত পদ্ধতির দ্বারা অব্দরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজ্যাধ্য হয়েছে। ইহ। ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু "সমঘর" ভেষজ্রপেও ব্যবহৃত হয়। সম্মরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে। যাকে বলা হয় "নিউক্লিয়ার মেডিসিন" বা "পরমাণুকেন্দ্র চিকিৎসা"।

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে। যাকে বলা হয় "শ্রবণাতীত তরঙ্গ" বা "আণ্ট্রাদনিক ওয়েভ্দ্"। মান্থ্য সেই তরঙ্গ শুনতে পায় না। কিন্তু কুকুর বা অন্তান্ত প্রাণী সেই তরঙ্গের স্বর শুনতে পায়। গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ তরঙ্গ স্বাইকারী বাঁশির ঘারা গোয়েন্দাকুকুরকে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করা হয়। মাদাম মারী কুরী কর্তৃক আবিদ্ধত "পিয়েৎজাে ইলেক্ট্রিক ক্রিষ্টাল" নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক "কেলাদ" ঘারা ঐ "শব্দাতিতরঙ্গ" বা "আন্ট্রাসনিক ওয়েভ্দ্ম" নিরপণ করা যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরঙ্গেরও প্রতিধ্বনি হয়। উক্ত বৈজ্ঞানিক স্থত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ভূসিক প্রাভ্রম সর্বপ্রথম মান্থ্যের মন্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নিরপণ করতে সক্ষম হন। অভঃপর স্থইডেন দেশীর স্নায়্শল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভ্তত দিশীর সায়্শল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভৃত উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মন্তিষ্ক রোগ, হদরোগ, রক্তনালী রোগ, অন্তরোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি গর্ভাবস্থায় প্রাণ্ অয়তন ও গঠন বৈকল্য নিরপণেও প্রভৃত ফলপ্রস্থ। উক্ত শাস্তের নামকরণ করা হয়েছে "একোগ্রাফী" বা "প্রতিধ্বনি লেখন"।

চিত্ৰ ৮৩ ও ৮৪

ডঃ করমাকি নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকাবাদী পদার্থবিভাবিদ একবার অস্থস্থ হয়ে হাসপাতালে শ্যাশায়ী ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিস্তার উদ্রেক্ হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরপ্ত ইয়িছিল যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিস্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ উন্নতি নাধন করা যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিস্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ কিথে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কয়েরক বৎসর পরে তিনি অবহিত হলেন যে, ইংল্যাণ্ডের "হিদ্ মাষ্টার্স ভয়েদ্" বা ই. এম্. আই নামক অবহিত হলেন যে, ইংল্যাণ্ডের "হিদ্ মাষ্টার্স ভয়েদ্" বা ই. এম্ আই নামক বিশ্যাভ সন্ধীত ব্যবসায়ী সংশ্বার হাউনস্ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্ করম্যাকেরঃ

'৭৮' চিকিৎসা শাস্ত্র

মতামৃগ এক যন্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। করম্যাক্ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র মারফং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্ফিল্ডের বহু পূর্বেই তিনি উক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকৃষ্টভাবে নির্মিত হল এবং বর্তমানে উহা "সিটি স্ক্যান" বা "কম্পূটারাইজড্ টমোগ্রাফী' নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্ এবং হাউনস্ফিল্ড উভয়ে ১৯৭৯ খৃষ্টান্দে উক্ত যুগাস্ককারী আবিষ্কারের জন্ম চিকিৎসাবিভায় নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। উক্ত যন্ত্র দারা শরীরের সকল প্রকার রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে "নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স্ টমোগ্রাফী", "প্রজিট্রন এমিশান্ ট্রান্সভারস টমোগ্রাফী", "ফোটন্ টমোগ্রাফী" ইত্যাদি উল্লেথযোগ্য। ভবিষ্যতের অস্তরালে আরও কত কি আবিদ্ধার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত।

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা

অবচেতনা শান্তের উন্নতি ও জীবাণ্নিরোধক ঔষধ আবিন্ধারের পরবর্তীকাল থেকে শল্যচিকিৎসাশান্তের আয়ল পরিবর্তন ও প্রভৃত উন্নতি হয়েছে।
এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার সঙ্গে
অস্ত্রোপচার করা যায় না। মন্তিঙ্ক থেকে পদপ্রাস্ত পর্যস্ত সর্বত্র নানাবিধ্ব
অস্ত্রোপচার করা যায়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র এবং শাস প্রশাস চালনের
যন্ত্র (হার্টলাঙ্গ মেশিন) নির্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদ্পিত্তের কার্য ছগিত
রেথে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে হরুহ অস্ত্রোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ
আফ্রিকাবাদী শল্যচিকিৎসক ডঃ ক্রিষ্টিয়ান্ বার্ণার্ড্ সন্তু মত মান্তবের হৃদ্পিও
রোগগ্রস্ত অন্য মান্তবের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতান্ধীর শল্যচিকিৎসা
জগতে এক নব অধ্যায়ের স্থচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মার্কিণ হৃদ্রোগীর
বক্ষে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এক হৃদ্যন্ত্র সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিথাত
মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল চার্লস্ লিণ্ডবার্গ-এর কল্পনাপ্রস্তুত ও কল্ফ্ নামক
ওলন্দাজ চিকিৎসক কর্তৃক স্টে "কৃত্রিম বৃক" বা "আর্টিফিসিয়াল কিডনী" যন্ত্র
আবিদ্ধত হওয়ার সঙ্গে এক মান্তবের দেহ থেকে অন্তোর দেহে স্থন্থ বৃক্ত
সংস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

শাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূন: সংযোজন শল্যচিকিৎসার একটি অতি সাধারণ কার্যক্রম। আধুনিক শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসকের পরম সহায়ক হয়েছে "শল্যচিকিৎসার অফুবীক্ষণ যন্ত্র" বা "অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ"। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন স্থন্ম স্নায়ু বা রক্তনালীর সন্মিলন, মধ্য কর্ণের স্থন্ম স্নায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহিভূতি শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে।

ড: বোভী নামক এক মার্কিণ পদার্থবিতাবিদ "ডায়াথার্মী" নামে এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। উক্ত যন্ত্রের হারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

বিংশ শতান্ধীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ছই ভারতীয়ের অবদান অসামান্ত। ম্যাসাচ্দেট্দ্ইন্ষ্টিউট অব টেক্নোলজিতে কর্মরত ভারতচিত্ত ৮৬

মাকিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ থোরানা সর্বপ্রথম কৃত্রিম "জীন্" সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেই "জীন" একটি "ভিরোফার্জ" জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টান্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিন্ধারের জন্ম নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। উক্ত আবিন্ধার অত্যন্ত সন্তাবনাময়, উহার সাহায্যে ভবিন্তাতে কর্কটরোগের চিকিংসার স্থবাবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্রিম মান্থয়ও সৃষ্টি করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারত-মান্তিণ বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্রিম জীবাণু স্বৃষ্টি করেছেন। জীবাণু বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিন্তাত উক্ত আবিন্ধারের ফলে অতিশ্য উজ্জন হয়েছে। ভবিন্তাতে কৃত্রিম জীবাণু ঘারা রোগ সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে মান্ত্রের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিতান্ত অমূলক নয়।

কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত ভেষজ ও হরমোন জাতীয় ভেষজ প্রয়োগও বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত ভেষজাদি প্রয়োগে ত্রারোগ্য কর্কট রোগগ্রস্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত হয়েছে।

১৯৩৩ খৃঃ অবেদ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২ দিনেমার পদার্থবিদ্ চিজ্র—৮৬

নীলদ্বোর দর্বপ্রথম "লেদার" নামক শক্তিশালী প্রমাণুছাত রশ্মির কথা

চিকিৎসা শাস্ত্র

উল্লেখ করেন। আইন্টাইন্, টাউনস্, ব্যাসভ এবং প্রোথোরোভ্ও উক্ত পরমাণুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃষ্টান্দে মার্কিন পদার্থবিদ মাইমান চুনীমণিকার দাহায্যে "রুবিলেদার" রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে শলাচিকিৎসার ক্ষেত্রে "লেসার" রশ্মি অতি উপযোগী। উহার সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বল্প রক্তপাতে শলাচিকিৎসা করা যায়। চর্মের কর্কট রোগগ্রস্থ অংশ লেদার রশ্মির দাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য হয়। স্নায়্ ও অক্ষি শলাচিকিৎসায় এখন "লেদার" রশ্মি বছল ব্যবহৃত। "লেদার" রশ্মি প্রলোগে কঠিন শল্যচিকিৎসা সহজ্বাধ্য হয়েছে। "অতিশৈত্য" প্রয়োগ করেও বহু ত্রহু অস্থোপচার সহজ্ব হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ প্রণালীকে "ক্রাইয়ো সার্জারী" বা "অতিশৈত্য শল্যতন্ত্র" বলা হয়।

ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন

পঞ্চাল-এর সম্প্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ভায়াজপর্তুগাল-এর সম্প্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ভায়াজনামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টান্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (উত্তমাশা)
ঘুরে সম্প্র পরিক্রমা করেন। ভাস্কো-ভা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ খৃষ্টান্দে
তিনটি ক্ষুম্র জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে
কেরালায় "জামোরিন" নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাস্কো-ভা-গামা-র
আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় "মোপ্লা" নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা
ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে। জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা
কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। মলয়ালী
ভাষায় "মো পিল্লাই" শন্দের অর্থ জামাতা। সেই থেকে "মোপ্লা" শন্দের
উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী মুদলমানদের 'মোপ্লা' বলা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুণাল-এর রাজা, পেড়ো আল্ভারেজ্ কাব্রাল্-এর নেতৃত্বে এক বিপুল সৈক্তবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপালাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আফন্সো দে আলবুকার্ক বিজ্ঞাপুরের স্থলতানের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করেন। গোয়া নগরীতে তৎকালে বৈভ নামধেয় আয়ুর্বেদজ্ঞরা চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বেনিয়ে গোয়া পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র পৃত্তক অমুসারে চিকিৎসা করতেন। তাঁরা



চিত্র ৮৮—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর।



চিত্র ৮৯—ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্রচতুইয় (বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ বস্তু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বস্তু ও স্থায়িকুমার চক্রবর্তী)।



চিত্র **৯**০—শূর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।



চিত্র ৯১—ডঃ লেওনার্ড রজার্<mark>দ</mark>।

বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্ জাহ্রাভী বা আজ্ জাহ্রাভী লিখিত শল্চিকিৎসা পুস্তক "কিতাব আল্ তস্রিফ্"-এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা ব্যাখ্যা।

عَلَى الْعُ الْصُورَة مِ

চিত্ৰ ৯২—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

অতি সন্তর্পর তুমি উহাদের উপর কাঁচি প্রয়োগ কর কিন্তু অতিশয় হালাভাবে এবং অতি সন্তর্পনে ক্ষতন্ত্রান থেকে রক্ত মৃছতে থাক যেন রক্তের উৎস দেখা যায়। কাঁচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কট না হয়। এই অস্ত্রোপচার ঠিক রৌলালোকিত মধ্যাহে হওয়া বাঞ্চনীয়। এ কাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে যাতে অভিট শিরাটি ছাড়া অন্ত কোনও তন্ত্রী কাটা না পড়ে। অতঃপর চোথে "আশয়ার-আস্মার" ও "আথয়ার" কোটা ফোটা দিতে হবে কলে দ্যিত রস শোষিত হবে কেননা শুধুমাত্র অন্তর্পরোগ করে দ্যিত পদার্থ নিদ্ধানন করা যায় না। তারপর চোথটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী খুলো না। ব্যথা প্রশমিত হবে এবং কোড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে।

ইন্শালাহ্

وه الاصورة اللبضع م

চিত্র ৯৩—বাংলা ব্যাখ্যা:

·····কিন্ত যদি তরল দৃষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোড়া আধার বড় হয় তাহলে তাকে তুই অংশে খণ্ডিত কর·····

যদি দ্যিত পদার্থ পরিমাণে বেশী ও হাড়স্পর্শী হয় এবং তার লক্ষণ এই যে মন্তিদের সমস্ত তন্ত্রীগুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে আঙ্কুল দিলে উত্তাপ অত্তত্ত্ব করবে।

অস্তোপচার করবার পর সমন্ত দ্বিত পদার্থ নিকাশন করে দাও এবং ক্ষতটি "হরুক" এবং "ফারেদ্" দিয়ে জোরে নেঁধে দাও। পাঁচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে আলু কোহল্ কিংবা তেল দিরে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্ পটি দিয়ে ক্রমান্তরে চিকিৎসা চালাও।

রোগীকে শুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত নীর্দ খাল থেতে নির্দেশ দেবে। ইন্শালাহ্ রোগীর দেহে শক্তি দিরে আদবে এবং রোগ নিরাময় হবে।



النَّالْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

চিত্ৰ ১৪—বাংলা ব্যাখ্যা :

নীচের ছবিটি "দাগা' যস্তের।

শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বেনিয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত মঁপেলিয়ে বিশ্ববিভালয়ে চিকিৎসা বিভা শিক্ষা করেন। ১৫৫৮ বা ১৫৫০ খুষ্টাব্দে তিনি স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাক্তক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে ১৫৬৫ খুষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। দারা শিকোহ্-এর অন্যতমা এক পত্নীর মুখাবয়বে এক ছ্ট ক্যোটকের চিকিৎসা করে বেনিয়ে প্রাদিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চার্লদ ডেলেঁ। নামক অপর এক ফরাদী পরিবাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত নামধেয় পৌত্তলিক ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিভার জ্ঞান ব্যতীতই চিকিৎসা ব্যবদায় করতেন। তাদের কাছে বংশাস্ক্রমিক স্থত্তে প্রাপ্ত কিছু ভেষজাদি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫০৪ খুষ্টাব্দে গার্দিয়া দে অতা নামক বিখ্যাত ইছদি বংশজাত পতুৰ্ণীজ চিকিৎসক গোয়াতে আদেন এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য মতে চিকিৎদা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেদ্রতে ইয়োহান নামক এক জার্মান শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে আগমনকারী প্রথম য্রোপীয় শল্য চিকিংদক। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গন্সালো ফেরনান্দেজ্ নামক অপর এক পতুর্গীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন ও স্বল্পকাল বাস করেন, তাঁর সময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গ্যাস্পার পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যাদপার পিরেজ নিজামের রাজ্যভায় পতুর্ণাল এর রাজদৃত নিযুক্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায় যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যস্ত বিষাক্ত ছিল। কিঞ্চিদধিক ১০০ বংস্রের মধ্যে সেথানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে আদে। ১০ জন পতুণীজ রাজাপাল গোয়াতেই মৃত্য ম্থে পতিত হন। তংকালে দেখানে "মর্দেখিন্" নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল ৷ "মর্দেখিন" জরে আক্রাপ্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সস্ত ফ্রানন্সিস জাভিয়ের এর মরদেহ স্কর্র চীনদেশের সান্ চিয়াম্ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে দোনা হলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবর্তীকালে তিনি তিনি মৃ্দল সমাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে দেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্য এক নিষেধনামা প্রচার করা হয়।

১৬৫B युष्टेारक निरकानां याञ्चिक नामक धक एक्नीनिय धूवक नर्छ বেলামণ্ট নামক ইংরাজের দঙ্গে স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খৃষ্টান্দে তিনি দারা শিকোহ-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি ছুইবার গোয়া পরিদর্শনে যান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন। দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি আগ্রা সহরে বেশ জাঁকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করতে ফুরু করেন। তাঁর চিকিৎসা বিভার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি সপ্রতিভতা ও বাক্চাতুরীর দাহায্যে রোগক্লিইদের মনে আশার দঞ্চার করতে পারতেন। ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত তিনি লাহোরবাদী ছিলেন এবং ১৬৭৮-১৬৮২ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খুটান্দে তিনি মাজাজ সহরে পৌর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। "টোরিয়া দো মোগর" বা মুঘল কাহিনী নামক পুত্তক রচনা তাঁর দর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। তিনি ঐ পুত্তকে লিথেছেন বে, শিকান্দর বেগ্ নামক এক আর্যানী দারার পুত্র স্থলেমান িকোহ্-এর চিকিৎসক ছিলেন এবং বৃদ্ধ সমাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক ছিলেন মুকার্রাম খান্ নামক এক পার্সিক। এছাড়া দিনেমার ইয়াকব্ মিহুদ ও গেল্মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইদো, অস্তেম ও কাতেন্ এবং ভেনিদীয় আঞ্চেলে। লেগ্রেঞ্জি প্রভৃতি মুরোপীয় চিকিৎদকগণ খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন রাজন্মবর্গের সভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ কাঁদোয়া ছ লা পালিদ্ মুঘল দ্রবারে এবং মং ক্লডিয়ুদ্ মালে এলাহাবাদের শাসকের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫-১৭১৬ পর্যস্ত মুঘল সম্রাট ফারুখ শিয়ার-এর চিকিৎসক ছিলেন মঃ মাতিন। প্রবর্তীকালে তিনি বাহাত্র গাহ ও মহম্মদ শাহ্-এর অধীনেও চাকুরী করেছিলেন। মহীশ্র-এর নবাব হায়দার আলী ও টিপু স্থলতানের চিকিৎসক ছিলেন জাঁ মাতিন নামক ফরাসী।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে করাসী পরিব্রান্তক জঁট বাপ্তিন্তে তাভেরনিয়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর পিতা গাব্রিয়েল তাভেরনিয়ে ভূগোল-বিচ্ছায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার উপদেশ ও অমুপ্রেরণায় জঁট বাপ্তিন্তে ছয়বার প্রাচ্য পরিক্রমা করেছিলেন। ১৬৩৯ খুটাকে ইস্পাহান হয়ে তিনি ভারতে আদেন এবং স্থরাট, আগ্রা, গোলকুণ্ডা ও ঢাকা প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টান্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার ডাগা সহরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "মুভেল্লে রেলাসিওঁ হু সেরেইল হু গ্রাঁদ্ সিনিয়র" নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। ইংরাজীতে ভাষাস্তরিত গ্রন্থটির নাম "তাভেরনিয়েরস্ ট্রাভেল্স ইন ইণ্ডিয়া"। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিস্থাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা যেত। গৃহস্থবধুরা বনে জঙ্গলে ঘূরে ঘূরে টোটকা বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় প্রায়োগ করতেন। বড় বড় গ্রামে ও গঞ্জে ভেষজ ব্যবসায়ীরা লতাগুল্ম বিক্রী করত এবং অমুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার ভেলান্ নামক এক ওলন্দান্ধ গোলকুণ্ডায় সভা চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ফ্র'সোয়া বেনিয়ে, লে জ্র' থেভেনো, জন্ চার্নিন্, কারে, জন ফ্রেয়ার ও মামুচ্চি। জন্ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৯৭৫ খৃষ্টান্দে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ ছিল না।

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনা করতে পতুর্গীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও ফরাসীরা বিশেষ সফলতা লাভ করে নি ৷ কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবুদ্ধি ইংরাজরা ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছন্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন ৷

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেমিসন্, ডঃ বিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন বিটিশ চিকিৎসক ভারতীয়গণকে মুরোপীয় চিকিৎসাশিক্ষাদানের বিষয় উদ্যোগী হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারসীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা দেওয়া হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী ত্লানদহ গ্রামে একটি বৃহৎ মুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত স্থানে কাদার কিরনান্দার নামক এক স্কইডেন দেশীয় ধর্যধাজকের আশ্রম ছিল। আরোগ্যশালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ ক্বথলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিৎসক রোণান্ড রস্ ১৯০২

চিকিৎদা শাস্ত্র

খুটান্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। ১৮৩৫ খুটান্দে কলিকাতায় দর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিছা শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎদর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া

চিত্র--৮৭

হত। পণ্ডিত মধুস্থদন গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম মাস্কবের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম তুর্গ থেকে। তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

১৮৪৫ খুষ্টান্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অমুকরণে শিক্ষার কাল বর্ধিত করে পাঁচ বছর করা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টান্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অমুমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খুষ্টান্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর' নামক বান্ধালী চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের দর্বপ্রথম বেদরকারী চিকিৎসা

চিত্ৰ—৮৮

মহাবিত্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিত্যালয়টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্র--৮>

১৮৪৫ খুইান্দে ডাং ভোলানাথ বস্থ, ডাং গোপাল চক্র শীল, ডাং ছারকানাথ বস্থ ও ডাং স্থাকুমার চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্র চতুইয় উচ্চমানের চিকিৎসাবিছা শিক্ষার জন্ম ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ধনী ও বিভোৎসাহী প্রিষ্প ছারকানাথ ঠাকুর ও মৃশিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লগুন বিশ্ববিছালয় থেকে স্নাতক হন এবং শেষোক্ত জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিছালয় থেকে ভেষজশাস্ত্রে প্রথম এম ডি হন ডঃ চক্রকুমার দে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এম হল চন্দ্র মার কে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এম হল চন্দ্র মার কে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এম হল চন্দ্র মার কি ধারীবিছার প্রথম এম ওম্ ও হন ডঃ সতীনাথ বাগচী। ১৯১০ খুটান্দে প্রথ্যাত নিদানতাত্ত্বিক ডঃ লিওয়ার্ড রজার্স, কলিকাতায় স্কুল অব উপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন।

চিত্ৰ—৯০

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন ধনবীর রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলিকাতায় ইন্ষ্টিটিউট অব হাইজিন্ এও পাব লিক হেলথ স্থাপিত হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও অমুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খুটান্দের জামুয়ারী মাদে ভারতের দর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎদা মহাবিভালয় কলিকাতায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার স্থাসস্তান ও দেশবরেণ্য ভারতরত্ব চিকিৎদক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উভোক্তা।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে শুর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মাচারী ও শুর কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত। শুর উপেন্দ্রনাথ ভয়াবহ কালাজর চিত্র—>>

রোগের ঔষধ "য়ুরিয়া ষ্টিবামিন" আবিস্কার করে সার। বিশে খ্যাতি লাভ করেন।

যুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোরতি ও অবহেলাজনিত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রর ক্রমাবনতির জন্ম কালক্রমে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আজ প্রায় ক্রতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ভূক্ত হয়েছে। কেবলমাক্র ভবিশ্বতদ্রন্তীয়াই বলতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ম করে আবার প্রাচীন গৌরব ফিরে পাবে।

পরিশিষ্ট

সরল বাংলা ব্যাখ্যা সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি

আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎদাহোপচয়ো প্রভা।
ওজন্তেজোহগ্নয়: প্রাণাস্টোক্তা দেহাগ্নিহেতৃকা: ॥ ১
যান্তেহগ্নৌ মিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনামন্ন:।
রোগীভাদ্বিকতে মূলমগ্নিস্তশ্মানিরূপাতে ॥ ২

(চরক চিকিৎসা ১৫। ১-২)

ব্যাখ্যা: দেহের অগ্নিজনিত ফল হ'ল—আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্থলতা (উপচয়), উজ্জ্বলতা, ব্যাধি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা (ওজ:), প্রাণপ্রাচুর্য (তেজ) ও ধাত্রবস্ত জীর্ণ করার দাহিকাশক্তি (অগ্নি)। ১

শরীরগত অগ্নি ক্ষ্যপ্রাপ্ত হ'লে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীরে যদি এই অগ্নি মৃক্ত থাকে, তবে মান্ত্র্য চিরজীবি ও নীরোগ হয়। বিক্বতি প্রাপ্ত হ'লে, মূল অগ্নির উপদর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ করা হচ্চে॥ ২

আমাশরণতঃ আহারঃ পাকং প্রাপ্য পক্তন্মারক্ষঃসন্ পশ্চাৎ
পচ্যমানানায়ে কেবলং রুৎস্কং পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ
পাকঃ কিটুমূত্রপুরীষয়োঃ পৃথণভাবেন পকাশয়ে গমনাৎ
পৃথণভূতা সারভূতো রসাথ্যো দ্রবর্ত্রপঃ সন্ রসাদিবাহিনীভিঃ
ধমনীভিঃ স্রোতোভিঃ পশ্চাৎ সর্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বাযায়ং প্রপ্রতে॥

(চরক বিমান ২। ২৪)

ব্যাখ্য। গাকস্থলীতে থাত বস্তু গেলে পাকক্রিয়া দ্বারা পক্ক অর্থাৎ হজম হ'তে স্থক করে। পরে পাকাশয়ের সেই সমস্ত বস্তু কিট্র অর্থাৎ মলমূত্র থেকে পৃথক্ হ'য়ে সারবস্তুতে পরিণত হয়। সারবস্তু রস নামে পরিচিত। রস আবার দ্রবীভূত হ'য়ে রসবাহিকা ধমণী-শ্রোতের মধ্য দিয়ে রস, রক্ত, ধাতু ইত্যাদি রূপে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়।

অগ্নাধিষধনেমরশ্য গ্রহণাদ্ গ্রহণীমতা।
নাভেরুপরি দা হাগিবলোপন্তস্তবৃংহিতা॥
অপকং ধারয়ত্যরং পকং সঞ্জতি চাপধ্যঃ
ফুর্বনাগ্রিবলাদ্দুটাদামমেব বিম্ঞতি॥

(চরক চিকিৎসা ১৫। ৫৩-৫৪)

ব্যাখ্যা: নাভির উপরে অগ্নির স্থান। অগ্নির এই স্থানকে গ্রহণী বলা হয় কেননা ইহা থাতাবস্তু গ্রহণ করে। গ্রহণীকে অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক্ষ থাতাবস্তুকে পরিপক্ষ ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতন্ত্রব্য ত্র্বল অগ্নিদারা দৃষিত হ'লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে।

ত্বকৃপধ্যন্ততা দেহতা যোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়: ।
শলাজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণাতেহঙ্গেষু কেষুচিং ॥
তত্মানিসংশয়ং জ্ঞানং চ শল্যতা বাঞ্চতা।
শোধ্যিতা মৃতং সম্যগ্তেইব্যোক্ষবিনিশ্চয়: ॥
প্রত্যক্ষতো হি বদ্দৃষ্টং শস্ত্রদৃষ্টক বদ্ভবেং।

সমাসতস্তত্ত্বং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্। (স্থশত-শারীরস্থান ৫।৪৯)
ব্যাখ্যাঃ শরীরের অঙ্গপ্রতাঙ্গ এমনকি ত্বকের সম্পূর্ণ জ্ঞান শল্যবিষ্ঠা ছাড়া
বর্ণনা করা যায় না। তাই শল্যবিষ্ঠার জ্ঞান নিঃসন্দেহে বাঞ্থনীয়। মৃতদেহ
শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমন্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ দেখা উচিত। এভাবে

প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রবিচ্চা উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যাহেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্বাণো ন প্রমৃহতি কর্মস্থ ।
তক্ষাং কৌশলমন্বিচ্ছনং শাস্তক্ষারাগ্রি কর্মস্থ ।
যশু যত্তেই সাধর্মং তত্ত্ব যোগ্যং সমাচয়েং ।

(স্ফত-শারীরস্থান ১/৪-৫)

ব্যাখ্যাঃ এভাবে মেধাবী চিকিংসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রব্যগুলির উপর এ বিভা (শল্যবিভা) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্রস্ত হ'ন না। তাই যিনি শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেখানে নিজের ধর্ম অর্থাং বিভার প্রয়োগ করবেন।

তস্মাৎ সমন্ত্রগাত্তমধিধোপইতম্ দীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্ কর্ষণতিকং
নিঃস্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহস্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং প্রুরুং
মৃত্রবদ্ধনাদীমন্ত মেনাবেষ্টিতাক্তমপকাশো দেশো কোথয়েং।
মৃত্রবদ্ধনাদিনীমন্ত মেনাবেষ্টিতাক্তমপকাশো দেশো কোথয়েং।
সমাক্ প্রকৃষিতক্ষোদ্তা ততো দেহং সপ্তরাক্তা—
তৃশীরবালবেণুবন্ধন কৃষ্ণানামন্তমেন শনৈঃ শনৈঃ
অবদ্ধ্যনং ত্রগাদীন্ সর্বানেব বাহাভাস্তরাক—
প্রত্যক্ষবিশেষন্ লক্ষ্যেচচক্ষ্যা।

(স্কুশ্ত শারীরস্থান—৫।৫০)

ব্যাখ্যা: তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হ'বে যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করেনি, যাকে হত্যা করা হয়নি অথবা যে শতায়ু নহে। তারপর অস্ত্র থেকে সমস্ত মল বের করে দিয়ে সেই দেহটি একটি পিঞ্জরের মধ্যে রেথে, মৃঞ্জ, কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জ্লাশয়ে ছবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলে, জল থেকে দেহটি তুলে উশীর, বাঁশ অথবা চূলের তৈরী তুলিকা দিয়ে ত্বক্ ইত্যাদি ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলতে হ'বে। তারপর দেহটির প্রতিটি অক্ষপ্রত্যক্ষের বাহির ও ভিতর নিজের চোথে দেখতে হ'বে।

অধিগত সর্বশাস্তার্থমপি শিশুং যোগ্যং কারয়েং। স্নেহাদিযু ছেদাদিষু চ কর্মপথমুপদিশেং। স্থবহুশ্রুতপাকুতযোগ্যঃ কর্মম্বযোগ্যে। ভবতি। তত্ত্ব পুষ্পফলালাৰ কালিন্দকত্ত্বযুদৈৰ্বায়ক কৰ্কাটক-প্রভৃতিষু চ্ছেগ্রবিশেষন্ দর্শয়েচ্ছন্ কর্ত্তনপরিকর্ত্তানানি চোপদিশে। দৃতিবন্তিপ্রদেবক— প্রভৃতিযুদক পঞ্চ পূর্ণেযুমেখ্যোগ্যাম্ সরোমি চর্মণ্যাততে লেখ্য মৃতপশুশিরাস্ত্পলনালেযু চ বেধাস্ত যুণোপহতকাষ্ঠবেহুমলনালোভকালাবুম্থেস্বস্থভ পনস্বিষোধিৰফলম্জ্ৰমৃতপ্তদ্পেৰাহাৰ্যস্ত मधुष्किष्टोथनिरश्च भावानीयनक विखावास স্ক্ষ্বনবস্ত্রাস্ত্রোর্মত্তর্মান্তরোশ্চ দৌবাতা, পুरुमय्रभूक्यांकथाजाक विस्थिय वस्रायांगाः মৃত্যশাংপেষীযু উৎপলানেযু কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্ युष्यूयाः मथर अवित्रकातरयागाम् छेन कर्श्वघरे— পাৰ্যস্ৰোত্দি অলাব্ম্থাদিযু চ নেত্ৰ প্ৰণিধান— বন্তিব্ৰণৰন্তি পীড়ণ যোগ্যামিতি॥ (স্থশ্ৰত সংহিতা ৯/২-৩)

ব্যাখ্যাঃ সমস্ত শাস্ত্র ভাল করে আয়ত্ব করার পরে ছাত্রকে (শল্য)
চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের স্থচিপ্রয়োগ ও
অস্ত্রোপচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেহে অস্থপ্রয়োগ দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে
প্রথমে পুষ্পফল, অলাব্ (লাউ), তরমৃজ, শশা, কাঁকুড় ইত্যদি ফল কেটে-কেটে
শেখাতে হবে। শরীরের গভীর অভ্যস্তরে অস্থোপচার করতে হ'লে জলভরা

্চামড়ার থলি, পশুর মূত্রাশয় অথবা অন্ত কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে ভেদন করতে হ'বে। লোমণ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পদ্মনালের সাহায্যে মৃত প্র শিরায় রক্তমোক্ষণ, শলাকা দিয়ে পরীক্ষা ও ক্ষতস্থান পূর্ণ করার জন্ম ঘূণধরা কাঠ, বাঁশ অথবা শুকনো লাউয়ের মুথের ব্যবহার, বিম্বী, বেল, কাঁঠালবীজ মৃতপশুর দন্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমূল কাঠের তব্জার উপর মোম মাথিয়ে ক্ষরণ বা শৃণ্যীকরণ, সূক্ষ বা ধনবন্ত্র বা পাতলা চামড়া দিয়ে ক্ষত -জোড়া লাগানো, পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা। নরম মাংস-পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণদদ্ধি শিক্ষা, নরম মাংসথত্তে অস্ত্রচিকিৎসার তপ্তলৌহ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূর্ণ ঘটের সঙ্কীর্ণ ফাটলে ক্ষত দ্রীকরণ বা স্থচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত।

জীক

"হিরোফিলোদ্দে এন্তো দিয়াইএটিকো কাই সোফিয়েন ফেসিন আনেপিদেইকেতন কাই তেখেন কাই ইদ্থুন আস্তোগেনিন্তন কাই প্লুতোন আথেরেই ওন কাই লোগন আত্নাতন আপোউসেন্।"

ব্যাখ্যাঃ স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিভ ও হিরোফিলোস শৌর্য সবই অর্থহীন।

লাভিন

"মর্ত্রই ভিভোস দোসেন্ত্র"

মরগান্নি

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ वातरह्म जम वाक्तित मीर्घकीवन लाएजत প्रथ धर्मगक।

জিওভান্নি বাতিন্তা মরগান্নি

Quotes from "The CANON OF MEDICINE OF AVICENNA (QUANOON EL FIT TIBBI) O. Cameron Gruner, Augustus M. Kelley, New York, 1970.

228. "Some diseases turn into new ones, and so themselves disappear. This is very satisfactory. One disease becomes the medicament for curing other. Thus, quartan malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices Ibn Sina and arthralgias"

ব্যাখ্যা: "কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যার না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ। এক রোগকে অন্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জর দ্বারা মূর্ছারোগ (উপদংশ জ্নিত), পদবেদনা, শিরাস্ফীতি এবং অস্থিপ্রস্থি বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়।" অভিসেলা

20. "Natural philosophy of four elements and no more. The physician must accept this. Two are light, and two are heavy. The lighter elements are fire and air; the heavier are earth and water."

Ibn Sina

ব্যাখ্যাঃ "প্রাকৃত দর্শনশাস্ত্রে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। প্রতি চিকিৎসকের কথাটি জানা উচিত। এ পদার্থগুলির মধ্যে ছটি ভারী ও হটি হাল্কা। অগ্নিও বায়ু হাল্কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী।"

অভিসেরা

803. "Wine does not readily inebriate a person of vigorous brain, for the brain is not susceptible to ascending harmful gaseaus products nor does it take up heat from the wine to a degree beyond what is expedient. Therefore it renders his mental power clearer that before; other talents are not affected in such an advantageous manner. Therefore it different on persons who are not of this calibre.

A person who is weak in the chest, to the extent that the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) take much wine."

ব্যাখ্যাঃ "শক্তিশালী মন্তিছ যে ব্যক্তির আছে, সে স্থরাপান করলে মাতাল হয় না। উপরস্থ স্থরা তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও প্রতিভাই স্থরা দারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার অপেক্ষা নিরুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্তিটি প্রয়োজ্য নয়।

যে ব্যক্তির খাদ্যস্ত্র ত্বল তাদের পক্ষে শীতকালে স্থরাপান ক্ষতিকারক।"
অভিদের

তথ্যের সূত্র

Abul Fazi.

: Ayn-e Akbari, translated into English by Blockmann et al, Munshi Rām Monohar Lāl, Delhi.

Alvi, M. A. and A. Rahman.

: Jahangir as a Naturalist, National Institute of Science of India, New Delhi, 1968.

Arya, P.

: Atharvavedeeya Chikitsashatra, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi—1941.

Aschoff, L and Diepger, P.

: Kurze Uebersichtstablie zur Geschichte der Medizin, Verlag von J. F. Bergmann, Muenchen, 1936.

Ashtangahrdaya Samhita of Vagbhatta. A compendium of the Hindu System of Medicine, composed by Vagbhatta, with the commentary of Arundatta, Revised and colleted by Anna M. Kunte, 2 vols. Bombay, 1880.

Astāngāhrdayasamhitā, Vāgbhatta. Ein altindisches Lehrbuch der Heilkunde, aus dem Sanskrit ins Deutsche uebertragen, mit Einleitung, Anmerkungen und Indices von Luise Hilgenberg und Willibald Kirfel, Leiden, 1937-1940. Ashtānga Sangraha of Vāgbhatta.

: (In Sanskrit), with the commentary by Indu, edited by T. Rudraprasava, 3 vols., Trichur, 1913-24.

Atharva Veda.

: Translated in English by Ralph T. H. Griffith, 8 vols. E. K. Lazarus and Co. Benares, 1916.

Bagchi, A. K.

: Yug hate Yugantare Chikitsa Shastra (Medicine through the ages), Serialised in Amrta, Calcutta, 1963,

Bagchi, A. K.

Science. Internat Surg. 50, 408, 1968.

Bagchi, A. K.

: The Emergence of Surgery in India, *Phronesis* (Spain), 12, 476, 1974.

Bāgchi, A. K.

: Indian influences on Arabic and Moorish medicine—Phronesis (Spain), 37, 3, 1978.

Bagchi, A. K.

: Sanskrit and modern medical vocabulary. A comparative study, Riddhi, Calcutta, 1978.

Bailey, Hamilton and Bishop, W. J.

: Notable names in Medicine and Surgery, H. K. Lewis, London, 1946.

Banerjee, D. N.

: Ayurveda Shārira, vol. 1 Industry Publishers. Calcutta, 1951.

Bhela Samhita.

: Published by the University of Calcutta, 1921.

Bose, D. M., Sen S. N., : A Concise History of Science in Subbarāyāppā B. N.

India. Indian National Academy,

(Editors)

New Delhi, 1971.

Brendt, Catherine, H: The Barbarians, C. A. Watts, and Brendt, Ronald M. London, 1971.

Beal Samuel. : Chinese Accounts of India,

Translated from the Chinese of

Hiuen Tsiang, 4 vols. Susil Gupta,

Calcutta, 1957-58.

Bhāva Prakāsha of Sri Bhāva Mishra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankara Mishra, Chowkhāmbā Sanskrit Series office, Vārānasi, 1961.

Bhela Samhitā. : (In Sanskrit) Edited by Ashutosh
Mookerjee, Calcutta University,

Jour of Dept. of Letters Calcutta,

vol. 6, 1921.

Bjornstjern, Count M.: The Theogony of the Hindoos.

London. John Murray, 1844.

Bower Manuscript, The.: Facsimile leaves, Nagari Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes, Edited by A. F. R. Hoernle, Part 1, 2, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. 22, Calcutta, 1893-1912.

Chakravorty, C. : An Interpretation of Ancient Hindu Medicine, Vijay Krishna Bros., Calcutta, 1923. Celsus. : De Medicina, trans. by W. G. Spencer, Cambridge University Press Harvard, 3V., 1935-38. Charaka Samhitā, The. : With the commentary of edited Chakrapanidatta. by Vaidya Bhushan Vaman Kesheo Dātār, 1st edition, Nirnaya Sāgar Press, Bombay, 1922. Charka Samhita. : (In Sanskrit) with the commentary by Chakrapānidatta and Jajjāta, edited by Haridatta Shāstri, 2 vols, 2nd Ed., Motilal Banarsidass, Lahore, 1940. Charaka Samhita, The. : Edited and published by Shree Gulabkunverba Ayurvedic Society 6 vols, with translations in Hindi, Gujarati and English, Jamnagar. 1949. Charaka Samhita. : (A Scientific Synopsis). P. Ray and H. N. Gupta, published by the National Institute of Sciences of India, New Delhi, 1965. Devi, A. K. : The Vedic Age, Vijay Krishna

Dioscorides, The Greek Herbal of.

: Edited and translated by Robert T. Gunther, Hafner publishing Co., New York, 1959.

. Bros. Calcutta, 1931,

Light Light	2.4
Dwarakanāth, C.	: Introduction to Kaya Chikitsa Popular Book Depot., Bombay, 1959.
Elgood, C.	: A Medical History of Persia and Eastern Caliphate, Cambridge, 1951.
Filliozat, J.	: The Classical Doctrine of Indian Medicine, translated by D. R. Chānānā, Munshi Rām Manohar Lāl, Delhi, 1964.
Goetze, A.	: Persische Weisheit in Griechi- schen Gewande in Zeit. fuer Ind. und. Ir., 11, 1928.
Gordon, B. L.	: Medicine throughout Antiquity, F. A. Davis Company, Philadel- phia, 1949.
Gruner, O. C.	: A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, Luzac and Co, London, 1930.
Gupta, A.	: Sushruta Samhitā—Motilāl Bānar- sidāss, Benāres, 1950.
Haddad, Farid Sami.	: History of Medicine. Arab contribution to Medicine, Le Journal Medical Libanais, 26, 381, 1978.
Hoernle, A. F. R.	: Indien und die Deutschen, by Leifer, W., Erdmann, Tuebingen, 1969.
Johnston Saint, P.	: Quoted by The Pioneer, Allaha-

1929.

bad (India) May, 31 and June 1,

Jolly, J.

: Indian Medicine, C. G. Kāshikār, Poona, 1951.

Kausika Sutra.

: The Kausika Sutra of the Atharvaveda, Edited by Maurice Bloomfield, Journal of the American Oriental Society, Vol., XIV, New Haven, 1890.

Keswāni, N. H.

: "Evolution of Surgery". The Medicine and Surgery, 1, 8, 1961.

Keswani, N. H.

"Anaesthesia and Analgesia among the Ancients. Part II (The Egyptians and Mesopotamians)" Indian Journal of Anaesthesia, 1, 55, 1962.

Keswāni, N. H.

: "Foreword" Sushruta Samhitā, English Translation by K. L. Bhishagratna, 2nd Edition, Chowkhāmbā Sanskrit Series, Vārānasi, 1963,

Keswani, N. H.

: "Ancient Hindu Orthopaedic Surgery", Indian Journal of Orthopedics, 1, 76, 1967.

Keswāni, N. H.

: "Medical Education in India since Ancient Times", in "The History of Medical Education", edited by C. D. O. Malley, University of California Press, pp. 329-366, 1970. Khān, M. S.

: An Arabic source for the history of Ancient Indian Medicine, Studies in History of Medicine, pp. 1-12, 1979.

Kinjbadedkar, R. S.

: Ashtāngasangraha Tasya Shārirasthānam, Chitrashāla Mudranālaya, Poone, 1986.

Kutumbiah, P.

: Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, 1962.

Lash, Abraham, F.

: History of Gynecology from Prehistoric to Modern Times, J. Intern, 32, 1959.

Lassen, Ch.

: Indische Altertumskunde, 4 vols, Leipzig, 1848-72.

Mādhava Nidāna of Mādhava Kāra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankar Shāstri, Chowkhāmbā Sānskrit Series Office, Bānāres, 1954.

Mahāvagga.

: In Vinaya Texts, Translated by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg, in the Sacred Books of the East Series, Vol. XIII and XVII Edited by Max Mueller, Clarendon Press, Oxford, 1881.

Mahavamso.

: In Roman Characters, with the translation subjoined and with Introductory essay by George Turnour, Church Mission Press, Cotta, Ceylon, 1837.

Majno, Guido.

: The Healing Hand, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1975.

Manu Smriti.

: The Laws of Manu, Translated by G. Buehler, in the Sacred Books of the East Series, vol. XXV. Edited by Max Mueller, Clarendon Press Oxford; 1886.

Manucci, Niccolao.

: Storia De Mogor (or Mughal India), Translated into English by William Irvine, vol. I-IV, John Murray, London, 1907-08.

Max Mueller, F.

: The Upanisads (Translation), Dover Publications Inc. New York, 1962.

Mettler, E. C. and Mettler F. A. : History of Medicine, the Blakiston Company, Philadelphia, 1947.

Meunier, L'

: Histoire de le Medecine Librairie E. Le Francois, Paris, 1924.

Pāthak, R.

: Marma Vijnān, Jaykrishnadās Haridās Gupta, Benāres, Samvat 2006.

Pāndya, S. K.

: Medicine in Goa, Sānjgiri foundation, Goa, 1980.

Pococke, E.

: India in Greece, Glasgow University Library, 1852.

Ray, D. N.

The Principles of Tridosha in Ayurveda, Calcutta, 1987.

Rig Veda Samhlta.

Edited and published by Manmatha Nātha Dutt (Shāstri) Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta, 1906.

Rig Veda Samhitā.

: Translated by H. H. Wilson, 6 vols., Ashtekar and Co., Poona, 1925-28.

Said, H. M.

: Ours in Trust only, Hemisphere, 22,206,1979.

Sāma Veda, The Hymns of the. : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co. Benares, 1926.

Sarton, G.

: Introduction to the History of Science, Carnegie Institution of Washington publication 876, 3 vols. in 5 pts. Williams and Wilkins, Baltimore. 1927-28.

Schinz, Hans R.

: 60-Jahre Medizinische Radiologie, George Thieme, Stuttgart, 1959.

Sen, G. N.

: Hindu Medicine—An Address on Ayurveda delivered at the foundation ceremony of Benares Hindu University in 1916.

Shāh, M. H.

: The General Principles of Avicenna's Canon of Medicine, Karachi, Pakistan, 1966.

Siddiqui, M. Z.

: Studies in Arabic and Persian Medical Literature, Calcutta University, 1959. Siegerist, Henry, E.

: The Great Doctors, Dover Publications, New York, 1971.

Singer, Charles.

: Greek Biology & Greek Medicine, Oxford, 1922.

Stoddart, Anna M.

: The life of Paracelsus, William Rider & Son, London 1915.

Sushruta Samhitā, The.

: Translated and Edited by Kavirāj Kunjalāl Bhishagratna, 8 vols, 2nd Ed., Chowkhāmbā Sanskrit Series Office, Vārānasi, 1968.

Takakusu, I. T.

: I-tsing—A Record of the Buddhist Religion As Practised in India and Malay Archipelago (671-695 A. D.) English Translation, Clarendon Press, Oxford, 1896.

Tavernier, Jean Baptiste.: Travels in India, Calcutta, 1905.

Thorwald Juergen.

: The Century of the surgeon, Thames and Hudson, London, 1957.

Uenver, Sueheyl

: Hospital of the Sultan-750 years of Turkish Medicine., Abbottempo Interview, Abbott Universal Ltd., 1970, pp 72-77.

Verma, R. L.

; The Growth of Greco-Arabian Medicine in Mediaval India. Ind. J. Hist. Sci. 5,848, 1970.

Vidyālankār, J.

: Charakasamhitā, Motilāl Banārsidāss, Benāres, 1947. Wilson, Leonard G.

: Erasistratus, Galen, and the Pneuma, Bull. Hist. Medicine, July-Aug., 1959,

Yajur Veda, (Krishna).

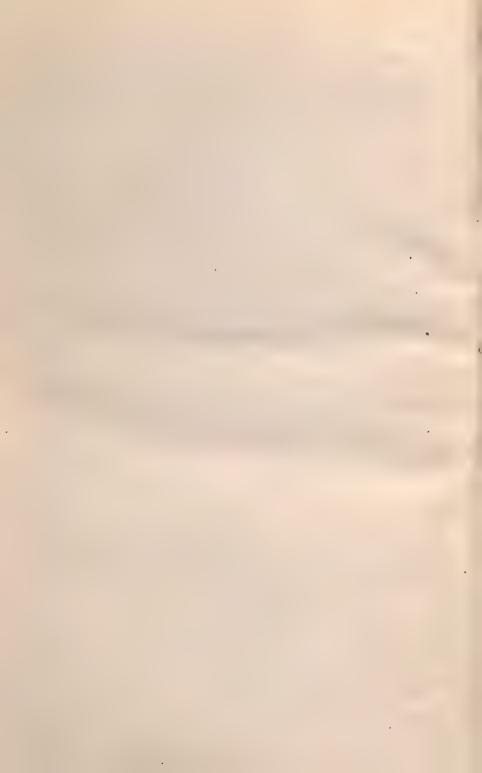
: The Veda of the Black Yajus School, Translated by A. B. Keith, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1914.

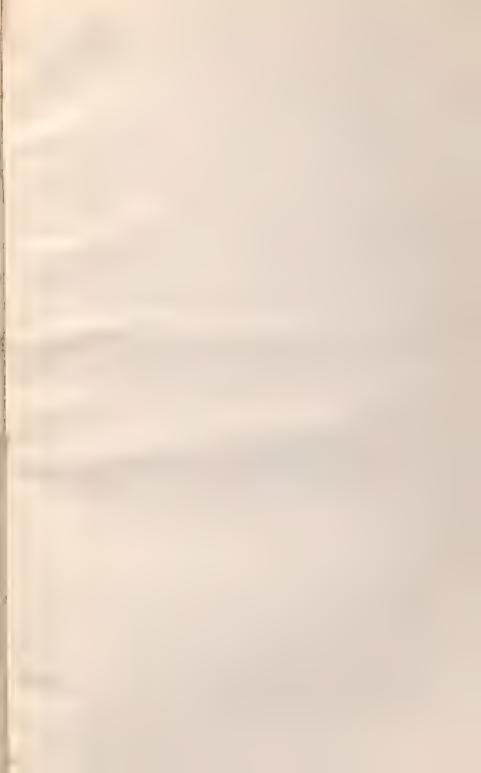
Yajur Veda, (The Texts of White) : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co., Benares, 1957.

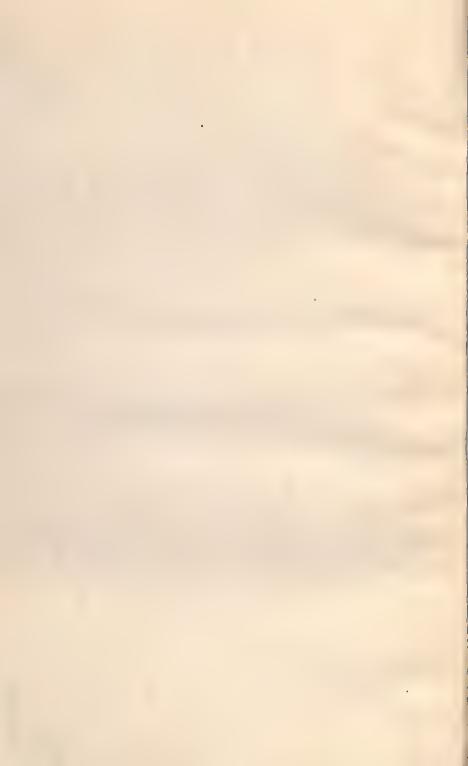
Zysk, Ken.

: In wider fields, Hemisphere, 28, 200 1979.



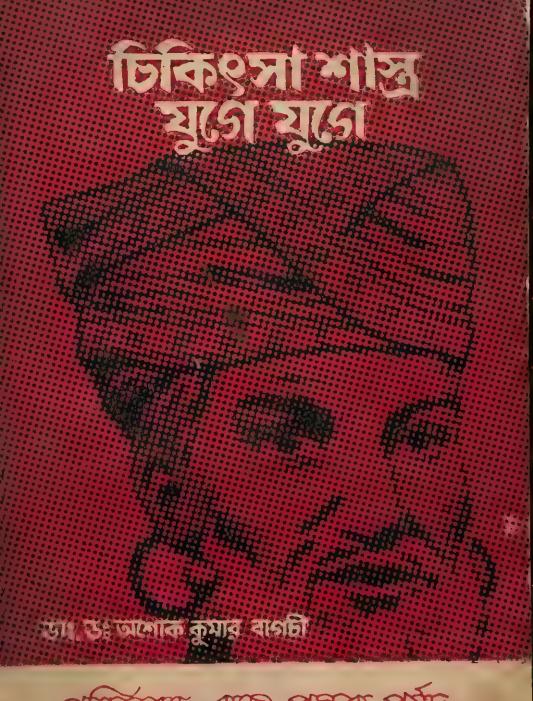












পশ্চির্যাস্থ্য রাজ্যে প্রস্তব্য পর্ষদ





छिकिएनामाञ्च यूरग यूरग

এম্.বি. বি. এস্., এম্. এস্. এন্. এস্., এফ্. এন্. এস্., এফ্. এ., সি. এস্., এফ্. আই. সি. এস্. ; ডি. লিট্., এফ্. আই. এম্. এস্. এ., পি. এইচ্. ডি।

অধ্যাপক সায়ুশল্য চিকিৎসক ও স্নায়ুতত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকার।
মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা; ভারতীয় স্নায়ুতত্ব সংস্থার অবৈতনিক
ঐতিহাসিক; ভারতীয় স্নায়ুতত্ব পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ
স্নায়ুশল্যশাস্ত্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক; ভারতীয়
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান সংস্থার
উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর
প্রামৃশ্লাতা স্নায়ুশল্য চিকিৎসক।



পদ্মিরাস্থ্র রাজ্যে প্রক্রিক্য পর্যুদ

CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE

(Medical Science through the ages)

Dr. Asoke Kumar Bagchi

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রকাশকাল: মার্চ, ১৯৮৪

510.9 BAG

প্রকাশক:

পশ্চিমবন্ধ রাজ্য পুস্তক পর্যন (পশ্চিমবন্ধ সরকারের একটি সংস্থা) আর্থ ম্যানসন (নবম তল) ৬এ, রাজা স্কবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-৭০০০১৩

B.C.E.R.T. Wast Rangal Date 16- 4-87 Acc. No. 3944

মুক্তক : ইম্প্রেশন ৩৩বি, মদন মিত্র লেন কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ: শ্রীত্র্গা রায়

য্ল্য: আঠারো টাকা

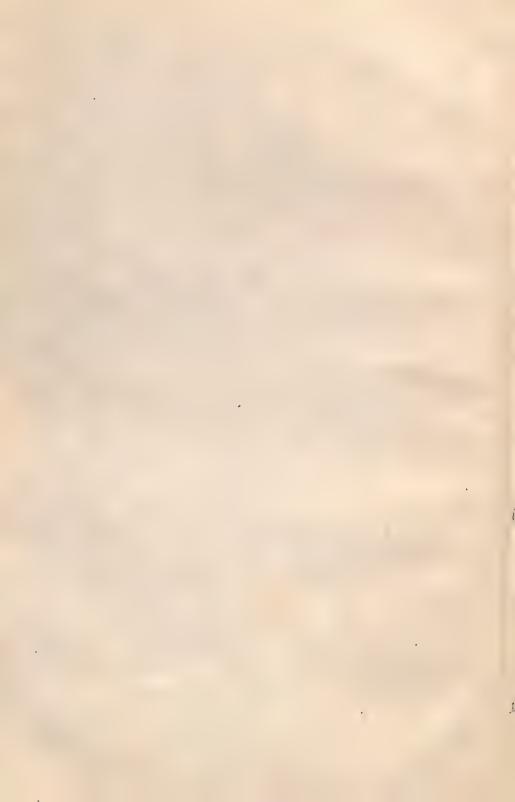
Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

"বাল্মিকী নাদ"চ সমর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ। চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাৎ তদ্ আত্রেয় ম্নির্জগাদ॥"

> (অশ্বঘোষ বৃদ্ধচরিত) ১ম সর্গ

> > অর্থাৎ

মহর্ষি বাল্মিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার স্বষ্টি, যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন। যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্তি অসফল হয়েছিলেন আত্তেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন।



সন্থ প্রয়াত পিতা পরম প্রদের

ডাঃ দ্বিজ্ঞদাস বাগচী

মহাশয়ের পুণাম্বতির উদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত।

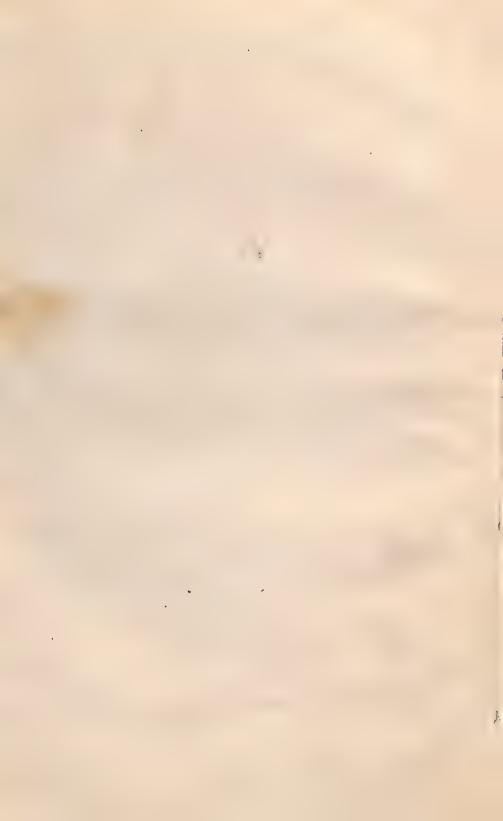
२०. ७. ১৯৮७



কুভজ্ঞতা স্বীকার

এই পুন্তক প্রণয়নে যাঁরা আমাকে দাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার

ত্ত্বী শ্রীমতী দাধনা বাগচী, আমার সহকমিনী পাপিয়া পাল, প্রথাত
ভাষাতাত্ত্বিক শ্রজেয় ডঃ স্কুর্মার দেন, ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন
পরিচালক ডঃ স্বরজিং দিন্হা, দংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও
পারদিক ভাষার স্থপণ্ডিত ডঃ মহমদ দাবির থান, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর
রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুন্তক পর্যদ-এর পরিচালক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা,
ও শ্রীঅশোক বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভান্ন চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।



মুখবন্ধ

ছোটবেলা থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশ। ছিল। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা দূর হ'তে দূরাস্তে।

এক চিকিৎসক বংশে আমার জন্ম। পিতামহ বৃটিশ সেনাবাহিনীর
চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ৬ডাঃ দ্বিজ্ঞদাস বাগ্চী কারমাইকেল মেডিক্যাল
কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হ'ন। তিনি আমাদের আদিনিবাস
উত্তরবঙ্গের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয়
বিস্তোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু
সচিত্র পত্তিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে স্থাশনাল জিওগ্রাফিক
ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আরুষ্ট করত। প্রথমে কিছুই ব্বতে পারতাম
না, কিন্তু আমার মন ঐ পত্তিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে
প্রাস্তরে। সেই সমন্ত দেশের বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী ও নৈস্গিক দৃশ্য দেথে
আমি মোহিত হতাম। পত্তিকাটির অন্ধপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার
ইতিহাস ও ভূগোল পার্চের নেশা।

আমাকেও বংশান্তক্রমিক ভাবে চিকিৎসাশান্ত ব্যবসায়ী হ'তে হ'ল।
যথন আমি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তথন আমাদের
নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্রজের ৺ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
তিনি এক বিশ্ববিশ্রুত চিকিৎসাবিত্যার ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার
চিকিৎসাবিত্যার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি
আমাকে তাঁর নিজম্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অম্লা গ্রন্থ উপহার দিয়ে
গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে ছম্প্রাপ্য ও ছুর্য্লা।

স্নামুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্ম আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ভিয়েনার চিকিৎসা বিছালয় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বহু বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিক্পালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা বিছালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজ প্রতি পদে পদে চিকিৎসাবিছার ছাত্রকে তাঁদের নাম শ্বরণ করতে হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজ্ও প্রচলিত। পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও

বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিশ্যতের উদ্দেশ্যে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধার। লিথে রেথে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রাদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ডক্টর লিওপোল্ড স্যোন্বাউয়ের একাধারে স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম যত্ত্ব সহকারে আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেইজন্ম আমি তাঁর কাছেও আজীবন ঋণী। অধ্যাপক স্যোন্বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীকৃভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা আমার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সায়ুতত্ব শাস্ত্রীয় সংস্থার সভ্যরা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিত্যার ঐতিহাসিক পদাভিষিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণা দিয়েছেন।

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬০ দালে অধুনাল্প্র অমৃত পত্রিকায় 'যুগ হ'তে যুগান্তরে' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার অবলম্বনে পুনলিখিত ও পরিবর্ধিত। ১৯৬০ দাল এবং ১৯৮০ দাল এই তুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। মান্ত্র্যের শরীরে অক্ত মান্ত্র্যের হৃদ্যন্ত্র, বৃক্ক এবং অক্তান্ত যন্ত্রাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরূপণ শাস্ত্রেরও আমৃল পরিবর্তন দাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অক্তান্ত নব নব আবিদ্বার সমৃহের দঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশাস্ত্র নতুন এক অধ্যায় স্থচিত হয়েছে যার নাম বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা 'জীব প্রযুক্তিকলা'। কালক্রমে চিকিৎসাবিদ্যা আরও কতদ্র যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরস্থরীরাই হয় তো ভবিশ্বতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাক্বভ ভাবেই পুন্তটির আকার সীমাবদ্ধ রাথা হ'য়েছে কেননা কোতৃহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী রহদাক্বতি পুন্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা।

আমার এই দামান্ত প্রচেষ্টা যদি ভবিশ্বতের চিকিৎদাশান্ত্র বিভার ছাত্রদের মনে দামান্ত কৌতৃহল উদ্রেক করতেও দমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেথার দার্থকতা প্রমাণিত হ'বে।

দোলপূৰ্ণিমা, ১৩৯০ কলিকাতা অশোক কুমার বাগচী

বিষয় পরিচিতি

বিষয়			शृष्ठे
<u>ম্থবন্ধ</u>	***	***	Đ
ভূমিকা ·	***	***	5
প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ	•••	***	8
প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র	* * *	***	>>
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র	* * *	•••	20
প্রাচীন ভামদেশীয় চিকিৎদাশাস্ত্র	* * *	***	20
স্থ্যেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎদাশাস্ত্র	•••	•••	> @
প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত	* * *		30
গ্ৰীক চিকিৎসাশাস্ত্ৰ	***	***	۵۹ ډ
আলেক্জান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র	***	* * *	₹8
রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র	•••	•••	২৪
প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত্র	***	•••	ર્ઙ
প্রাচীন আরবী চিকিৎদাশাস্ত্র			২৭
আরবী চিকিৎদা পুস্তকাবলী		***	२৮
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান	***		02
কায়চিকিৎসা	• • • •	* * *	૭૨
আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব	**	***	৩৩
প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশান্ত্র	• • •	***	৩৬
যুনানী চিকিৎদাশাস্ত্র		•••	৩৭
মধ্যযুগের যুরোপীয় চিকিৎদাশাস্ত্র	***	***	৪৩
রেনেসাঁস যুগের চিকিৎসা	***	•••	85
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	•••	**,	62
বসস্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	• • •	• • •	00
উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	•••	•••	63
দংক্রামক রোগ সমস্থা	• • •	***	৬০
উনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব	***		७२
উপদংশ রোগের স্থত্ত-সন্ধান	•••	* * *	৬২

[\$]

বিষয়			शृष्ट
ডিফ্থেরিয়া রোগ	***		৬৩
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী		* * *	&8
চেতনা-নাশকের সন্ধানে			৬৫
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান	•••		69
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সম্প্রার সমাধান	***		৬৭
শল্যচিকিংদা ও ধাত্রীবিভায় জীবাণু বিজ	ানের প্রভাব	***	৬৯
চিকিৎদাশাস্ত্রে পদার্থবিভার অবদান	•••	* • •	92
বিংশ শতকের চিকিৎদাশাস্ত্র	* * *	•••	৭৩
বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা	***	***	98
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান	• • •		90
বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা	• • •		95
ভারতে যুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন	***	•••	ьо
পরিশিষ্ট	# 4 a	***	by
তথ্যের স্থত্ত	11,	***	22.
			PA CA

॥ ভূমিকা ॥

কোটি কোটি বৎসর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোন এক আদিম জলাভূমির কাদার একটি এককোষী এ্যামিবার জন্ম হয়েছিল। এককোষীর পর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে পৃথিবীর বুকে আসে বানরত্নপী প্রাগ্ ঐতিহাসিক মান্থব। কোটি কোটি বংসরের ব্যবধানে সেই মাহুষই আজ পরিণত হয়েছে চক্রে অবতরণকারী নভচর মান্থবে। স্টের প্রারম্ভে প্রাণ্**তিতিহাদিক মান্থব প্রতিক্**ল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কালক্রমে বর্তমান স্থপভা মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট দুর্শন এবং হিংস্র প্রাণ্ ঐতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে শিথেছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টির অগোচরে বহু অদৃষ্ঠ রোগজীবাণু শরীবে প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হত। তারা অদুখ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তারা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর অভিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে এবং সেই রোগানলেও আত্মাহতি দিয়েছে বহু মামুষ, কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিশ্বতের মাত্রমকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। ডাই আমার মনে হয়, চিকিৎদাশাস্ত্রে ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল মান্থবেরই অবখ্যা জ্ঞাতব্য ।

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রস্ত এক ডিনোসাউর-এর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মান্টিন দেশের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্ত্বর (প্যালিওপ্যাথলজি) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি অস্থি ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সিনোসাউর পৃথিবীপৃষ্ঠ হ'য়ে অবলুগু হয়ে গিয়েছে, কিন্ধ তার জীবাশ্মটি রোগকিষ্ট জীবনের এক করুল ইতিহাসকেই আজকের সভা মাম্বের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের প্রাচীনতম রোগগ্রস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদীপে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রত্মতাত্ত্বিকগণ থননকার্ষের দ্বারা যবদীপ মান্থ্যের (পিথাকান্থ্রোপুস্ ইরেকটুস্) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি অর্বুদ বা টিউমার ছিল।

চিত্র—১

অতি প্রাচীন মান্নযের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট থেকে জানতে পারা যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত 'মমি'-এর দেহে রয়েছে অস্থি প্রদাহ, বৃক্ক ও মৃত্রাশয়ের পাথারী, পিত্তাশয়ের পাথারী, মেরুদণ্ড ও অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন। অর্ব্দাক্রান্ত প্রাচীন মান্নযের অস্থিও বহু পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দন্তরোগ ও বাতরোগের খুব প্রাত্তাব ছিল। মিশরের ফারো, আথেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে পাওয়া যায়। কেননা স্কদর্শন সেই ফারো বয়ংবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংশিন হয়েছিলেন।

চিত্র---২

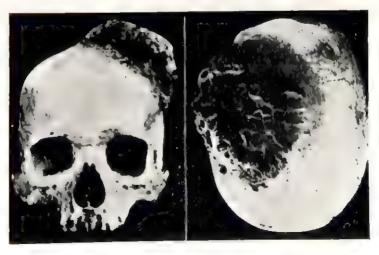
ফরাসীদেশের পিরেনিজ্ব পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে বক্সজন্তর ছাল পরিহিত এক যাত্বকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর। এরূপ বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মান্ত্রের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজ্বও মনে হয় যে তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধ করতেন।

চিত্র-৩

জীবাদ্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন মানব শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাগু, ফ্রশিয়া, জার্মানী ও স্পেনের গুহাভ্যস্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের "মাছু পিছু" নামক ইঙ্কানগরীতে বহু সচ্ছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে প্রাচীন মাছ্ম্য করোটির ন্থায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আজু আশ্চর্য হ'তে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি মাছ্ম্যের বন্ধান্থি পাওয়া গিয়েছে। স্ক্তরাং স্বতঃই অন্থ্যেয় যে ধাতু আবিদ্ধারের বহু পূর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় মুগের মান্ত্রেরা যে সমন্ত প্রস্তরের



চিত্র ১—প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের এক বন্থ বুষের উক্কর অস্থি ভঙ্গ (প্লেইট্রোসিন যুগ)।



চিত্র ২—প্রাগ্-ঐতিহাসিক মান্ত্যের করোটিতে অর্দ (পেরু দেশে প্রাপ্ত)।



চিত্র ৩— অরিগনাসিয়ান যুগের এক যাতৃকর চিকিৎসক (পিরেনিদ প্রতের গুহাচিত্র)।



চিত্র ৪—প্রস্তর নির্মিত তীরবিদ্ধ মান্নথের বন্দান্থি (প্যাটাগোনিয়াতে প্রাপ্ত)

অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো মাহ্ব ও অস্থান্য প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে সক্ষম হ'ত।

हिख-8

নৃতত্ত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় স্ফটিক এবং কালক্রমে তাম ও লৌহের দারা নিমিত হয়।

করোটি ছিদ্রকরণ য়ারা হয়তো প্রাচীন মাস্থ্য করোটির অভ্যন্তর হ'তে শিরংপীড়া, মৃগীরোগ বা মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবতা বিতাড়ন করতেন। সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী প্রাক্ আর্য ভারতীয়গণও করোটি ছিদ্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের ক্বত ছটি ছিদ্রিত করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। মার মধ্যে একটি ছিল উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের (আস্থুমানিক ২৩৭৫ খুইপূর্বান্দের)। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া গিয়েছে হরপ্লা নগরীর সন্ধিকটে এক কবরে (আস্থুমানিক ২৩০০ ইইতে ১৭৫০ খুইপূর্বান্দের)।

চিত্ৰ-৫ ও ৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা মৃখ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের ঘারা বিকল্পে অর্থোপার্জন করতেন। এবেরস্ ও এন্ডউইন স্মিণ্ নামক প্রত্মতাত্তিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি ও ভেষজাদির তালিকা আবিদ্বার করেছেন।

চিত্র--- ৭

কবে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল
এখনও নিরূপণ করা যায়নি। অতিকথায় আট্লান্টিদ্ নামে এক বিশাল
সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি আতলান্তিক
মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিক হয়। কথিত আছে যে, এ ধ্বংসের
প্রাক্তালে কতিপয় আটলান্টিস্বাসী আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকৃলে উপস্থিত
হয় এবং কালক্রমে মিশর, স্থমেরীয়া ও প্রাক্ আর্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন
করেন। প্রপ্রাচীন ভারত, স্থমেরিয়া এবং মিশরে সভ্য মাম্ববের প্রাচীনতম
চিকিৎসাশান্ত্রের উদ্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাল্কের ঐতিহ

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান স্থসভ্য আখ্যাধারী युरताशीरागन हिन मञ्जूजात অन्तिषरीन अन्नकारत। मरहरक्षां मारता, रत्रश्रा 😙 তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খুষ্টজনোর অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মাতুষ সেথানে বাস করত। উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আছে স্থনিমিত বাসগৃহ, স্থানাগার ও পয়:প্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমৃদ্ধির অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রতীচ্যের বহু ঐতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্তু স্কটল্যাও-বাসী বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক ও ঐতিহাসিক পোকক তাঁর "ইণ্ডিয়া ইন গ্রীস" নামক পুত্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে স্থসভ্য ভারতীয়রাই প্রাচীন গ্রীক সভাতার জনক! আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসকেরা ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্বাণ্ডিনেভীয় ও কশিয় বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজকের। ইংরাজদের মত ভারত বিদ্বেধী মতবাদ পোষণ করতেন না। ক্লফ্মাচারী তাঁর "এমেজ অফ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, রোমক, স্বাণ্ডিনেভীয়, ফিনীসিয় ও ইংল্যাণ্ডের ডুইডগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এক প্রাচ্য সমুক্রের তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত আজেটেক নৃপতি মন্টিজুমাও মনে করতেন যে তাঁর পূর্বপুরুষণণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম ঘণা হিন্দু, বৌদ্ধ, দ্বৈন, ইছদী, পৃষ্ট, ইসলাম, জারস্তারীয়, কন্দুসীয়, দিণ্টো প্রভৃতির উৎপতিস্থান এশীয় মহাদেশের কোনও না কোনও স্থানে। উক্ত ধর্মসমূহ ঘারা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা কি স্থসভ্য মামুষ ছিলেন না ? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা প্রতীচ্যের সভ্যতার স্বপ্রগামী ?

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই যা হিন্দু, পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ম অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চর্ম উৎকর্যতা লাভ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কডিয়ার্ড কিপ্ লিং একদা বলেছিলেন "প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই তুইএর কখনও মিলন হবে না।" কিন্তু আন্ধ নডোচারণের যুগে উক্তিটি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এই মিলনের ফলে আমরা আন্ধ বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্টা থেকে উভুত, আমাদের ক্লষ্টির উৎস এক, আমাদের আশা, নিরাশা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক। মার্কিন মণীষী ওয়েন্ডেল্ উইল্কি হয়তো "এক মান্ত্র্য এক গৃথিবীর" অন্ত্র্রুগ কল্পনাই করেছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল। আদিম মাত্র্য এবং জন্তু জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অন্থপ্রাণিত হয়ে তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। কালক্রমে আদিম মান্থ্যের চিন্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে ধীরে ধর্মভীক্রতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল। প্রাচীন মান্থ্যের বিশাস হল যে রোগের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ডাইনীরা। মান্থ্যের মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং তারা স্বৃষ্টি করল অসংখ্য দেবতালাট্টা। পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেবজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মান্থ্যের ভগবতগোগ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেই চলল। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা তথন মান্থ্যের আয়ত্তে চিল না।

পরবর্তীকালের হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও স্ঞ্জনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র
পৃথিবীর সভ্য মান্থবেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কভিপয় ব্যক্তি আছেন সেই
তথ্যকে বিশ্বাস করেন না। কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত
নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল না। শিক্ষাপ্তক্রর মুখনিস্থত বাণী অন্থসরণ করতেন শিশ্ব
এবং শিশ্ব থেকে শিশ্বাস্তরে সেই বাণী প্রচারিত হত। আমাদের পূর্বপূক্ষদের
আরও একটি অস্থবিধা ছিল তাঁরা চিত্রের মাধ্যমেও বিশেষ কিছু ভবিশ্বতের
জ্বলো রেখে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য
প্রদেশের ভামলা পর্বতের ধর্মগিরিতে; চিত্রটি তাম্রযুগের মান্থবের আঁকা।
চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাম্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্ত মহিবের

স্থান করে বর্শা নিক্ষেপরত। স্কৃতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আমরা উক্ত চিত্র থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই ভাত্রযুগের মামুষ মানব হদয়ের অবস্থান ও কার্যকারিতাও জানতেন।

চিত্ৰ-৮

আর্থগণের ভারতে আগমণের বহু শতান্ধী পূর্বে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞাদারো, চান্ছদারো, হরপ্পা, রোপার এবং গুজরাটের লোখাল নামক ছানে এক স্থপভা জাতি বাদ করত। দেই জাতীয় লোকেরা তিগরীস ও অয়জ্ঞাতিস্ নদীর অববাহিকায় বদবাদকারী সভ্য এলামাইট, স্থমেরীয় এবং ভ্রম্যাদাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাদী মিনোয়ানগণের দমদাময়িক ছিলেন। দিন্ধুনদের অববাহিকার সেই সভ্য মান্থমেরা খুইজন্মের আন্থমানিক ৪০০০ বংসর পূর্বে যে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসরণ করতেন দে দম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ নেই। অবশ্য দিন্ধু উপত্যকায় আবিদ্ধৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে সমস্ত চিত্র ও লেখন খচিত আছে দেগুলি আজও সভ্য মান্থমের কাছে ছর্বোধ্য। দিন্ধুনদের মান্থমেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। জনস্বাস্থ্য দম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্বত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে।

চিত্র – ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

যথন আর্যরা সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তারা নিয়ে এলেন তাঁদের দেবতাসমষ্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধি ও প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কৃষ্টির অমুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মূল স্বত্রে পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে। প্রচলিত আছে যে, মানবজাতির স্বষ্টিকারী ব্রহ্মা পৃষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের বেদশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌথকভাবে ভবিম্বতে প্রবিত্ত হয়েছিল। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অমুমান করেন যে ঋগ্রেদ খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ঋগ্রেদের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা। সাম্বেদও মন্ত্রেদে ও ঋগ্রেদের সমধ্যী। পরবর্তীকালে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রোগের

িচিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংহিতা নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল।

বর্তমানে বহু প্রচলিত আয়ুর্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। সরল ভাষায় আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে শিয়া এবং শিয়া থেকে শিয়ান্তরে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তিদঙ্গত ভারতীয় চিকিৎদাশাস্ত্র খুইজন্মের আন্থমানিক ৬০০ বংসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে কায়চিকিৎসা (মেডিসন) ও শল্যতন্ত্র (সার্জারী) ঘূটি প্রধান উপথও ছিল। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজ্ঞাপতিকে চিকিৎসাবিতা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর স্থযোগ্য ছাত্র স্থর্যপুত্র অখিনীকুমার নামক যমজ লাতৃদ্বকে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অখিনীকুমারছয় স্থর্গের ভিষক্ ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। স্থর্যের প্রবল তেজ দহ্ম করতে না পেরে স্থর্গের পত্রী সংজ্ঞা তাঁর ছায়া মৃতিকে রেখে অখীরূপ ধারণ করে উত্তর মেক্ষতে পলায়ন করেছিলেন। স্থর্য সংজ্ঞার প্রবঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁর সহিত মিলিত হলেন। ফলে সংজ্ঞার অখিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। কাহিনীটি প্রাণ্ বৈদিক বা বৈদিক নয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অখিনীকুমারছয়ের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা। তাঁরা যে রোগ নিরাময়কারী দেবতা তা আরও পরবর্তীকালের কল্পনা।

ঝগ্বেদে তাঁদের "অধিষয়" বা "অধিনৌ" নামে অভিহিত করা হয়েছে।
ঝগ্বেদে ওঁদের আরও তুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে ধথা "দশ্র" ও "নাসত্য"।
ঝগ্বেদের দশ মওলের একশ উনিত্রিশ স্থককে "নাসদীয় স্থক্ত" বলা হয় কারণ
এই থণ্ডের দ্রষ্টা নাসত্য বা অধিনীকুমারছয়। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে,
অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অধিষরের নাম নাসত্য। ঝগ্বেদে ইন্দ্র, অয়ি ও
সোমদেবতার স্কতির পরেই অধিছয়ের স্থান। কথিত আছে যে, অধিষয়ের
একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা সর্বজগতকে পরিব্যাপ্ত করেন।

পাশ্চাতা পণ্ডিত ম্যাক্ডোনেল মনে করেন যে, অখিছয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ

প্রাক্ বৈদিক যুগে, পরবর্তীকালে তাঁরা বৈদিক দেবতায় রূপাস্তরিত হয়েছেন।
গোল্ডইয়ুকের ও হপ্কিন্স্ মনে করেন উষার পূর্বে আলোক-অন্ধকার অবস্থা
যে সময় আলোককে অন্ধকার হতে বা অন্ধকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন করা
যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই অম্বিদ্র । লৃড্ছিবগ্ মনে করেন
যে অম্বিদয় চন্দ্র ও স্থা । ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, অম্বিদয় উভয়
প্রাত্তকোল ও সন্ধ্যাকাল । হিবস্তেরনিৎস্ বলেন যে, অম্বিদয় অপরাপর
বৈদিক দেবতাগণের ভায় নৈশগিক ঘটনা হতে উভুত । তাঁর মতে গ্রীক
পুরাণে বণিত জিউস ও এরিনিস্ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন
ও দেশপিয়ান্ নামক ত্ই সস্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের পুরাণে

অশিষয় যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইন্ধিত বৈদিক শব্দতত্বে আছে। মুনিগণের মতে অশিষয় সর্বন্ধন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরন্ধন রদের দ্বারা পরোপকার করেন। ওল্ডেনবূর্গ বলেছেন যে, পরহিতকর কার্যের জন্মই অশিষয়কে দেবতাদের ভিষকরূপে কর্মনা করা হয়েছে।

চিত্ৰ-১৪

কিথ্ ও ম্যাক্ডোনেল্ নামক পণ্ডিত্বয় বলেছেন যে অশ্বিনীকুমার ভাত্বয় রোগগ্রন্ত অক্ষছেদন এবং রোগগ্রন্ত অক্ষিণোলক উৎপাটন করতে পারতেন। ছগো ভিঙ্কলের নামক প্রখ্যাত জার্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোচিয়া প্রদেশের বোঘাজ্কিও নামক ছানে খনন কার্য করে মৃত্তিকা ফলকের উপর বানম্থী লিপিতে লিখিত বহু পুন্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের নাম পেয়েছেন এবং ইহা ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎদা চিন্তাধারাও উক্ত

স্থানাং খৃষ্টজন্মের ১৬০০ বংসর পূর্বে বোঘাজ্কিওতে বসবাসকারী মিতাশ্লী-গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অখিনীকুমারছয় ঈশরক্লের প্রধান ইন্দ্রকে চিকিৎসাবিভা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে সর্বপ্রথম ভরঘাজ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিভা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে

চিত্ৰ—১৫

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মৃনিগণকেও ভাত্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

শাদের মধ্যে অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অস্থান করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তাঁর "চরক সংহিতায়" বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরু আত্রেয়কে সদাই অস্থুসরণ করেছেন।

চরক কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়ু, পিও ও কফ এই তিনটি মৌলিক উপাদান ঘারা (ত্রিদোষ) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অন্ধুসারী ছিলেন। চরক অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন ঔষধিগুণবিশিষ্ট লতাগুলু সংগ্রহ করে চিকিৎসাবিভায় প্রয়োগ করতেন।

চিকিৎসাবিতা শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন। শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত। স্থরা, নারী, পরকুৎসা, মৃগয়া, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আদক্তি থাকলে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাত হবে।

ठिख--- ३७

অপর এক কিংবদস্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্র ধন্বস্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র
আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক স্থশ্রতের শিক্ষাগুরু। অতি
পরিতাপের বিষয় যে মূল আয়ুর্বেদের কোন পুতৃক আজ আর বর্তমান নেই।
কিন্তু চরক ও স্থশ্রত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয়
পাই। আনুমানিক খৃষ্টজন্মের ১০০০ বংসর আগে ঐ সংহিতা ছটি রচিত
হয়েছিল।

স্ক্রত সংহিত। শল্যচিকিৎসাধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিৎসাধর্মী। উভয় পুশুকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসন্ধত চিস্তাসমন্ধ। উভয় পুশুকেরই মূল প্রণেতাগণ কুসংস্কারাবন্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিভাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। স্ক্রুত সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে , সমাদৃত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ ভিন্কু চিকিৎসক স্কুলত সংহিতার আমূল সংস্করণ ও সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত স্কুলত সংহিতা উক্ত সংস্করণেরই প্রতিলিপি। স্কুলত সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অমুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষণরত্ব ভাতৃড়ী মহাশয়। গ্রন্থটি এখনও সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সমাদৃত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও ভেষজশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। বিংশ শতান্ধীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার দারা থণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি "ভারতীয় নাসিকা গঠন শল্যতন্ত্র" (ইণ্ডিয়ান রাইনোপ্রাষ্টি) নামে পরিচিত।

চিত্ৰ-১৭

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম মান্তুষের শরীরের এক স্থান হতে অন্ত স্থানে চর্ম স্থানান্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

স্ক্রণত তাঁর রচিত "স্ক্রণত দংহিতা" নামক পুস্তকে শলাচিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, ধাত্রীবিজ্ঞা, জীববিজ্ঞা, চক্সুরোগবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক শল্যচিকিৎসাযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। দেগুলির মধ্যে বৃদ্ধ যন্ত্র আধুনিক্যুগের শল্য যন্ত্র নির্মাণের পথ প্রদর্শক।

চিত্র—১৮

স্প্রত-এর কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্ম এক অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছুরিকার দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ না করে মৃতদেহ কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখা হত। ধীরে ধীরে শবের পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে ছাত্ররা শারীরস্থান বিভান্ন জ্ঞানলাভ করত। স্ক্রশুতই উপরিউক্ত অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবক।

স্ফ্রান্ড শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন
বথা:—(১) ছেদন (এ্যাম্পুটেশম্), '২) ভেদন (এক্শিসন্), (৩) লেখন
(ক্রেপিং), (৪) এক্রন (প্রোবিং), (৫) আহরণ (একস্টাক্শন্),
(৬) বিশ্রবণ (ড্রেনেজ) এবং (৭) সীবন (স্থ্যচারিং)।

বৌদ্ধর্গে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভৃত উন্নতি হয়েছিল। বৃদ্ধদেব স্বয়ং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁর শিশ্বরা রোগগ্রস্ত হলে পরিচর্ষা করতেন। তাঁর স্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং মন্তিজ্বের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎজিং

हिख-->

বলেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা সহক্ষে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধমূণের

চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদ এর অহুসারী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরাও আয়ুর্বেদোক্ত "ত্রিদোষ" মতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন।

প্রতাত্তিক বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ স্থূপে একটি গুপ্তযুগের লিপিতে লিখিত পাণ্ড্লিপি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই লিপিতে বৃদ্ধদেবকে "ভেষজগুরু" নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি "ভূ-গুরু" এবং বর্তমান জাপানেও তিনি "ইয়াকুশু নিওরাই" বা গুরুদেব নামে পরিচিত।

ইংজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুর্বেদের মতবাদ অমুদারে রোগের চিকিৎসা করা হত।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রাহুল ও তাঁর বিখ্যাত শিশু সম্রাট অশোক বহু আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন **एत्या दोक्सर्य क्षेठार**तत महन महन वायुर्दम् छ स्मरे ममस एत्या क्षेठातिज হয়েছিল। ছই হান্ধার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিৎসা পুস্তকে ঔষধকে বলা হয়েছে "উষদ" এবং "ত্রিদোষ" "ত্রিনাড়ী" নামে অভিহিত। চৈনিক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যস্ত তিব্বতে আয়ুর্বেদামুগ চিকিৎসা করা হত। লাসার "চাকপোরি" চিকিৎসা বিছালয়ে তিব্বতী ভাষায় অমুদিত বহু সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে। তক্সধ্যে "ঋণিউদ্বিজ্ঞ" অর্থাৎ "চ**তু**র্তন্ত্র" উল্লেখযোগ্য। পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাণ্ড্লিপির আর কোনও অন্তিত্ব নেই। তিব্বত থেকে আয়ুর্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম দাইবেরিয়া পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছিল। চীন দেশের সিংকিয়াংএর "কুম্বুম্" বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মঙ্গোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও বহু অনুরূপ চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, মঙ্গোলিয়ার উগ্রা, কি আখতা ও কোবোদো, বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী সংস্কৃত ভাষাভাষী বুরিয়াৎ দেশ, ভরা তীরবর্তী কালমূক্-দেশ, মাঞ্চদেশের ৎদিৎসিথার, কোকোনর এবং লাসা থেকে চিকিৎসাবিচা শিক্ষার মানদে আসতেন ৷

লেনিনগ্রাদ-এর বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউজ্জ মঙ্গোলীয় বিভালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুথারিণ, রাইকোভ, আলেক্সি টলষ্টয় এমন কি যোশেফ্ গুালিনও।

বৃদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও স্থশ্রুত সংহিতার সময়য়য় "অষ্টান্দ সংগ্রহ" নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তার পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট "অষ্টান্দমন্দম সংহিতা" নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে চরক সংহিতা, স্থশত সংহিতা ও অষ্টান্দ সংগ্রহকে একত্রে "বৃদ্ধত্রয়ী" নামে অভিহিত করা হত।

অষ্টম খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য "নিদান" নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় নিদানশাস্ত্র (প্যাথলজী) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্ষতার জন্ম উক্ত গ্রন্থটিও চিত্র—২০

পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে মাধব নিদানশাস্ত্রে, ভাগভট বিধান-এ, স্কুশ্রুত শল্যতন্ত্রে এবং চরক কায়চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক এক দিক্পাল। ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার বা মাধবাচার্য রোগ নিদানশাস্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়ভুক্ত করেছিলেন। "মস্ক্রিকা" বা বসন্ত রোগের উপর তাঁর জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবত্য। বোড়শ শতকে ভাবমিশ্র "ভাবপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে "নিদান" গ্রন্থটির পুনর্সম্পাদনা করেছিলেন। উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ "নিদান", "বদন্" ও "ইয়েদান" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অন্থবাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণদী নগরে চিকিৎসাবিত্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁর থ্যাতি দিকে দিকে এত ব্যাপ্ত হয়েছিল যে তাঁকে তৎকালীন চিকিৎসা জগতের মধ্যমণি বলা হত।

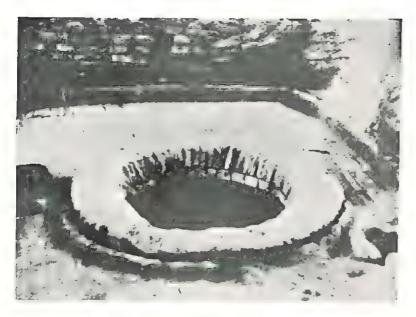
ठिक-२३ ७ २२

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিকগণ খৃইজ্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদ্ধিতা লাভ করেন। সেনম্বাং (৩০০০ খৃঃ পৃঃ) নামক চৈনিক নূপতি অবসর বিনোদনের জন্ম চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন। "পেন্ সাউ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তিনি বহু উষধের ব্যবহারবিধি লিথে গিয়েছেন। খৃঃ পৃঃ ২৬৫০ অবদে হোয়াংতি নামক অপর এক চৈনিক নূপতি "নাইচিং" নামক একথানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ



চিত্র ৫— ভারতের ব্রুয়োম-এ প্রাপ্ত দছিদ্র করোটি (আজ্মানিক ২৩৭৫ গৃঃ পৃঃ—ভারতীয় নৃতত্ব সংস্থার সৌজ্যে প্রাপ্ত)।



চিত্র > – মহেঞ্জোদারো-এর কুপ।



চিত্র ১০ —মহেক্ষোদারো-এর জনসাধারণের স্বানাগার।

গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত হৃদ্দস্ত ছারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়।
কিন্লাং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা
সংকলন রচনা করেছিলেন। আয়ুর্বেদের পঞ্চভূতের ন্যায় তিনি বলতেন যে,
মানবশরীর মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কাঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান ছারা
গঠিত।

একথা অবিসংবাদিত যে, বৌদ্ধযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রভাবান্থিত করেছিল। বৌদ্ধ তীর্থন্ধর বা ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে হুর্গম হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম পরিক্রমা করে তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূথণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে বৌদ্ধর্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে উহা জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় শাস্ত্রসমূহও উক্ত দেশসমূহে প্রবর্তিত হয়। চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎসা-শাস্ত্রে সেইজন্ম এংনও আয়ুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান।

বর্তমান জগতের চিকিংদাশাম্রে বহুল প্রচলিত স্থাচিকাবিদ্ধকরণ (এয়াকুপাংচার, সংস্কৃত: অকুশ, অঙ্কুশ = স্থাচিকা; লাতিন: আয়কুশ = স্থাচিকা) প্রাচীন চৈনিক চিকিংদাশাম্রের অতি বিশিষ্ট অবদান। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ দারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবদাদ ঘটানো যায় এবং সেই সকল স্থানে বেদনা নিরোধিত হয়। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ দারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। স্থাচিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবদাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর মেল্জাক্ ও ওয়াল্ নামক ছই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত স্থাচিকাবিদ্ধণের কলে সাম্য়িকভাবে মেক্রমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়্ সংযোগস্থলে কপাটিকা বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে (গেট কন্ট্রোল)। উক্ত ঘটনার ফলে বেদনার অন্থভ্ডি স্নায়্রজ্জ্র মধ্য দিয়ে মেক্রমজ্জার মাধ্যমে মন্ডিক্ষে প্রবেশ করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অন্থভ্ডি বিলুপ্ত হয়।

জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বছকাল ধরে অজ্ঞাতবাদের ফলে প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সধ্যে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের সর্বস্রেষ্ঠ জাপানী শল্যচিকিৎসকের নাম সেইস্থ হানাওকা (১৭৬০—১৮৩৫)। তিনি হিরায়ামা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তথাকথিত এক প্রতীচ্য শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে সেইস্থ কিয়োতো শহরে
চিত্র—২৩

চৈনিক চিকিৎসাবিত্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শল্যবিত্যাভ্যাস করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও মুরোপীয়কে জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাকি বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল। ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবৃতিত চিকিৎসা-শাস্ত্রকে "রাঙ্গাকু" নামে অভিহিত করা হত।

সমসাময়িক কালের "রাঙ্গাকু" পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর তুই পণ্ডিতের নাম ছিল যথাক্রমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু মাইনো। রাঙ্গাকু চিকিৎসাবিছা প্রচলিত থাকা সন্থেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রই জাপানে পরম সমাদৃত ছিল। প্রতীচ্য চিকিৎসাবিছায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক চিকিৎসাবিধি অন্থগরণ করতেন। সেইস্থর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্রক্ত হয়া তো-এর ঘনির্চ অন্থসারী ছিলেন এবং স্বীয় উদ্থাবিত এক প্রকার অবচেতক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীর দেহে তুরুহ অস্ত্রোপচার করতেন। সেই বিখ্যাত ও ফলদায়ী অবচেতক ঔষধের নাম"ৎস্থসেন্সান্"। ঔষধটি দাতুরা, প্রাকোনাইট, আংগেলিকা দাহুরিয়া, আংগেলিকা দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্ ওয়াল্লিচি ও আরিসেইমা জাপানিকুম্ প্রভৃতি ভেষজের এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত সমস্ত ভেষজের গুণাবলী ভেষজ বিজ্ঞানে স্থারিজ্ঞাত।

চৈনিক স্থচিকা চিকিৎসার অমুকরণে প্রাচীন জাপানে "মোস্কা" নামক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। উক্ত চিকিৎসায় স্থচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে বেদনা উপশমের জন্ম শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিষ্ধারা ফোস্কা স্থাষ্ট করা হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত "গুল" দেওয়া বা ফোস্কা চিকিৎসা প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎসা "কাউন্টার ইরিটেশান্ থেরাপি" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ম দেখে সত্যিই বিশ্বিত হতে হয়। এ্যাডমিরাল পেরী নামক মার্কিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উদ্ভরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পারদশিতা অর্জন করেন। আজকের পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজ্ঞনক। আজকের জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিভার পাঠ্যপুত্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্রগণ্য।

প্রাচীন খ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা খ্যামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৬৪৫ খৃষ্টান্দে সিমে ছ লা লুবে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা যায়। তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী 'আয়্থায়া' বা অযোধ্যা নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম খ্যামদেশীয় চিকিৎসা পুত্তক সপ্তদেশ শতকে সংকলিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মত প্রাচীন শ্রামদেশীয় চিকিৎসাবিতা। গুরুর মৃথ নিঃস্টত বাণী থেকে শিশুদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে উক্ত বিত্যাধারার কিয়দংশ থমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিথিত হয়। পরবর্তী-কালে ঐগুলি মূল থাই ভাষাতেও অমুদিত হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত লাতিন ভাষার ত্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা প্রম সমাদৃত ছিল। থাইভাষার চিকিৎসা পৃত্তকে ভগবানবৃদ্ধের চিকিৎসক জীবক জীবক কোমারবচ্চ" নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিত্যাও ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অমুকরণ মাত্র।

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিংশাস্থের প্রবর্তন করেন সমাট চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপদ্ধী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রতীচ্যের এবং মার্কিন দেশের বহু চিকিৎসককে তিনি ধাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। রাজকোষপৃষ্ট আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের।

স্থমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাল্ত

স্মেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্রাতিস্ নদীর তীরবর্তী উর নামক নগরে। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২০০০ বংসর পূর্বে স্থামেরীয় সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। স্থামরীয় সভ্যতা আদিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। উর নগরের প্রত্নাত্তিক খননের সময় বহু বানমৃথী লিপিতে লিথিত মৃত্তিকাফলক ১৬ চিকিৎসা শাস্ত্র

আবিষ্ণত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে স্থমেরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাশুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পৃঃ) তাঁর শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তীকালে "হাশুরাবীর নির্দেশ" নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাতা রোগীর চিকিৎসার বায় এবং দরিস্রের চিকিৎসার বায়ের পরিমাণও স্থির করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্ বলেছেন যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবদা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎস্ক ও সচেতন ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ শ্বানে এনে রাথতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক রোগীটিকে লক্ষ্য করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও চিকিৎসা করতেন।

চিত্র-২৫ ও ২৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা-ব্যবসা করতেন। ইমহোটেপ্ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিৎসক ও স্থাপত্যবিভাবিদ।

ba-29

শাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্ ও ইমহোটেপ্ অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্য শক্তর প্রভাবের রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস ক্ষম্ন করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এডুইন স্মিথ্ ও এবের্দ্ কর্তৃক ব্যাখ্যাক্বত প্রাচীন মিশরীয় ভূজ্জপত্র লিখনে অহিফেন্, হেমলক্, তামঘটিত লবণ ও এরও তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খুইপূর্ব ৫২৫ শতকে পারদিকগণ মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাইদ্ নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসা বিভালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুস্ উক্ক বিভালয়ের

যুগে যুগে ্১৭

ভূমদী প্রশংসা করেছেন। পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিডোনিয়ার আলেকজাগুরে মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তীকালে গ্রীক পঞ্জিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে সক্ষম হন। এক গ্রীক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত প্রস্তরনিপির সাহায়ে পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের স্থবিধা হয়। উক্ত প্রস্তরনিপি নীলনদের মোহনার নিকটবর্তী রোজেটা নামক স্থানে এক ফরাসী সৈত্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। উক্ত মৃগান্তকারী আবিষ্কার না হলে আজ মহেঞ্জোদারো লিপির মত মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে ষেত। ইসলামধর্ম চিত্র—২৮

প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং সমগ্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকা তাঁদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন মিশরীয় হামিট্ সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তংকালীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রও মিশরে প্রবর্তিত হয়।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহত জ্ঞানের সমন্বয়ে প্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদ্বীপবাসী স্থ্সভ্য মিনোয়ানগণ এবং স্লিডিয়বাসীগণের নিকট তাঁরা এই বিছা শিক্ষালাভ করেন। সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী প্রাক্ আর্যগণের মত মিনোয়ানগণও ছিলেন নির্মাণকুশলী। তাঁরা পয়ংপ্রণালী, জলসরবরাহ প্রণালী এবং স্পানাগার নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় অতি পারদর্শী ছিলেন।

খুইজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রীকগণ মিনোয়ানদের স্থরম্য ট্রন্থ নগরী ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন বছ নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্র এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তাঁরা চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী। তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনভাউর) চিরণকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোকক্-এর মতে এই নরাশ্বরা মায়্মুষ্ব ছিলেন এবং জভ্যন্ত অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তাঁরা নর ও অশ্বের সাম্মিলিত

এক অন্ত জীব। তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাখদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকা-নির্বাহের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়েছিলেন। "দেনতাউর", শন্ধটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পোকক্ আরও বলেছেন যে ঐ শন্ধটি মূলতঃ 'কান্ডাউর' বা "কান্দাহার" শন্ধটির অপলংশ।

চিরণ নামক নরাশ্ব এ্যাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইয়াসাং, এ্যাকিলেস ও ইস্কুলাপিউদ্কে শল্য চিকিৎসা শিক্ষা দেন। বার্লিন মিউজিয়াথে চিত্র ২৯ ও ৩০

রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তাঁর সহযোগী পার্ট্রোঙ্কুমএর বাম হন্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন। খৃইজ্বন্মের ৪৯০ বংসর পূর্বে
চিত্র ৩১

ইউফ্রোনিয়দ নামক চিত্রকর ঐ চিত্রটি অন্ধন করেছিলেন। আকিলিস-এর সহযোগী ইস্কুলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা প্রনটো কর্ষাবশতঃ আকিলিস্কে হত্যা করেন। গ্রীকগণ ইস্কুলাপিউসকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর শ্বতিরক্ষার্থে "আস্কেলেপিয়া" চিত্র—৩২

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদেশের এপিডাউরুস্ নগরে এখনও একটি আস্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

আন্ধেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহার্য, অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি সরল প্রক্রিয়ার দারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্ক্রাপিউসের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করত এবং চিকিৎসার জন্ম নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত। চিকিৎসকগণ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই সর্পদারা

চিত্র—৩৩ ও ৩৪

চক্ষুরোগগ্রন্তের চক্ষু লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্ম নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে দিসিলির পালের্মো, ইতালীর নেপ্লস্, দাদিনিয়ার ক্যাল্গারী ও অম্বিয়ার ষ্টিরিয়া প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল দাধারণতঃ প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্যময় পার্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অস্তঃসন্থা মহিলা ও Bate. 16-4-87 Acc. No. 3944



চিত্র ১: —মহেঞােদারো-এর পয়:প্রাণালী।



চিত্র ১০ মতেভোলারো-এর শৌচাগার।



চিত্র ১৩ -- মহেঞাদারো-এর উচ্চ জ্লাধার।



চিত্র ১৪—অধিনী-কুমারদয় (চিদাম্বরম্ ১৩শ শতক)।



চিত্ৰ ১৫—'ব্যাত্ৰেয় (লালগুড়ি, ১১শ শতক)



চিত্র ১৬ – ধন্বভরি।



চিত্র : ৭—ভারতীয় নাদিকা পুর্নগঠন শৈলী

মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না। বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, বাদগাষ্টাইন ও লুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাদেও অন্থরপ বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। তৎকালীন চিকিৎসকগণ স্বপ্ন ও মনঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং উক্ত সমীক্ষা দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন। বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগ্মৃত ক্রয়েডও স্বপ্রসমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন।

গ্রীক চিকিৎদাশাস্ত্রে ইরোফিলোস্ বা হেরোফিলোস্-এর নাম অতি
বিখ্যাত। খৃষ্টজন্মের ৩০০ বংসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল না
থাকিলে বিজ্ঞান, শৌর্য, ঐশ্বর্য এবং বাগ্মিতা সবই বার্থ"। গ্রীক
চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় না করে কখনও রোগীর চিকিৎসা করতেন না।
তাঁরা আমুমানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন না।
বর্তমানে প্রচলিত "ফিজিসিয়ান" (কায়চিকিৎসক) শব্দটি গ্রীক "ফুসিস্"
অর্থাৎ নিস্গতিত্ববিদ্ধার্থকে উদ্ভূত।

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশাম্বে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপক্লবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামন্ (এলাচ্) এবং সিসেম্ (তিল) গ্রীক চিকিৎসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন মুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভ্রত্তের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় কাপ্লাদেচিয়ার স্নিডিয়া নামক স্থানে আহুমানিক খুইপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্নিডিয়া শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি ছিল। প্রত্নতাত্তিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে

চিত্ৰ-৩৫

মিতারীগণ প্রবৃতিত চিকিৎসা শৈলী শিক্ষা দেওয়া হত। স্থতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্লোক্তাতস মিতারী প্রবৃতিত চিকিৎসাশাস্ত্রের দারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা হিপ্লোক্রাতেস স্লিভিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

কোসদ্বীপের চিকিৎসা বিদ্যালয় স্মিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল। অন্তমান করা হয় যে খুইপূর্ব ৬০০ শতকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

চিত্র--৩৬ ও ৩৭

কবি হোমার প্রণীত 'ইলিয়াড" কাব্যের টোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে যে, ১৪৭ জন আহত দৈন্তার মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মৃথে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে উদ্ভূত। সাধারণতঃ পিতা বা পিতৃব্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তারা বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন এবং কিছুকাল বিনামৃল্যে চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। থ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তারা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে মথেই সম্মান করত কিন্তু বিঘানসমাজে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা উপভোগ্য ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক স্থনাম অর্জন করলে নিকটম্ব নগরীর বাদিন্দাগণ পারিতোষিক ঘারা তাকে প্রলুক্ক করে নিজনগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমৃক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে দিত।

আথেন্স শহরের বহু লজ্জাশীলা রোগাক্রান্ত। গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা না করায় অকালে মৃত্যুম্থে পতিত হতেন। আগ্রোডিন নামক এক গ্রীলোক তাঁদের তৃঃথে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশিক্ষালাভ করেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে গ্রীলোকদিগের চিকিৎসা করতেন।

পিথাগোরাস, এ্যালেক্মেয়ন ও এম্পিডোক্নেস্ দার্শনিক হওয়া সত্তেও অত্যন্ত চিকিৎসাবিভোৎসাহী ছিলেন। পিথাগোরাস্ (৫৮০-৪৯৮ খৃ: পৃ:) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। গ্রীসের সামোস্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন। পোকক্-এর মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "বৃদ্ধগুরু" বা মহাজ্ঞানী। কথিত আছে যেন্তিনি চিকিৎসাবিভা শিক্ষার জন্ম ভারতও পরিভ্রমণ করেছিলেন। মহুন্মেতর পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর স্থ্যোগ্য শিশ্ব ক্রোটনের এ্যলেক্মেয়ন্ (আহ্মানিক খৃ: পৃ: ৫০০) শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং চক্ষ্ণ, স্বায়্ ও কর্ণ প্রণালী বা "ইউষ্টাথিয়ান" নলও তাঁর আবিদ্ধার। তিনিঃ বলতেন যে, মন্তিদ্ধে বৃদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোক্নেস একটি বন্ধ

জ্লাশয়ের জল নিঙ্কাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। এম্পিডোক্লেম মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির এট্না আগ্রেয়গিরির গহ্বরে লক্ষ্যন করে আত্মহত্যা করেন।

গ্রীক চিকিৎসাজগতের স্থবর্গযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত ইপ্পোক্রাতেস ইরাক্লিদে বা ইপ্পোক্রাতেস ই কোস্ অর্থাৎ কোস দ্বীপের ইপ্পোক্রাতেস বা বছজন পরিচিত হিপ্পোক্রাতেস। তাঁকে আজপু প্রতীচা চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক মনে করা হয়। তাঁর জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্থিডিয়া, গ্রেস, থেসালী, ম্যাসিডোনিয়া ও আথেস প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

চিত্র-৩৮ ও ৩৯

উক্ত বৃক্ষের অধন্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্লোক্রাতেস লিখিত পৃস্তকের শতাধিক অম্পুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের আলৌকিকতা অগ্রাহ্ম করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমৃক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাক্ষতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ পদার্থ বছল প্রস্তবণে স্নান করতে উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে নল সাহায়েে পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচ্য খাঘ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তদমুরূপে হিপ্লোক্রাতেস রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাঘ্য পরীক্ষা করতেন।

হিপ্লোক্রাতেদের সমগ্র মতধারা সংকলিত হয় "করপুস্ হিপ্লোক্রাতিকুম্"
নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি থণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত। মনে
হয় ঐগুলির মধ্যে সামান্ত কয়েকটি হিপ্লোক্রাতেস কর্তৃক স্বহন্তে লিখিত।
হিপ্লোক্রাতেদের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যস্ত সীমিত। তাঁর কার্যকাল
৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের অধিকাংশ সময়ে ব্যপ্ত ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের
চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্ত শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি
খ্রেস, আব্দেরা, দেলোস্, প্রপন্টিস্, লারিসা, মেলিবোইয়া এবং আথেন্স প্রভৃতি
স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পৃঃ লারিসা

শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তাঁর দুই পুত্র থেদালুদ.
ও ডেকন এবং জামাত। পলিবৃদও চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং তাঁরাও এক
শহর থেকে অন্য শহরে চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করার জন্য পরিভ্রমণ করেন।
গ্রীক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অ্যারিস্টটল্ তাঁদের সম্বন্ধে এবং এ্যাপোলোনিউদ,
দেখিপ্ল্ল্ম ও প্রাথাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিথে
গিয়েছেন।

চিত্ৰ--৪'০ ও ৪১

হিপ্পোক্রাতেদের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হত: "আমি এ্যাপোলো, ইস্ক্লাপিউন, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাণ্ডলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাঁদের ঋণ শোধ করব।

গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতা জ্ঞানে স্নেহ করবো এবং যদি তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাঁদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিশ্রগণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

আমি রোগীকে ষথাদাধ্য দাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না।
আমি কাহাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব
না। আমি কোনও নারীর গর্ভপাত করাব না।

আমি পাথ্বরীর জন্ম অস্ত্রোপচার করব না। গারা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী তাঁদের নিকট পাথ্বরীগ্রন্থ রোগীকে প্রেরণ করব।

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিস্তা করব না। রোগী গৃহের কোনও গ্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না।

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করব না।

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর আমার মঙ্গলসাধন করবেন, অন্তথায় আমার দর্বনাশ হউক।"

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও প্রম সমাদৃত ছিল এবং যে কোনও ধর্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসকগণ শপথান্ত্রগ আচরণ করতেন। কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কথনই পাঠ করান হয় না। হিপ্লোক্রাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, "সিথিয়গণের ধারণা অনুযায়ী বিকলাঙ্গতা ঈশ্বর প্রদন্ত, কিন্তু আমি দেরপ মনে করি না"।

হিশ্লোক্রাতেস কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর মুখাবয়বের অপূর্ব বর্ণনা আজও পৃথিবীতে "হিশ্লোক্রাতিক ফেসিস্" নামে স্থপ্রচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মৃতপ্রায় রোগীর নাসিকা অতি তীক্ষ্ণ, চক্ষু কোটরাগত, করোটির পার্যবর্তী মাংসপেশী সম্কৃচিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা ব্যতীত কপালের চর্ম শুরু এবং সমগ্র মুখের বর্ণ হরিতাভ ও বিষয়"।

হিপ্লোক্রাতেসের দেহ বিজ্ঞান, নিদানতত্ব এবং শারীরস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যস্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসকগণেরও উক্ত জ্ঞান অত্যস্ত সীমিত ছিল। হিপ্লোক্রাতেস মনে করতেন যে, শরীরের স্বস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্লোক্রাতেসের উক্ত ধারণা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা "ক্রিদোষ"-এর মত তিনিও বিখাস করতেন যে, মার্ম্বের শরীরের তিনটি প্রধান রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত। তিনি বলতেন যে, রোগীকে স্বস্থ করতে হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং ঐ "ত্রিরস"-এর সাম্য ঘটাতে হবে। এই সামান্ত লিখনের মধ্যে হিপ্লোক্রাতেসের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা করা ত্বংসাধ্য।

শুলা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি গ্রম্থে হিন্নোক্রাতেস লিথেছেন যে, শলাচিকিৎসা স্বষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ঠ সংখ্যক সহকারী, শল্যমন্ত্রাদি ও উপযুক্ত
আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে
অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা অস্থচিত। বৃদ্ধগণ অনশন সম্থ
করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছুল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশকা
আছে। কতকগুলি রোগের প্রাহুর্ভাব ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
যেমন শীত ঋতুতে ফুসফুসের ঝিলিপ্রদাহ, স্দি, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের
আধিক্য দেখা যায়। সাবারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বংসর বয়সের মধ্যেই
যক্ষারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জ্বরগ্রন্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা
বিবরণী রেখে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে
জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আব্রিক জ্বাক্রাস্তা (টাইফয়েড্ড্)।

হিপ্পোক্রাতেদের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর আরিষ্টটল-এর (৩৮৪-৩২২ খঃ পৃঃ) মতবাদ প্রাধান্ত লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎদাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন চিত্র—৪২

না, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর অসামান্ত দখল ছিল এবং বহু পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উত্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়া-কলাপ রক্ত, শ্লেম্মা, পীতপিত্ত ও ক্বফপিত্ত নামক চারিরসের সমন্বরে পরিচালিত হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দ্বিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করতেন।

আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র

আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বংসর। মৃত্যুর প্রায় একবংসর আগে নীলনদের উর্বর বদ্বীপে তিনি ভবিয়াত আলেকজান্ত্রিয়া নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি সোটের (৩২৩ - ২৮৫ খৃঃ পৃঃ)। টলেমি ছিলেন অত্যস্ত গুণগ্রাহী এবং তিনি মুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্তিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আলেকজান্তির চিকিৎসা বিভালয়ের শারীরস্থান বিভার শিক্ষক ছিলেন হেরোফিল্স (ইরোফিল্স) ও এরাসিক্তাত্স। হেরোফিল্স জনসমক্ষে মামুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁর মতে মন্তিক্ষ মানবদেহের গতি সঞ্চালন, স্পর্শচেতনা, বৃদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। তিনি মন্তিদ্ধকে বৃহৎ মন্তিদ্ (সেরিত্রাম্) ও ক্ষুদ্র মন্ডিফ (সেরিবেলাম্) এই ঘুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর আবিষ্ণৃত মন্ডিষের শিরাচক্র (টরকিউলার হেরোফিলি) আঞ্জন্ত শারীরস্থান শাস্ত্রে স্থপরিচিত। এরাসিস্তাতুস ছিলেন মস্তিক্ষের গঠন ও কার্য-কারিতা দম্বন্ধে বিশেষ অন্নুদন্ধিৎস্থ। তিনি মনে করতেন মানব মন্তিক্ষের গঠন মহয়েতর প্রাণীর মন্তিক্ষ থেকে ভিন্ন এবং মন্তিক্ষের প্রকোঠের আভ্যস্তরীণ "মন্তিঙ্ক বারি" (সেরিত্রো স্পাইনাল ফুইড্) স্বায়্-রজ্জ্র মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পেশী সঙ্কৃচিত করে। প্রায় ছই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজাক্রিয়া অধিকারের পর (৫০ খৃঃ পৃঃ) উক্ত চিকিৎসাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র

রোমানরা প্রধানত: গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিতা শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করতেন না। রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের অধিকাংশ স্থানে ছিল স্থনিমিত প্রঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের (এ্যাকুয়াডাকট্) ব্যবস্থা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্ম ছিল রাজকোষে নিযুক্ত চিকিৎসক। খুইজন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুশবাসী গ্রীক চিকিৎসকগণের শ্রণাপন্ন হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতীক স্বরূপ একটি পবিত্র সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেণ্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয়। এ দ্বীপে চিল একটি আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেণ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা করেছিলেন। রোমক সৈত্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। নেপ্লস্-এর নিকটবর্তী পম্পেই শহরেও অমুরূপ হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেস নামক এক গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভৃত উন্নতি করেন। রোমক চিকিৎসা জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভব। ক্ষুত্র এশিয়ার পেরগামুম শহরে দর্শনশাস্ত অধ্যয়ন করে, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের চিত্ৰ -- ৪৩

জন্ম তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান এবং ২৮ বংসর বয়সে এক পেশাদার মলযোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসাবে জীবনারস্ত করেন। কিছুকাল পরে তিনি
রোম শহরে বসবাস আরস্ত করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রাস্তে তাঁকে স্বল্পকালের
জন্ম বাম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সমাট মার্কুস আউরেলিয়ুস তাঁকে
সসমানে রোমে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বদ্ধে
বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কার্যকালে রোম সামাজ্যে মানবদেহ
বাবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি মন্থুল্লেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ
করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হুৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও সম্প্রান্থরের ফলে
শ্রীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতম্য স্বষ্ট হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত
হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত
হৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শাস্বরের মধ্যে
প্রার্ম ৮০ থানির অন্তিষ্থ এখনও বিগ্নমান। গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন যে,

শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মৃথ্য রস দ্বারা পরিচালিত। প্রচুর স্থ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও শিশু গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অবদ মহামারী রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুথে পতিত হওয়ায় জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংদোন্যুথ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাণ্ডের নর্ধাধিত্রা, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্ ও ভিয়েনার নিকটবর্তী কারমুন্ট্রম্ নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা "ভ্যালেটুডিনারিয়া"র ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইন্থদি চিকিৎসাশাস্ত্র

বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রোগযন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিশাপ মাত্র। প্রাচীন ইছদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্ম জনসাধারণ পুরোহিতদের শরণাপন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে ম্নার নির্দেশ মেনে চললে মান্থ্য কথনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইছদি পুরোহিতগণ মহামারীর চিকিৎসায় স্থদক্ষ ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন। ইত্দি পুরোহিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই তার শিশ্লের চর্মছেদন করা হত। কালক্রমে উক্ত প্রথা মুসলমানগণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতাত্তিকগণের মতে শিশ্লের চর্মচ্ছেদন করলে শিশ্নের মৃত্তে কর্কটরোগ হয় না। সত্যই প্রমাণিত হয়েছে বে, ইহুদি ও ম্নলমানগণের মধ্যে শিশ্নের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকাদ্-এর পুস্তকে দ্যিত খাছা, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব ব্যবস্থা, ঋতুস্রাব ও সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বছ তথ্য আছে। শ্করের মাংস হতে অল্লেও দেহে ভয়াবহ কৃমি রোগ হয়, এজন্য উক্ত পুত্তকে ইহুদিদের পক্ষে শৃকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলমান ধর্মেও উক্ত নিয়ম আজও অহুসরণ করা হয়। ইতদি চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে স্বস্থ জনসাধারণের নিকট হতে দ্রে বাদ করতে বাধ্য করতেন। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ "তালমুদ"-এ বহু চিকিৎসা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মধ্য যুগের খুষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান করলেও রোগগ্রস্ত হ'লে গোপনে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খুঁগীয় ধর্ম সংস্থার অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিংসক গোপনে বাস করে ধর্মযাজকদের চিকিৎসা করতেন।

মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোনেস্
চিত্র-88

বেন্ মাইমন্ বা মেঘোনাইদ। তিনি ১:৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তাঁর নাম ছিল আবৃ ইম্রান্ মৃদা ইমন্ মাইম্ন ইবন্ উবাইদ আল্লাহ্। তিনি একাধারে ছিলেন দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক। প্রায় ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ইছিদি পরিচয় গোপন করে মৃসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতামাতাসহ তিনি মরক্কোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তত্ত্বস্থ ইছদি পুরোহিতদের কাছ থেকে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বল্লকালের জন্ম তিনি ফিলিন্ডিন্বামী হয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে তুর্কী স্থলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসকপদে নিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিস্তাধারা থেকে ইছদি দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। তার পুস্তকাদি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অস্কুদিত হয়েছে।

প্রাচীন আরবী চিকিসাশাস্ত্র

হিপ্পোক্রাতেদের মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪০০ বংসর পর বর্তমান স্থদভা আরব জাতির অভ্যথান হয়। অন্তর্বর উষর মরুভূমির মাযাবর বেতৃইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উর্বরা উত্তরাংশের দিকে প্রব্রজন করতে আরম্ভ করেন এবং গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমে ক্রমে গ্রীকভাষায় লিখিত বহু চিকিৎসাপুন্তক আরবী ভাষান্তরিত হয় এবং সাধারণ মান্ত্রের পাঠ্য হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার স্ফুচনা হয়েছিল ৬২২ খুট্টান্দে এবং ১৪৯২ খুট্টান্দে মূর শাসিত স্পেনের গ্রানাডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার উৎকর্ষ নিম্নাভিম্থী হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশান্ধের স্ক্রবর্ণ্যুণ তিন শতান্ধীকাল স্থায়ী হয়েছিল।

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিৎসাপুত্তক প্রথমে অমুবাদ

করে সেই যুগের স্থচনা করেন এবং ক্রেমোনাবাসী জেরার্ডো কর্তক আরবী পুস্তক লাতিন ভাষায় অমুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের অবসান হয়েছিল (১৮৭০ খৃঃ—১১৭০ খৃঃ)।

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় ও ঘ্রোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ।

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী

ছনাইন ইবন্ ইসাক্ (৭৯২-৮৭৩ খৃঃ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎসাপুস্তক আরবী ভাষাস্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী লেথকের নাম করতে গেলে

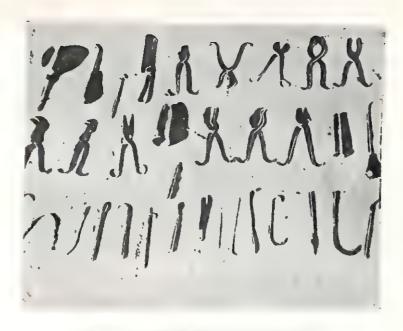
চিত্র—৪৫

আর্রাজী বা রাহজেদ্ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খৃঃ—১০০ খৃঃ)। তিনি পারস্থা দেশের তেহরাণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ খণ্ডে বিভক্ত "আল্হাভী" নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। ত্রোদশ শতকে সেটি লাতিন ভাষায় "কন্টিয়েনট্স্" নামে অহুদিত হয় এবং য়ুরোপীয় চিকিৎসক সমাজে পরম সমাদৃত হয়। তাঁর অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আল্ জুদারী বাল্ হাস্বা"। পুস্তকটিতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। তা পুস্তকটি পরার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী (১৭৬২ খৃঃ), ইংরাজী (১৮৪১ খৃঃ), গ্রীক ও পারসিক ভাষাস্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে তাঁটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক।

ইবন্ আল্ জাজ্জার (৯০০-৯৬১ খৃঃ) জনসাধারণের বোধগম্য "জাদ্ আল্
মুসন্ধির" ও "তিব্ আল্ কাক্রা বাল্ মাসাকিন্" নামে ছটি পুস্তক লিখেছিলেন।
পুস্তক ছটি লাতিন ভাষায় অমুদিত হয়েছিল।

আলী ইবন্ আব্বাদ্ (-৯৯৪ খৃ:) বা হালী আব্বাদ সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় চিকিৎসাবিভার পাঠ্যপুত্তক লেখেন। পুত্তকটির নাম ছিল "কানিশ্ আল্দিন্আ আল্ তিব্বিয়া" অথবা "আল্মালাকি"। পুত্তকটি "লিবের রেণিউদ" নামে লাতিন ভাষায় তুইবার প্রকাশিত হয়েছিল।

্ খৃষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পরে আরব কুলোদ্ভব মূর চিকিৎসক আবুল কাশিম থালাফ্ ইবন্ আব্দাস আজ্জারাভী (-১০১৪ খৃ:) স্পেন দেশের



চিত্র ১৮—স্থশত কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় শল্য যন্ত্র।



চিত্র ১৯--বৃদ্ধদেবের চিকিৎসা রত জীবক।



চিত্র ২০—প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতা মাধবাচার্য (হাম্পি)।



চিত্র ২১—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক-প্রবর চরক।

চিত্র ২২ — ভারতে সস্তান প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র (হাঙ্গল, ১২ শতক)।





চিত্র ২৩—
জাপানের বিখ্যাত
শল্য চিকিৎসক
সেইস্থ হানাওকা
(১৭৬০-১৮৩৫)।



চিত্র ২৪—পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা
(হাম্মুরাবী, স্থমেরীর)।



চিত্ত ২৫ — ফুস্ফুসে শরবিদ্ধ সিংহের বক্তবমন (স্থামরীয়)।

কর্দোভা শহরে বাস করতেন। য়ুরোপে তিনি "আলবুকাসিস্" নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত "আলতস্রিফ্ লিমান্ আজিজা আন্ আল্ তালিফ্" নামক বিখ্যাত পুন্তকের মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া)- এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। পুন্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং পুন্তকটির মধ্যে দিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্রগুলির যথাযোগ্য প্ররোগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাঁত পুর্নসংস্থাপিত করা সম্ভব। তিনি দন্তের পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের ক্ষররোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি শল্যচিকিৎসায় সীবনের জন্য কার্পাসের স্থতা এবং জান্তবতন্ত্রও ব্যবহার করতেন। প্রসন্ধতঃ ইংরাজী "কটন্" শলটি আরবী "কৃত্ন" থেকে উদ্ভূত। তিনি মৃত্রনালীর পাথ্বরীর উপর অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে মৃত্রাশয়ের পাথ্বরী অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন।

তিনি মৃত্ ও প্রাণনাশকারী অব্'দের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের (কটারী) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন অন্থ্যোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং জরায়ুক্স্থম উৎপাটন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর প্রভৃত জ্ঞান ছিল। শ্বাসকটের চিকিৎসায় শ্বাসনালী চিত্র—৪৭

ছিদ্রনের (ট্রাকির্ম্নর্টমী) প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিয়াঙ্গের শিরাষ্ট্রীতি (ভেরিকোজ ভেন্) রোগের বিষয় তাঁর জ্ঞান ছিল। স্কন্ধের সন্ধিচ্যুতি নিরসনের জন্ম তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে স্থপরিচিত স্বইজ্ঞারল্যাগুবাসী ডঃ থেয়োডোর কোথের উদ্ভাবিত প্রথার অনুরূপ।

আল্বুকাসিস্এর "তসরীফ্" পুস্তকটি লাতিন, করাসী, স্পেনীয়, হিব্রু এবং আরও বহুভাষায় অক্সদিত হয়েছে। তাঁর মূল পুস্তকের ৪২টি আরবী পাণ্ড্লিপি অকস্ফোর্ডের বেদেলিয়ান লাইব্রেরী, ভিয়েনার নাৎশিওনাল বিব্লিওথেক, মিউনিথের জার্মান জাতীয় লাইব্রেরী, ইয়েল্ মেডিকেল লাইব্রেরী, পাটনাস্থিত খুদাবকস্ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী এবং নিউইয়র্ক এ্যাকাডেমী অব্ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে বিক্ষিপ্তভাগে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান মুরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁরা এখনওঃ আল্বুকাসিস্ প্রবৃতিত বহু বিধি অমুসরণ করে চলেছেন। আল্বুকাসিদের সমকালে পারস্তদেশে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম আবু আলি ছ্যাইন ইবন্ আবদালা ইবন্সিনা, সংক্ষেপে চিত্র—৪৮

"ইব্নেসিনা" (৯৮০ – ১০৩৬ খৃঃ)। তিনি সারাবিষে বর্তমানে "অভিসেলা" নামে সমধিক পরিচিত। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোধারার সল্লিকটস্থ আফ্সান। নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিশার ছিলেন এবং অতি শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীর জল শোধনের উপর জোর দিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব .সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং রোগীর থাতা ও অমুপান সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম জান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মূত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে ভেবজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত ক্রেন। তিনি যক্ষারোগ ও "অগ্নিত্রণ" বা "পৃষ্ঠত্রণ" (এ্যান্থাক্স্) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মন্তিক্ষের অব্'দরোগ, মন্তিক্ষের ঝিল্লীপ্রাদাহ (মেনিনজাইটিস্) এবং প্রলাপ-বিকারী (ডিলিরিয়াম) রোগদমূহের উপর স্থচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাধমনীর কপাটিকার কর্মহীনতা জনিত হদ্রোগ নিরূপণ করেন। মন্তিক্ষের রোগগ্রন্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন ষে, মনোবৈকল্য রোগীকে জ্বরপ্রস্ত করতে পারলে মানসিক রোগের উপশম হয়। তাঁর পন্থা অন্তুসরণ করে ভিয়েনাবাসী न्नायुज्वितम् ७: युलिউम् स्वाग्नात कन् देशाँछेत्तग् माालितिया अस्ततः बाता উপদংশঘটিত মানদিক রোগীর চিকিৎদা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ১৯২৭ খুষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাদেল্স্থনের মত অভিদেশ্লাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে করে চিকিৎসা করতেন। তিনি জন্মস্থান আফ্সানা থেকে তারিয়ান, দাঘীস্থান, জেবাল্, রায়ি, কোয়াৎজুইন্, হামাদান ও ইস্পাহান হয়ে সর্বশেষে আবার হামাদান শহরে আসেন এবং মাত্র ৫৭ বংসর বয়সে মৃত্যুম্থে পতিত হন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তক হটির নাম "কিতাব আল্ কামুন্" ও "আল্উর্জুজা"। প্রথমটির লাতিন অহবাদের নাম "ক্যানন্স্ অব অভিসেল্লা" এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় "কান্টিকা" নামে স্থপরিচিত। ঐ পুন্তকত্নট সমকালীন বিখ্যাত মুরোপীয় বিশ্ববিভালয়ে পাঠ্যপুত্তকরূপে প্রচলিত ছিল। ফরাদী দেশের মঁপেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভেঁ বিশ্ববিভালয়ের উক্ত

পৃত্তক তৃটি বিশেষ সমাদৃত ছিল। অভিসেন্ধার জীবনকালে পারস্থ ও ভারতের মধ্যে বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান হয়েছিল। স্কুতরাং স্বতঃই বোঝা যায় যে তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিছার ছারা প্রভাবান্ধিত হয়েছিলেন।

ইবন্ ব্তলান্ (?—১০৫৫) এবং ইবন্ জাজ্লা (?—১০৯৯) উভয়েই সারণী বা ট্যাব্লার ধরনের ন্তন ঘটি চিকিৎসাপুত্তক প্রণয়ন করেছিলেন। পুত্তক ঘটির নাম যথাক্রমে "ভাকিন্ আল্ সিহা" ও "তাকিন্ আল্ আব্দান্"। ১৫৩৩ থৃষ্টাব্দে উভয় পুত্তকই লাতিন ও জার্মান ভাষায় ষ্ট্রাস্বূর্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান

শারীরস্থান বিভা (এগানাটমি) আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন ইউহানা ইবন্ মাসাওয়াই। তিনি আফ্রিকার ছবিয়া দেশ থেকে চিত্র—৪৯

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মাস্ক্ষের শারীরস্থান বিছার উপর অনেক আলোকপাত করেন।

স্পর্শলোপ (এানেস্থেদিয়া) – অভিদেয়া স্পর্শলোপকারী ভেষজাদির আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃশ্বাদের মধ্য দিয়ে স্পর্শ-লোপকারী ঔষধি আদ্রাণের প্রথারও প্রবর্তক। তাঁরা জলশোষক সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা স্পঞ্জ স্পর্শলোপকারী ঔষধে সিক্ত করে রোগীর নাদারদ্রের কাছে ধ্রতেন এবং রোগীর বেদনার অমুভ্তি অবলুপ্ত হত।

ইবন নাজিদ নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন যে গ্যালেন প্রবাতিত রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গ্যালেন বলেছিলেন শরীরের এক পার্শ্বের রক্ত ক্রদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অপর পার্শ্বে প্রবাহিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টান্তে ভেসালিউস্কর্তক প্রকাশিত "দে করপোরী ছমানিস্" নামক গ্রন্থে লিখিত রক্ত সঞ্চালনবিধি ইবন্ নাফিসের মতের ছবছ অফুকরণ মাত্র। শারীরস্থান বিষয়ক অপর আরবী অবদানসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক স্বর্যস্তের স্বায়ু আবিদ্বার, আলি আক্রান বা হালী কর্তৃক কৈশিকা শিরা ও ধমনী আবিদ্বার এবং অভিসেন্না কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্ধিবেশন নিরপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবু মার্ভান্ মালিক্ আবিল্ আলা ইবন্ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি
বিখ্যাত। তিনি ইবন্ ঝুর বা "আ্যাতেন্জোয়ার" নামে সমধিক পরিচিত।
চিত্ত—৫০

তাঁর জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে। তিনি সর্বপ্রথম জন্ননালী ও মলান্ত্রের মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথ্য দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। তিনি বিশ্বদভাবে ক্রদঝিলীপ্রদাহ, বক্ষমধ্যস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক রোগচিকিৎসার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোষ্ঠ কাঠিন্ত রোগে দ্রাক্ষাসারযুক্ত স্থমিষ্ঠ "জুলেপ" বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুত্তকের নাম "আত্তেই সির্"। পুত্তকটি লাতিন ভাষায় অম্বন্ধিত হয়েছিল। ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আরন্ভ্য, লাঙ্গে ও সাইডেনহাম্ও পুত্তকটি অম্বন্ধরণ করতেন।

চিত্র-৫১

কায়চিকিৎসা

ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই কুর্চ রোগ ও বন্ধারোগের সংক্রমণ প্রবণতঃ প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন।

ठिख- ৫२

আরবী চিকিৎসক প্রবর আরবাজী বা "রাহাজেস্" মন্তিকোদক (হাইড্রোকেফালস্), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যকুৎ ও বুরুরোগ, মধ্যকর্ণপ্রদাহজনিত মন্তিকের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্লার অব্'দ-

ठिख- ৫७

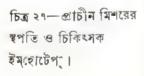
জনিত মূ্ত্রাশয়ের পক্ষাঘাত এবং মৃদ্ধত্বকের পচন প্রভৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য-করেছিলেন।

ठिल- ৫8

ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজি শাস্ত্রে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্থ্রাসার ব। "আল্ কোহল," পরিশ্রবণ। তারাই অভিষব বা কিম্ব সহযোগে শর্করা, পদার্থ ও দ্রাক্ষারদের মাতন করে স্থরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে অতি প্রচলিত শব্দ "জুলেপ" স্থমিষ্ট পানীয়, আরবী "জুলাব" বা পারসিক "গুলাব" শব্দ থেকে উদ্ভূত। তদমুরূপ ইংরাজী "সিরাপ" কথাটিও আরবী. "সরাব্" থেকে রূপাস্তরিত।



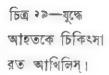
চিত্র ২৬—মেরুমজ্বায় শরবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রন্তা দিংহী (স্থমেরীয়)।







চিত্র ২৮ প্রাচীনতম
পোলিওগ্রন্থ
রোগী
প্রাচীন
মিশরীয়
শিলাচিত্র)।







চিত্র ৩০ - আথিলিশ দারা প্রাত্রকোস-এর ক্ষত বন্ধন।



চিত্র ১১—গ্রীইপূর্ব ৪০০শ শতকের এক**টি** গ্রীক আরোগ্যশালার বহিবিভাগ।



চিত্ৰ ৩২ —ইস্কুলাপি উদ।



চিত্র ৩০—মাতৃ-উদব ভেদন দ্বাবা ইস্কলাপিউন এব জন্ম।

এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশাস্ত্র যতই পাঠ
করা যায় ততই বিশ্বিত হতে হয়। বর্তমান বিলাদপ্রিয় ও বছবিবাই প্রিয় এবং
অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের দঙ্গে প্রাচীন স্থসভ্য আরবীগণের কোন
সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত
আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবৃতিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অন্থসরণ করতে হয়।
কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাপ্রগা অন্থসরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে,
প্রতীচ্যের ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের বুনিয়াদ প্রাচ্যের লক্ষ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরবী চিকিৎসাশান্ত্রে ভারতীয় প্রভাব

হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের মধ্য দিয়ে য়ুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্র ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্ফার করেছিলেন। ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি বিক্বত সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা: "কাফুর" (কপূর্ব-সংস্কৃত) এবং "জান্যাবিল্" (শৃদ্ধভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত)। জান্যাবিল্ থেকেই লাভিন্ 'জিন্জিবেরিস্' ও ইংরাজী 'জিন্জারের' উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট হতে লক্ষ্ণান অতি স্কুন্দরভাবে লিপিবন্ধ করে গিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে বছ আরবী ব্যবসায়ী স্থল ও জলপথে ভারতে আসতে শুক্র করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে উপকূলবর্তী সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি ছিল সিন্ধু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তারা কালক্রমে সাত্-এল্-আরব নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে ক্রেমে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্ রাজ্য বিস্তৃত হয়। সিন্ধুদেশে বসবাসীকারী বহু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আক্রাসিদ রাজ্য করবী ভাষায় অমুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সেই সমন্ত অমুবাদ পাঠ করে হিজিরা তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বসরা নগরবাসী সমসায়িক

পণ্ডিত আমর বিন্ বাহার আল ছাহিজ্ লিথেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎদাশাস্ত্র অতান্ত উন্নতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎদকেরা বিষক্রিয়া এবং নানাপ্রকার বাথা ও বেদনার স্থাচিকিৎদা জানতেন। তাঁরা ভেষজজাত ধুন্ত্রের দাহায্যে জীবাণ্ ধ্বংদ করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী ঐতিহাদিক আল্ ইয়াকুবী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎদকদের জ্ঞান, বিভা, বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়া দমকালীন আরবী চিকিৎদকদের দাবিক উন্নতি করেছিল।

দংশ্বত থেকে আরবা ভাষার অন্থাদিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎনা পুত্তকগুলির বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যস্ত অসপ্পূর্ণ থেকে যাবে। সংশ্বত ভাষা থেকে আরবীতে অন্থাদিত চরক সংহিতা "শারাক্", শুশ্রুত সংহিতা "সস্রদ্" অথবা "শুশ্রুদ" নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ হারগ্রন্থ আরবীতে অন্থাদিত হয়ে "অন্তম্ভার", "অন্তাগার" এবং "অসম্ভর" নামে প্রচলিত হয়েছিল। মাধবাচার্যের নিদান্ আরবী ভাষায় "নিদান" "বদন" এবং "ইয়েদান" প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধযোগ গ্রন্থটিও ইবন্ ধন্ আরবীভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ হয়েছিল "সিদ্ধান্তাক্" বা "সিদ্ধসান্"। স্বীরোগ সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতনাম। একটি সংশ্বত পুন্তক আরবী ভাষায় "কুশা" নামে পরিচিত ছিল।

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী জ্ঞানবেত্তা আবু মাস্হর্ আল্ বালখী বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাদের বিচারবৃদ্ধি ও শাসন ক্ষমতাও অতিশয় উন্নত।

ষিতীয় আকাসিদ্ থলিকা আল্ মন্স্বরের রাজত্বকালে সিকুদেশ থেকে তাঁর রাজসভায় রাজদৃত পাঠানো হয়েছিল। সেই রাজদৃতের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং থলিফাকে ছইখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতিবিদার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। থলিফা হারুণ আল্ রসিদের সভায় কয়েকজন "বার্মাক" নামধারী সভাসদ্ ছিলেন। তাঁরা হলেন বহলীক দেশের বৌদ্ধ ভিন্দুদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বংশধর। আরবী-ভাষায় তাদের বলা হত "বার্মাক"। বার্মাক কথাটা সংস্কৃত "প্রমুখ" অর্থাৎ প্রধান থেকে উদ্ভূত, কেননা আরবীভাষা "প" শক্ষবিহীন। থালিদ্ নামক বার্মাকের পিতা চিকিৎসাশাস্তে স্পণ্ডিত ছিলেন। বার্মাক বংশোভূত বহু পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অম্বাদ করে গিয়েছেন। থলিফা হারুণ আল্ রিদদ্ একবার ছক্ষহ রোগাক্রান্ত হলে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ

করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর "মান্কা" বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় সভাসদ চিকিৎসক থলিফাকে রোগমুক্ত করেন।

মান্ক। চিকিংসা বিজ্ঞান ছাড়াও অন্তান্ত বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পহলভী ভাষার উপর তাঁর প্রচুর দখল ছিল। ভারত পরিব্রাদ্ধক অল্বেক্ষণীও সংস্কৃত এবং পহলভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন্ধন্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিংসকের উরেথ দেখা যায়, যিনি
সম্ভবতঃ ধনপতি বংশোদ্ধব ছিলেন (অথবা নামটা ধন্ত, ধনিন বা ধন্বস্তরি
থেকে উদ্ভূত) এবং বাগ্লাদে চিকিংসা ব্যবসা করতেন। শালীহ্ বিন্ ভেল্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিংসকও বাগ্লাদ শহরে বাস করতেন। মনে হয় তাঁর প্রকৃত নাম "শালী" যা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শালীহ্ হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ 'ভেল সংহিতা'র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয় চিকিংসকের বংশোদ্ভব। তিনি অল্ রসিদের ভ্রাতা ইব্রাহিমের মুগীরোগের চিকিংসা করে থলিফার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিংসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন। ইবন্ আল নাদিম্ 'বাথর' বা 'বাইহর' (ভান্ধর) নামক এক ভারতীয় চিকিংসকের উরেথ করেছেন; তিনি নিশ্চয়ই "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রণেতা ভান্ধর নন, কেননা তিনি নাদিম-এর তুই শতক পরে জন্মছিলেন।

আরও কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছিলেন। "ক্ষ" বা কনকায়ন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক। "গাঞ্চাল", "দান্দালিয়া" বা "শাঙ্ডিল্য" অথবা "সাত্যাল" নামধারী আরও একজন ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও জ্যোতিবিদ্। "শানক" বা "শোনক" অথবা "চাণক্য" নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং "যৌধর" বা "যশোধর" নামক এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন। ক্ষ বহু পুন্তুক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে "কিতাব উন্ ফিং তাউয়াছন" পুন্তুকটি মানসিক রোগ সম্বন্ধীয়। আলি ইবন্ রক্ষান্ আৎ তাহরী "ফির্দৌস্থ এল্ হিক্মং" নামে ছারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এক সংকলন রচনা করেছিলেন। উক্ত পুন্তকে চরক সংহিতা, স্কল্পত সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাক্ষদ্য পুন্তুকসমূহের বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল। রক্ষানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত "আর্রাজী বা "রাহজেদ্" যার সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকর্ মৃহম্মদ ইবন্ জাকারিয়া। তিনি আরবী চিকিৎসকগণের মধ্যে অতিশয় খ্যাত ছিলেন।

তাঁর রচিত "আল্হাভী" নামক পুস্তকের তৎকালীন তারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্ হারীৎ ইবন্ কালদা নামক এক চিকিৎসক মকা শহর থেকে পারস্থা দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি বলতেন, "অতি স্থদক্ষ পাচক এবং স্থদ্বী কামাতুরা পত্নী বৃদ্ধদের পক্ষে প্রম্থনিষ্টকারী"।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিৎসাবিধির উপর বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নিম্নলিথিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্লোক্রাতেস্কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিতা প্রভাবিত করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে কোসদ্বীপবাসী হিপ্লোক্রাতেস্ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর স্নিদিয়া শহরের চিকিৎসা বিভালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। স্নিদিয়া সংলগ্ন কাপ্রাদোচীয় নগর বোগ্হাজকিওতে মিতান্নীদের রাজধানী ছিল। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হুগো হ্বিস্কলের বোগ্হাজকিওতে খননকার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা পৃস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। স্কৃতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন স্নিদিয়া নগরীর চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিতার দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিপ্লোক্রাতেস্কেও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র

জয়োদশ শতকে ইসলামী তুনিয়ার বছ আরোগ্যশালা মিশর, সিরীয়া এবং পার্থবর্তী দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচশত বৎসরের প্রাগ-এসলামিক চিকিৎসাবিভার আরবী অভিজ্ঞতা ইস্লামী মৃগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। উক্ত প্রাগ-এসলামিক আরবী অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ, চীন এবং গ্রীক দেশ থেকে আহত হয়েছিল।

ত্রমোদশ শতকের প্রসিদ্ধ তুকী যুবক স্থলতান প্রথম কাইকাভূস্ ১২১৭ খৃটান্দে তুরস্কের সিভাস্ শহরে এক বৃহৎ আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তংকালীন তুকী কৃষ্টিধারাকে "সেল্চূক্" কৃষ্টি নামে অভিহিত করা হত। সেলচূক্ যুগের শেষাংশে (অটোমান্ বা ওস্মানী যুগের অব্যবহিত পূর্বে) তুরন্ধের আনাতোলিয়ায় আরও বহু আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। বাইজানটাইন বা বৈজয়স্তী সাম্রাজ্যের পতনের নয় শতান্ধী পরে তুরস্কের

টোকাত্ (১২৭৫), দ্বীরিক্ (১২২৮), আমাসিয়া (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে আরোগ্যশালা ছিল। ঐ গুলির প্রতিটি আজও বিশ্বমান। কোনিয়া (১২১৯-১৩৩১), কাষ্টামন্থ (১২৭২) এবং সান্কিরি (১২৩৫) আরোগ্য-শালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এথনও দেখা যায়। সেল্চুক্ যুগের কারদ্, কাইসেরী এবং সিভাসে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে বিগুমান। ১৯৫৬ थुश्रेर्स कारेरमती जारतागुनानात १८० जम প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত হয়েছে। আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়েছে। সিভাদের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নিমিত তোরণের গায়ে লেখা আছে যে "৬১৪ অব্দে কেইছস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্ কাইকাভুস্ কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একাস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ।" বিভাসের আরোগ্যশালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ। উক্ত আরোগ্য-শালার প্রাঙ্গণেই কাইকাভূদ্কে সমাহিত করা হয়েছে। আরোগ্যশালায় আরবী ভাষায় অনৃদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিৎসা পুতকসমূহের সাহাযো চিকিৎসা কর। হত। প্রাচীন দেল্চুক্ চিকিৎসকেরা পারভাদেশে চিকিৎসা শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত তুরস্কের তরুণ চিকিৎসাবিতা শিক্ষার্থীরা প্রাক্ত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করে শিক্ষানাভ করতেন। দেল্চ্ক যুগে লিখিত বহু চিকিৎসা পুস্তক এখনও বিভয়ান। ঘাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুস্তকগুলি আরবী ও পারদিক ভাষায় লিথিত হত। সতঃপর ক্রমে ক্রমে তুর্কীভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবৃতিত হয়েছিল।

তুরস্কের ভাকাফ্ (ওয়াকফ্) দপ্তরে সংরক্ষিত স্থলতান কাইকাভ্নের ১২২০ খৃষ্টান্দে লিখিত ইপ্টিপত্তে উল্লিখিত আছে যে তিনি সিভাস-এর সংস্থাটির পরিচালনার জন্ম প্রচালনার জন্ম প্রচালনার জন্ম প্রচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত মুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল। ১৯৬৭ খৃষ্টান্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বংসর পৃতির উৎসব যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

যুনানী চিকিৎসাশাল্ত

ভারতীর চিকিৎসাশাস্থ্র যথন উৎকর্ষের উচ্চতম শিথরে (খৃঃ ১০ শতকে) তথন ভারতে মুদলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে আক্রমণকারীরা আফগানীস্থান ও পারস্থাদেশ থেকে ভারতের ধনরাশি লুঠনের মানসে আসতে ধাকে এবং দেই দঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের কৃষ্টি, জীবনধারা ও
চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিৎসাশাস্ত্রকে ভারতে
"য়ুনানী" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক
দেশকে 'য়ুনান" বলা হয়। প্রথমতঃ আয়ুর্বেদের উৎকর্ষতার জন্য এবং
ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য য়ুনানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা সহজে গ্রহণ করে
নি। কিন্তু কালক্রমে য়ুনানী চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সমন্ত্রয় ঘটে।
দেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে 'য়ুনানীতিব্' বা "ভিকিব" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয়
পণ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে
অবক্ষয়-এর স্থচনা হয়। কুসংস্কারাচ্ছর ব্রাহ্মণ চিকিৎসক্রপণ রক্তর, পৃঁজ ও
মৃতদেহের সংস্পর্ম বর্জন করায় শলাচিকিৎসা ক্রমে ক্রমে অস্তাজগণের আওতায়
আসে। ক্রৌরকারেরা শলাচিকিৎসার অধিকারী হয় এমন কি পশুপালকেরাও
অস্থিতঙ্গের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডেও ক্রৌরকার শল্য
চিকিৎসকেরা প্রাধান্ত লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিরা শল্য
চিকিৎসা ব্যবদা করতেন না।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের "পঞ্ছত"-এর মত মুনানী চিকিৎসকের। শরীরের প্রধান উপাদানকে দাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথাঃ (১) আর্কান্ (২) মিজাজ্ (৩) আখ্লাত্ (৪) আজা (৫) আর্তা (৬) কুভা এবং (৭) অফাল্। উক্ত উপাদানসমূহকে বলা হত "উম্ উর ই তাবিয়া"। তাঁর। বলতেন যে, মাহুষের স্কৃতা থাতা, পানীয়, পেশীদঞ্চালন, বিশ্রাম, নিদ্রা, জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

জিয়া উল্ দিন্ বারাণী নামক ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহ্ তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থে সর্বপ্রথম মুনানী চিকিৎসক মৌলানা বদর্ উল্ দিন্ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত আছে। এ ছাড়া মহাচন্দ্র তাবিব্ ও জাজা নামক তুইজন হিন্দু মুনানী চিকিৎসকের নামও পুস্তকটিতে দেখা যায়। মৃহত্মদ তুঘলক এর রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫৫) দিল্লীতে ৭০টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ মুনানী চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে মুক্ত ছিলেন। গাজা সামস্ উল্ দিন প্রণীত শাজ্ম এ সাম্নী" নামক প্রেকে নাগান্ধ্বন ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ আছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক্ নিজে চিকিৎসাশান্ধে স্ক্পণ্ডিত ছিলেন এবং

ভগ্ন অস্থি পুনর্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষ্রোগ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং তিনি চক্ষ্প্রদাহের জন্ম এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে ছিলেন। প্রলেপটির নাম ছিল "কুল এ ফিরোজশাহী"। তাঁর আদেশে "তিব্ এ ফিরোজশাহী" নামক একথানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

ভৈম্বলঙ্গ ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর অধিকৃত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, একটি মথ্তব একটি মৃদাফিরথানা ও একটি দাওরাথানা স্থাপনা করতে হবে। কাশ্মীরের স্থলতান জৈম্ল আবেদিন-এর রাজত্বকালে (১৪২২-১৪৭২) মন্স্রব নামক চিকিৎদক তৃইথানি চিকিৎদা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত রাজসভায় প্রীভাট, নামক এক হিন্দু চিকিৎদকও ছিলেন।

বাহ্মনী স্থলতান দ্বিতীয় আলাউদিন আহ্মদ তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর পায়ের একটি হুরুহ ক্ষতের চিকিংশা করে নৃসিংহ দরশ্বতী নামক চিকিংশক থ্যাতি লাভ করেন।

গুজরাটের স্থলতান মাহমূদ শাহ্ (১৪৫৮-১৫১৮) রাজসভার পণ্ডিতদের সাহায্যে ভাগভটের "অষ্টাঞ্জদর" গ্রন্থটি পারসিক ভাষায় অঞ্বাদ করিয়ে-ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারসিক ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুত্তকসমূহের মধ্যে "তারিখা এ ইবন্ এ থাল্লিকান্", "মিশকাত্ শ্রিফ", "ভিব্ এ মাহ্মুদী" ও "দিফা এ মাহ্মুদী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিরিস্তা (১৫৭০-১৬১১) নামক ঐতিহাসিক লিথেছেন যে, স্থলতান
মাহমূদ থালজী সাহিবাবাদ (বর্তমান মধ্য প্রদেশের মাণ্ডু) শহরে একটি
আরোগ্যশাল। স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্ম প্রাচ্ন করেছিলেন। যোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিঁয়া ভাউয়া বা
বেহ্ওয়। বিন্ থারাশ থান্ একটি আয়ুর্বেদ শাস্তামুগ পারদী পুত্তক লিথেছিলেন।

বিজাপুরের স্থলতান দ্বিতীয় ইত্রাহিম আদিল্ শাহ-এর রাজ্বকালে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ১৫৯০ খৃঃ অবদ "দস্তর উল্ আতিব্বা" অথবা "ইথ্তিয়ারত্ এ কালিমি" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। বিজাপুরের স্থলতানের সভা-শল্যচিকিৎসক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মামুচিচ (১৬৫৩-১৭০৮) ভূয়্সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা কতিত নাসিকার পুন্র্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১৪৮৭ থু অব্দে আহ্মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব

ব্রহান নিজামশাহ, হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎদক বারা "তাকিম্ উল্
আব্দান", "রিদালা এ হিপজ্ এ দিহাত্ এবং "তাকিম্ উল্ আম্রাজ"
নামক তিনিটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করান। মূর্তাজা নিজাম শাহ্-এর
রাজ্ত্বকালে রুস্তম জুর্জানী "দাধিরা এ নিজাম্শাহী" নামক চিকিৎদা পুস্তক
রচনা করেন।

গোলকুণ্ডার স্থলতান কুলী কুতব্ শাহ্ এর রাজত্বকালে (১৫৮১-১৬১১) মীর মোমিন নামক পণ্ডিত ছটি চিকিৎসা পুতক রচনা করেছিলেন। উজ রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হত এবং শ্যাবিশিষ্ট আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত।

মুখল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (২৫২৬-২৫৩০) দিল্লী এবং তাঁর রাজ্যের অন্যান্ত শহরে মানিক বেতনভোগী চিকিৎসক দারা আরোগ্যশালা পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে চিকিৎসাবিছায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পুত্র হুমান্ত্রের রাজস্কালে (২৫৩০-২৫৫৬) ইউস্থফ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ ইউস্থফ নামক পণ্ডিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করেছিলেন এবং আয়ুর্বেদ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণন্ত্র পদ্ধতি এবং প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই গ্রাক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বরকারী বলে অভিহিত করা হয়। হুমান্ত্রনের সভাসদ মৌলানা মহম্মদ করুল ২৫৩৯ খৃঃ অবদ "হুমান্থনী" শীর্ষক একটি মহাকোষ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক একটি থণ্ড ছিল। গ্রন্থটিতে উল্লিখিত আছে যে, ২৫৪২ খৃঃ অবদ বিচারকের ভুলক্রমে শান্তিস্বরূপ হুসেন নামক এক ব্যক্তির কর্ণ ক্তিত করা হয় পরে সেই ভুল প্রমাণিত হওয়ায় অন্তব্ধ সমাট নিজ তুথাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের বারা ক্তিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় "গাঠনিক শল্যতন্ত্র" বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনত্ম বলে মনে করা হয়।

ভ্মার্নের মৃত্যুর পর তাঁর স্থবোগ্য পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন । ১৫৫৫~১৬০৫)। তিনি অভ্যক্ত বিভোৎসাহী ছিলেন। তিনি পিশুর মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাক্যের প্রভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্তু নিয়্ম গবেষণা করেছিলেন। কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে রাখা হয় এবং পরিচারিকারণকে শিশুদের সঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে

বিরত করা হয়; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং যে কয়েকটি মাত জীবিত ছিল তারা মৃক হরে যায়। জার্মানীর কাইজার দিতীয় ফ্রেডেরিখ্ও অনুরূপ এক গবেষণা করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, জন্মের পর হতে শিশুর কর্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হয়, শিশু সেই ভাষাতেই বাক্যারস্ত করে। আকবরের "নবরত্নের" অন্ততম ছিলেন ঐতিহাসিক আবুল্ ফজল্। তিনি ২০ জন হিন্দু ও মুগলমান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্র, বিভারাজা তোডরমল ও নীলকণ্ঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তৎকালে বহু চিকিৎদক স্বগৃহেও চিকিৎদা ব্যবসায় করতেন। দেই সময় পারস্থের জিলানী নগর থেকে হাকিম্ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিংসক এসেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্ম তাঁকে "জালিনুস্ এ জামান্" বা সেই যুগের "গ্যালেন" নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভদ্যস্তের কার্যকারিতা ও হাদ্যের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অমুরোধে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা শহরে তৃটি সংরক্ষিত পানীয় জলাধার খনন করা হয়েছিল। আক্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকিম হুমাম্ তার হারেমের রমণীদের চিকিৎসা ক্রুতেন। শুদ তামকুটের ধ্যপান করলে যে খাস্যস্ত্রের রোগ হয় এ কথা সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং তিনি তামকুটধ্য স্থশীতল জলের মধ্য দিয়া স্ঞালিত করে ধ্মপানের অনুমোদন করেন। বর্তমান কালের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

আক্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহান্দীর সিংহাদনে আরোহণ করেন।
(১৬০৫-১৬২৭)। তিনি সমাট হয়েই এক বারদফা কর্মস্থচী প্রচার করেন।
যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশালা স্থাপনা ও রাজকোষপৃষ্ট
চিকিৎসক দ্বারা সাধারণের চিকিৎসা। তাঁর রাজ্বকালে প্রকাশিত "তুজুক্
এ জাহান্দীরি" নামক পুত্তকে জলাতক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে স্থলিথিত
নিবদ্ধ ছিল। জাহান্দীর একটি মৃত নেকড়ে বাঘ-এর শ্বব্যবচ্ছেদ করে
শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর আদেশে একটি চর্মহীন মেধের
শ্বদেহ আহমদাবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহম্দাবাদ শহরে ঝুলিয়ে
রাখা হয়। সাত ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শ্বটিতে পচন

· আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বহু যান্ধক চিকিৎসককে ধর্মীয় সংস্থা থেকে বিভাড়িত করেছিলেন। যাজক চিকিৎসকরা মূর্থ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্ম চিকিৎসাশাস্ত্রকে পুনরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলেন। মধ্যযুগের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিৎসকগণ বলতেন, দেন্ট ব্লেজ কণ্ঠনালীর, সেন্ট এ্যাপোলোনিয়া দক্তের, সেন্ট বের্নাভিন শ্বাদনালীর, দেণ্ট লরেন্দ পৃষ্ঠের ও দেণ্ট এরাদ্মুদ উদ্বের অধিদেবতা। স্বল্প শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। দেউ গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান মঠে একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। দাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তাঁরা . খুটজন্ম নিরীক্ষণকারী পবিত্র প্রাচ্য পুরুষত্তয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে রোগী গিজায় উপস্থিত হয়ে দর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজনান্ত্রহ লাভের জন্ত রাজদমীপে বেত। রোগীর অঞ্চ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর এড ওয়ার্ড দি কন্ফেসর। ফরাদীরাজ চতুর্দশ লুই প্রান্ন ছই তিন সহস্র রোগাঁর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। ত্রুয়াট বংশীয় রাজা দিতীয় চার্লস ও রাণী এগান্ও অমুরূপ বিখাদ করতেন।

মধ্যযুগে তীর্থবাজীদের স্থাবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্থে নির্মাণ করেন "হন্পিতালিয়া" নামক অতিথিশালা। কালক্রমে অনাথ বালক বালিকা ও কর্মক্ষমতাহান বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওরা হত। পুরাকালে মুরোপে কুঠবাাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্য দিয়ে মুরোপে কুঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। মুরোপে কুঠরোগীদের শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের মুরোপে প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখা দিত।

দে দমর প্লেগের নাম ছিল "কৃষ্ণ মৃত্যু"। চতুর্দশ শতকে মুরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাদী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। মুরোপের মৃল ভূথওের কন্তান্তিনোপল্ ও গ্রীদ দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টান্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ করে। যোহানেদ্নোহ্ল্ বলেছেন যে, প্লেগ রোগ স্কৃর চীন দেশ থেকে ক্রশিয়া, পারস্থ ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে মুরোপে প্রবেশ করেছিল।



চিত্র ৩৪—ইস্কলাপিউস কতৃক রোগীর চিকিৎস।।



চিত্র ৩৫—ইস্কলাপিউদ ক**ত্**ক বাব্হত শলাযন্ত ।



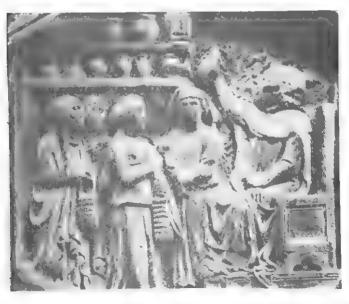
চিত্র ৩৬—ইস্কলাপিউদ, হাইজিয়া ও বিষহীন সূপ।



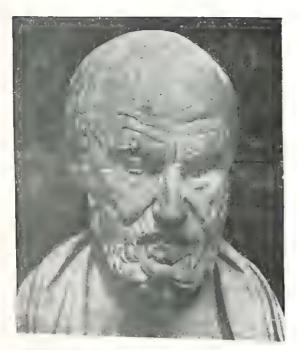
চিত্র ৩৭—হাইজিয়া ও বিষহীন স্প।



চিত্র ৩৮—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক ইয়াসন কর্তৃক এক শিশুর **উদর পরীক্ষা**।



চিত্র ৩৯—প্রাচীন গ্রীক চিকিংসক কর্তৃক মুক্ত পরীক্ষা।



চিত্র ৪০—পাশ্চাত্যচিকিৎদা বারার প্রবতক হিস্পোজ্ঞাতেস্ হেরাক্লিদে।



চিত্র ৪১—এই বুক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্রছায়ে হিপ্পোক্রাতেস্ ছাত্রদিগকে
শিক্ষা দিতেন তঃ উইল্ভার পেন্ফিন্ড-এর সৌজন্তে প্রাপ্ত)।

ক্রান্সিস্কান যাজক মিথাইল লিথেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ ভতি প্রেগাক্রান্ত জেনোরাবাসী নাবিক সিসালর মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্র দিসিলিতে প্রেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। প্রেগ হতে কারও নিন্তার ছিল না। রোগের স্থচনায় রোগীর দেহে বিক্ষোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হত্তে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্কৃত্ব মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূথণ্ডে চলে যায়। উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী-গণের মাধ্যমে প্রেগ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ প্রেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। গী ছা শালিয়াক বলেছেন যে তাঁরা প্রেগের প্রতিষেধক হিসেবে অতিরিক্ত জলীয় থাছা পান, মাংস ভক্ষণ ও মছা পান নিষিদ্ধ করতেন এবং বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্রেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে—এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওরার আগে মুখোস, আলখিলা ও দন্তানা পরিধান করতেন। ছ্যিত বায়ু পরিশোধনের জন্ম রোগীগৃহে ছুর্গন্ধ-যুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাত্নলী বাঁধা থাকত। ১০৭০ খুটান্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্রেগ দেখা দেয় এবং শহরের শাসক ভিস্কম্তে বেরনারো রোগীদের শহরের বাইরে বহিল্পত করেন এবং শুশ্রাকারীগণকে স্কৃষ্ব ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন।

কিন্ত বেরনারোর শত চেষ্টা সত্তেও ইত্রের সাহায্যে সংক্রামিত "বাগী প্লেগ" (বিউবোনিক প্লেগ) এর কোনও উপশম হয় নি। সিদিলির রাগুদা বন্দরের নিকট একটি রোগাবাদ নিমিত করা হয়েছিল। রাগুদা বন্দরে আগমনকারী সমস্ত জাহাজ্যাত্রীদের ২০ থেকে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাদে বাধ্যতামূলক ভাবে বদবাদ করতে হত। ইতালীয় ভাষায় এ প্রথাকে বলা হয় "কোয়ারেন্ডা জিগুনি" অর্থাৎ "নিরোধক দিবদ"। পৃথিবীতে অধুনা স্থপ্রচলিত "কোয়ারেন্টাইন" পদ্ধতি "কোয়ারেন্ডা জিগুনি"র আধুনিক রূপাস্তত মাত্র।

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের দেশে ঐ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভঙ্গকারীদের নির্মম শান্তি দেওয়া হত। ক্যোনিগস্বের্গের বারবারা থ্লটন নামি এক গৃহ পরিচারিকা এক প্রেগরোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় থ্লটন ও তার প্রভৃ উভয়েই প্রেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে। ৪৬ ত চিকিৎসা শাস্ত

ভীতিসঞ্চারের জন্ম পৌর কর্তৃপক্ষ থাটিন এর মৃতদেহটি প্রকাশ্ম স্থানে ঝুলিয়ে রেখে ছিল।

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের (ফোর হর্দমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্দে) দ্বারা প্লেগ রোগ বাপ্ত হয়। স্পোনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাহস্তত্তে আবদ্ধ হয়েছিল, রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত নামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের এ চরম ছদিনে কুসংস্কারাচ্ছর পুরোহিতগণ জনসাধারণগণকে বিল্লান্ত করতেন অলীক কল্পনার দ্বারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিস্ অব দি ফুলস্) নামক যাজকগোষ্ঠার সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুদংস্কারাচ্ছন জনসাধারণ ইহদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকসমক্ষে জীবস্ত দগ্ধ করে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সমসাম্য়িক কালে নেপ্লস্ শহরের দক্ষিণে ছিল সালেনে। নামক এক স্বাস্থ্যাবাস। নবম শতান্দীতে এ স্থানে একটি বিখ্যাত চিকিৎদাবিত্যালয় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি স্থাট সার্লেমান ঐ বিভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে ইছদি এলিমুদ, গ্রীক পন্ট্রুদ, আরবীয় আদ্আলী ওরোমক শালের্স নামক চারজন চিকিংশাশাস্ত্রজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐটি প্রতিষ্ঠিত। জাতিধর্ম নিবিশেষে যে কোন পুরুষ এমন কি গ্রীলোকও এ স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। নালের্মো বিভালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে অবস্থিত ধর্মীয় পুন্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মমৃদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বহু আহত যোদ্ধা দালেনোতে চিকিংদ। করিয়েছিলেন! ইংলওেশ্বর বিজয়ী উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠপুত্র রবার্ট চিকিংসা ব্যপদেশে বহুদিন সালের্নোতে বাস করেন। সেই স্থােগে তাঁর—কনিষ্ঠ লাতা দিতীয় উইলিয়াম ইংলাণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ড: হেসের তাঁর "লেরবৃথ্ দেস্ গেশিথ্তে দের মেদিৎসিন" গ্রন্তে লিখেছেন যে, সালের্নোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা পাঁচজন স্ত্রীচিকিৎসকের মধ্যে কনস্তান্তিয়া কালেন্দার অতিশন্ন থ্যাতিলাভ করেন। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে সাধু ক্ডলফ্ সালের্নে। পরিদর্শনে গিয়ে টরটুল্লা নাম্মী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের

দংস্পর্শে আদেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একথানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
দিচেলগার্তা নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি) পারদশিনী মহিলা
চিকিৎসক হিংসাপরায়ণা হয়ে তার স্বামী ডিউক রবার্ত গিস্কদিকে বিষপ্রয়োগে
হত্যা করেন। ইংল্যান্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয়
আজ থেকে মাত্র গৃই শতাব্দী আগে থেকে। স্থতরাং সহজেই বোঝা যায় যে,
সালেনোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপদ্বী।

দালেনোর খ্যাতি মান হবার সঙ্গে দকে করাণী দেশের দক্ষিণে মঁপেলিরের ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনিয়া ও পাছুয়া নামুক ছটি খানে চিকিংসা-বিভালর স্থাপিত হয়েছিল। ম'পেলিয়ের বিভালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভিলানোভা শহরবাসী আর্মন্ড নামক এক পতু গীজ চিকিৎসক। তিনি ধর্মতম্ব, আইন শাস্থ ও চিকিৎসা শাসে স্থপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর স্থল পোপ অষ্টম বনিফেসের অমুরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিভা শিক্ষা দিতেন। তিনি পথিবীতে দর্বপ্রথম দ্রাক্ষারদ (আালকোহল) দাহায্যে ভেষজ নির্যাদ প্রস্তুত কারক। পূর্বে উল্লিখিত গী ভ শালিয়াক্ ম'পেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ট ক্লেমেণ্ট-এর সভা চিকিৎসক এবং 'চিরুরগী ম্যাগনা' নামক একটি চিকিংস। বিষয়ক গ্রন্থের রচ্মিতা। গিলবাট এ্যান্দেলিকুশ্ ও জন্ নামক তুজন ইংরাজও শিক্ষালাভ করেন মঁপেলিয়েরে। জেওফ্রে চদার প্রণীত "ক্যাণ্টারবারি কাহিনী" পুতকে জন্এর নাম উল্লেখ আছে। তিনি এড এয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। "শ্রীরের ইতিহাস" নামক পুন্তকে ফ্রেণ্ড নামক এক ইতিহাসিক লিখেছেন যে, জন্ ভেষজ দাহাযো মৃত্রাশয়ের পাথ ্রী দ্বীভৃত করতেন ও প্রলেপ ছারা বাতের চিকিৎসা করতেন।

ম পেলিয়ের-এর থ্যাতি সালের্নো অপেক্ষা স্বপ্লকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তী-কালে চিকিৎসাবিদ্যা লাভের জন্ম ছাত্রগণ প্যারী ও পাড়্য্যা যেত। প্যারীবাসী ইংরাজ ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) এবং জার্মান ডোমিনিকান যাজক আলবেটুসি মাগমুস (১১৯২-১২৮০) ছিলেন প্যারীর ডিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচর্চায় অবহেলা করবার অপ্রাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিদ্ধৃত

রেনেদাঁস যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র

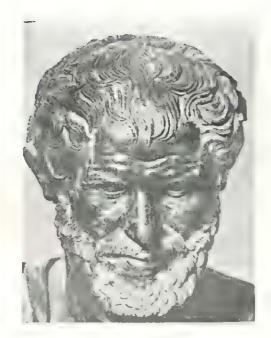
মধার্ণের পরবর্তীকালে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের প্নরভাগেয়ের য়্গকে বলা হয় রেনেসাঁস য়্গ। মধার্গীয় বর্বরতার অবসানে, ম্ধায়ুরোপের টিউটনিকেরা খৃইধর্ম গ্রহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুরোধের জন্ম সচেষ্ট হয়। এই মুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞেলো, রাফায়েল, লিওনার্দে। দা ভিঞ্চি এবং আলব্রেখট ভূারের এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এক সর্বপ্তণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত মান্ত্রের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন প্রবাতত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভূল নির্ণয় করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের ক্রেনেলস্ শহরে বিথ্যাত শারীরস্থানবিদ আদ্রিয়া ভেসালিউসের (ভেসাল) জন্ম হয়েছিল। তিনি লুভেঁ, প্যারী ও পাড়ুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর চিত্র ৫৭

পাডিতে আরুষ্ট হয়ে দমগ্র য়ুরোপের ছাত্রমগুলী তাঁর নিকট সমবেত হত। পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দে করপোরী হুমানিদ্" বা "নরদেহের গঠন"। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী টিজিয়ানো ভেচেল্লিও বা টিটিয়ান। পুস্তকটি প্রকাশের পর ভেসালিউদকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ইয়াকোবৃদ্ দিল্ভিয়ুদ্ এবং প্রিয় ছাত্র কলম্দ্ প্রকাশ্যে তাঁকে অপমান করতেও বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দম্ব করেন। ভেনালিউদের ক্বতিত্বে অন্ধুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইন দারা ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শব্বাবচ্ছেদ করতে অন্থুমতি দেওয়া হয়়। পাড়ুয়া হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ্য ডঃ জন কেয়ুদ ১৫৪৬ খৃঃ অবেদ ইংলণ্ডের ক্ষোরকার শল্য সংস্থার (বার্বার দার্জনদ্ গিন্ড) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে পাড়ুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে বিনি মাছ্যের শরীরের রক্ত দঞ্চালন পদ্ধিত আবিদ্ধার ক্রেছিলেন।

চিত্ৰ ৫৮

রেনেসাঁস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্লানু আউরিয়ালিউদ্ থিওফাষ্ট্রন্ ফন্ হোহেনহাইম্। সংক্ষেপে "পারাসেলস্থন" অর্থাৎ সেলস্থন্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯০ খুষ্টাব্দে স্ক্ট্ডারল্যাওের



চিত্র ৪২—আরিষ্টটল্



চিত্ৰ ৪৬—গাংলন



চিত্ৰ ৪৮—ইবনে্সিনা বা অভিসেন্না ৷

আইন্সিদেলেন শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার দক্ষে অষ্টিয়ার কারিস্থিয়া প্রদেশের ভিলাথ শহরে বাদ করতেন। তাঁর পিতা ভিলাখ শহরে চিকিৎসাব্যবসায় করতেন। তিনি পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর প্যারাসেলস্কন্ স্বোয়াৎদ্ শহরের জিগুমুণ্ড ফুগের এর নিকট রদায়ন শাস্ত্র ও অপরসায়নশাস্ত্র (আরবী-আল খেমি) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালর থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৫২৫ পৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার দালংস্বূর্গ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাগরিকগণের চক্রান্তে তাঁকে ঐ শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে স্থইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরবাসী মানবতাত্ত্বিক (হিউম্যানিষ্ট) পণ্ডিত ফোবেন অস্থন্থ হন এবং প্যারাদেল্সুদ্ কর্তক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ক্লোবেন-এর প্রচেষ্টায় প্যারাদেল স্থপ বাজেল, বিশ্ববিত্যালয়ের অধাপক ও শহরের পৌরচিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তাঁর মাতৃভাষা জার্মানে বক্তৃত। দিতেন। তুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেণ্টেগালেন শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলস্থপ বলতেন, "জ্ঞান কেবলমাত্র বই-এর পাতায় নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পর্ণভাবে নি:স্বার্থ হতে হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিস্তা করতে হবে।"

১৫১• খুষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষোরকারের গৃহে বিখ্যাত আঁব্রয়ে পারের জন্ম হয়। জেষ্ঠ্য, ভ্রাতা ও খুরতাতের নিকট চিকিৎসাশাম্বের চিত্র—৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিথ্যাত ওতেল, দীউ নামক চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্ম তাঁকে প্যারী বিশ্ববিচ্ছালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি হিপ্লোক্রাতেদের গ্রায় প্রকৃতি বিচ্ছা চর্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্ম ধমনীবন্ধন (লিগেচার) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবন্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব স্থ্যাধ্য করার পথ আবিদ্ধার করেন। অক্সহীন ও বিকলাক্ষের জন্ম তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন। ফরাসীদেশের ক্যাথলিক ও ছজেন্ট্গণের মধ্যে গৃহষ্দ্ধের সময় সৈত্যাধ্যক্ষ মারেশাল্ অ মতেয়ার অধীনে তিনি সৈত্য-বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। স্থাপ্ত জ্ঞাদেশ বৎসর ধরে ক্বতিত্ব প্রদর্শনের পর পারে প্যারীর সেণ্টকোম চিকিৎসা বিভালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীক্বতি লাভ করেছিলেন। স্থাপ্ত ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেণ্ট আঁলে দেস আর্তস্ গীর্জার প্রান্ধণে তাঁর সমাধি আজ্ঞ বিভ্যান।

রেনেসাঁস যুগের ইংরাজ চিকিৎসকগণের মধ্যে টমান্ লিন্একার-এর (১৪৬০—১৫২৪) নামও উল্লেখযোগ্য। লিন্একার ক্যাণ্টারবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকস্ফোর্ডে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা করেন এবং সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরীর রাজস্বকালে তাঁর উল্লোগে লওনে রাজকীয় ভেষজ্ঞশাস্ত্র বিছ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলক্ষ্ত করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেযুজ্ব পাড়্যা শহরে চিকিৎসাবিছা শিক্ষা করে ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডপ্রয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেণের অধীনেও চাকুরী করেন। লিন্একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজ্গাস্ত্র বিছ্যালয়ের সভাপতি হন।

রেনেসাঁস যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল—যথা, ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসক (বার্বার সার্জ্ঞনস্") ও ভেষজ ব্যবসায়ী (এ্যাপোথেকারী)। ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞদের "গ্রাদ্র্রজ্ঞায়া" বা উচ্চ অভিজ্ঞাত শ্রেণীর এবং ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণকে "পেতি ব্র্জোয়া" নিয় অভিজ্ঞাত শ্রেণীর অক্তর্ভুক্ত করা হত। ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজ্রের উচ্চন্তরে মেলামেশা করবার স্থযোগ পেতেন না। যোড়শ শতকে ফরাসী ক্ষোরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাবিত্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলণ্ডে শল্য চিকিৎসা ব্যবসায় করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, "মাষ্টার" বা ওন্তাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের পরিবর্তে "মিষ্টার"-এ পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বছ ভারতীয় শল্য চিকিৎসকও মিষ্টার" বলে সম্বোধিত হতে শহন্দ করতে। বিখ্যাত বান্ধালী শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ভাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "মিষ্টার ব্যানার্জী"

নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্থ চিকিৎসকের নির্দেশে ঔরধ প্রস্তুত করতেন কিন্তু স্থযোগ পেলে নিজেরাও রোগী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টান্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা চিকিৎসা করে প্রচুর স্থনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরাও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সংস্থা (রয়েল সোসাইটি অব্ এ্যাপোথেকারীস্) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে সমিতিবন্ধ হন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

সপ্তদশ শতকে মুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বছল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হার্ভে, ফ্রান্সিস্ বেকন, যোহানেস্ কেপ্লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকার্ড, ব্লেস পাসকাল, রবাট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন লক্, বেনেডিকটুস্ স্পিনোজা ও গটফ্রিদ্ হ্রিল্হেল্ম্ লাইবনিংস্ এবং আরও অনেকে। গ্যালিলিও এক সরল অমুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্কার করেছিলেন। ভবিশ্রৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে তারই উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। সাংটোরিয়ুস নামক পাড়ুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর মতবাদ অমুসরণ করে দর্বপ্রথম একটি তাপমান্যন্ত (থার্মোমিটার) আবিষ্ঠার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্ মেয়ে। অমুজান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ হন। কালক্রমে অমুজান বাস্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় ন্তব্যে। শুর রবার্ট সিবাল্ড নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজ্শাস্ত্র বিভালয় স্থাপন করেন। আর্চিবল্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপ্র এক স্কৃট্ চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সদস্ত পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা ছাত্র জন মর্গ্যান আমেরিকার সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা বিত্যালয় পেন্সিন্ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের এই স্থবর্ণযুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ ও পরে পাড়ুয়ায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লণ্ডনের সেষ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। পাড়ুন্নার অধ্যাপক ফাব্রিদিউদ্-এর গবেষণায় অমুপ্রাণিত ठिख-७०

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্রে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর তক্রাস্ত পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি

চিকিংদা শাস্ত্র

আবিদ্ধারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টান্দে তাঁর উক্ত তথ্য বিদ্বজ্ঞন সমক্ষে প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তাঁর মতবাদের বিক্নদ্ধাচরণ করলেও কালক্রমে তাঁর মতবাদেই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িককালে ইংলওের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস্ সাইডেনহাম্ (১৬২৪-১৬৮৯) জন্মপ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমপ্রয়েলের সৈন্ম বাহিনীতে চাকুরী করতেন। বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাণ করে অল্পফোর্ডে চিকিৎসাবিতা শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দিবারাক্র রোগীর শন্যাপার্শে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ প্রদার্মপুদ্দারূপে পর্যবেশ্বন করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণয় শাস্ত্র বা ক্লিনিকাল ডায়াগ্নোসটিক্ মেডিসিন-এর প্রবর্তক। রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় লোহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা বল্প চ্ব প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তাঁর অম্লা অবদান। জীবৎকালে তিনি মুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে খ্যাতিলাভ করেন।

গ্যালিলিও কর্ত্বক আবিষ্ণৃত অমুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকলা (লেন্স) দ্বারা গঠিত। যৌগিক পরকলা (কম্পাউও লেন্স) উদ্ভাবনের বহু পূর্বে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মারচেল্লো ম্যালিপিঝি ও ওলন্দান্ত্র আস্তানি ভান লেউভেনহোক্ সরল পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশু বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালিপিঝি (১৬২৮-১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনিয়া বিশ্ববিচ্চালয়ের অধ্যাপক। তিনি জীবস্ত ব্যাঙের ফুদফুদ পরকলার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা শিরা ও কৈশিকা ধমনীর (ক্যাপিলারিদ্) মধ্যে রক্ত দঞ্চালন রহস্থ উদ্ঘাটন করেন। জ্রণাবস্থায় রক্ত দঞ্চালন ও স্বায়ৃতন্ত্রের গঠন দম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

লেউভেন্হোক ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেল্ফ্ট্ শহরে বস্ত্র ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে তিনি ফটিক থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় দিশতাধিক অন্থবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁর অন্থবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে প্রায় ১৬০ গুণ ব্যত্তি আকারে দেখা যেত। নিজের দস্তের মধ্য হতে সামান্ত ময়লা নিয়ে তিনি অন্থবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে সমর্থ হন। লগুনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে। তাঁর আবিক্ষার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিশ্বত উন্নতির প্রধান কারণ।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে রোগনিদানতত্ত্ব (প্যাথলজ্ঞি) সম্বন্ধে চিকিৎসকদের

বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক দর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টান্বে ইতালীর ফোলি শহরে জন্ম-গ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিশ্ব আলবার্টিনি ও ভাল্সাল্ভা-এর অধীনে চিকিৎসাবিভা শিক্ষালাভ করেন। পাড়ুয়া বিশ্ববিভালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণন্ন করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি শিন্দান তাত্ত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র" (প্যাথোলজিক্যাল এ্যানাটমি) নামে অভিহিত করেন। উনবিংশ শতাকীতে ভিয়েনাবাসা অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের ফন্ রোকীটান্স্কী মরগান্নি প্রবৃত্তিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ব (কম্পারেটিভ্ এ্যানাটমি) ও অমুবীক্ষণ শাস্ত্রের (মাইক্রোস্কোপি) উত্তরোত্তর উনতি ঘটে। য়ুরোপীয় বিশ্ববিত্যালয়মৃম্বহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিত্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধ বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খুটান্দে হেরমান্ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করতে আসতেন মুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেথট্ ফন্ হালের ও ভিয়েনার গেরহাভ ভান স্বইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত।

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিমে চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্ত দেশের চিকিৎসকগণের স্থবিধার্থে যথাসত্ত্বর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন (শাঁবেরলাঁ) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রস্ব ব্যবস্থা সরল করবার জন্ত "প্রস্ব-সাঁড়াশী" (অবস্টেট্রক্যাল্ ফরসেপস্) উদ্ভাবন করেন। বংশান্তক্রমে তাঁরা উক্ত যজের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেথেছিলেন। স্বার্থপর চেম্বারলেন বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেম্বারলেনেব মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) মুরোপের চিকিৎসকমগুলী সাঁড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরাঞ্জ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্ট্রি প্রমাণ করেন যে প্রস্থাসিত দূষিত বায়ু জীবস্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাথলে পুনরায় দোষমৃক্ত হয়। আঁতোয়া লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশাস্ত্রপ্ত প্রমাণ করেন যে, বায়ুর
মধ্যস্থ অমজান বাল্প ফুসফুলের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারামজান বাল্পে পরিণত হয়।
স্টিফেন্ হালেদ্ নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ
হন।

এই যুগে মান্থষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় ধর্মবাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও সম্প্রসারণ দারা খান্ত মতে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট নামক ইংরাজ পাকস্থলীর অম্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেণ্ট মার্টিন নামক একটি কানাডীয় সৈত্যের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে (ফিন্চুলা) রূপাস্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট নামক এক মার্কিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রুস সংগ্রহ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার দারা বোমন্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে অম ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খুটাব্দে থেয়োডোর স্বোগ্নান নামক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, "পেপ নিন্"। বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান্ পেজোভিচ্ পাভ্লভ্ অস্ত্রোপচার দারা কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর স্বষ্ট করে পাচকর্ম নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। ১৭৬২ খুষ্টান্দে লুইজি গ্যাল্ভানি নামক ৰোলোনিয়াবাদী বৈজ্ঞানিক বৈছ্যতিক ভরঙ্গের দাহায্যে একটি ব্যাভের স্নায়্ রজ্জুতে প্রাণোন্মেষ করতে সমর্থ হন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পাভিয়া শহরের বৈজ্ঞানিক আলেদান্তো ভোল্টা অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের দাহায্যে মাংদপেশী দঙ্ক্চিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীবৃত্তক্ত হ্য বোয়া রেমে। প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্বায়্র ক্রিয়া স্বতঃফূর্ত বিছ্যুৎতরত্ব দ্বারা উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্কৃত বিদ্যাৎতরঙ্গ রেথাঙ্কিত করে আজ "হুৎবিদ্যাৎ লেখন" (ইলেক্টো কাডিওগ্রাফী) ও "মন্তিম বিদ্বাৎ লেখন" (ইলেক্টো এন-সেফালোগ্রাফী) করা হয়।

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ভ্রাত্বয় সমধিক থ্যাতি লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিত্ব ছিলেন। উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক। কালক্রমে লগুনে ভাগ্যাক্ষেণে এসে তিনি ডঃ জেমদ্ ভগ্লাদ্ নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্-এর সামিধ্য লাভ



চিত্ৰ ৪৯—ইউহালা ইবন্ মাদা ওয়াই।



চিত্র ৫০— ইবন্ঝুর।



চিত্র ৫১—**ও**ষধ প্রদানরত এক পারসিক চিকিৎসক।



চিত্র ৫২—উত্তপ্ত লৌহশলাকা দারা উপদংশ ক্ষত শোধন (পারশু)।



চিত্র ৫৩—প্রাচীন পারস্থে শব ব্যবচ্ছেদ।



চিত্র ৫৪-প্রাচীন আরবে ঔষধ প্রস্তুত করণ।



চিত্র ৫৫—মুঘল আমলের প্রথ্যাত চিকিৎসক চাকিম সাদ্রা। করেন। ডগলাদের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরন্থান শান্ত-পাঠ করেন ও লগুনে ফিরে একটি শারীরন্থান বিভালয় স্থাপন করেন। জন হাণ্টার (১৭২৮-১৭৯৩) উইলিয়মের নিকট শারীরন্থান তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি লগুনের দেওট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও সেওট বার্থোলামিউ হাসপাতালে ডঃ পার্সিভ্যাল পট্ এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে ফ্ল্মারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। উইলিয়ম ধমনীক্ষীতি (এ্যানিউরিজ্ম্) রোগের চিকিৎসার এক নতুন দীবন পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি লগুনের লিষ্টার স্কোয়ারে যে রূহৎ নিদানতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম) স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানে সেই সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্যচিকিৎসক বিভালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জন অত্যন্ত তৃংসাহসী ছিলেন এবং তৃংসাহসিকতার জন্মই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্ম তিনি এক যৌন ব্যাধিগ্রন্থের ক্ষত থেকে পূঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবখ্যস্তাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁর হদযন্ত্রের "মৃকুট ধমনী" (করোনারী আটারী) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেজন্ম তিনি প্রায়ই হাদিশ্ল (এ্যানজিনা পেক্টোরিস) বেদনায় কট্ট পেতেন। ১৭৯৩ খৃটাব্দে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হুংযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হুওয়ায় তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। জন হান্টার এর ন্যায় চিস্তাশীল, বিচক্ষণ ও অমুসন্ধিৎস্থ চিকিৎসক আজন্ত বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে পরিগণিত হন।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত দৈল্লগণ ফিলিন্ডিন থেকে বদস্ত রোগ মুরোপে আনেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাদিন্দাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বদস্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয়া মেরীও বদস্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বসস্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসস্তের কারণ বা চিকিৎসা উভয়ের সম্বন্ধেই চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৭১৭ খুটাব্দে তুরস্কের ইংরাজ

রান্ধদৃতের পত্নী লেডী মেরী অটলি মন্টেগু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, তুরক্ষে বসস্তের প্রতিষেধের জন্মে বসস্ত রোগীর মারী গুটিকা থেকে লসিক। নিয়ে স্থ বালক বালিকার দেহে স্থচিকা দাহায্যে টিকা দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জ্বরভাব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূর্ণ রোগমৃক্ত হয়ে স্বন্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। ইংলত্তে উক্ত প্রতিবেধক প্রণার প্রবর্তনের জন্ম লেডী মন্টেগু এককভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভন্তলোক লেডী মেরীর আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেক্স এর ইন্গেট্স্টোন শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি উক্ত টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্তু অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসস্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মার্কিন দেশে টিকা পদ্ধতির প্রবর্তক। মন্থ্যদেহের বসস্ত গুটিকা লসিকার বিকল্পের জ্ঞ মাত্র্য আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল। ইংলণ্ডের ম্টারশায়ারবাদী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩) বাল্যকালে শুনেছিলেন যে, গো-দেহের মারী গুটিকাক্রাস্তা গোয়ালীনিদের বসস্ত রোগ হয় না। তাঁর প্রম স্থ্রদ ডঃ জন হাণ্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ম জেনারকে গবেষণা করতে অন্থরোধ করেন। ১৭৯৩ থৃটাব্দে জেনার গো দেহের মারী গুটিকার লসিকার দারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় হু মাস পরে, মাহুষের বদস্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসস্ত হয় না। টিকার এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর জেনার টিকা ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের স্থনামে ঈর্বান্থিত বেজ্ঞামিন জেষ্টি নামক একজন ক্বৰক লোকসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি গো-বসস্ত লসিকা দার। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণকে টিকা দিয়েছেন। জনমত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাঁকে অর্থ ও সন্মান প্রদর্শন করে শাস্ত করা হয়। জেনারও পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ থেকে দশ সহস্র পাউও লাভ করেন এবং ক্লিয়ার জার তাঁকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আঙ্গুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন।

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই ছুই অত্যাবশুক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনব্রুগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন মে, মছা

ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মত্তের পরিমাণ ব্যতে পারে। তাঁর মনে হয় যে, অস্কুস্থ মামুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তাঁর অসুমান প্রকৃতই সত্য হয়। তাঁর উক্ত "সংঘট্ট বিধি" (পার্কাসান্) আজও রোগ নির্পর শাস্ত্রের এক অবশ্রু করণীয় ব্যবস্থা। ষ্টেপোক্ষোপ আবিস্কার করেন এক ফরাসী চিকিৎসক; তাঁর নাম রেণে থিয়োফিল্ হিয়াসিন্তে লেনেক্। উক্ত দীর্ঘ নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খুটান্দে তিনি বিটানীতে জ্মগ্রহণ করেন। উনিশ বংসর বয়সে চিকিৎসাবিত্যা শিক্ষা করেন প্যারীর এ্যকোল তা মেদেসিন্-এ ডঃ কর্ভিসার্ভ ও ডঃ বেইলে-এর অধীনে। ১৮০৪ খুটান্দে তিনি জুর্গাল তা মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮১৬ খুটান্দে গ্যারীর লোপিতাল্ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত ঘূটি শিশু একটি কার্চ্চ থণ্ডের ঘূটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্তের শব্দ শুনতে। লেনেক্-এর মনে হল হয়তো অস্কুর্প উপায়ে রোগীর হৎস্পাদ্দন বা শ্বাস প্রশাসের শব্দ ও

চিত্র—৬২

শোনা যাবে। এক অতি স্থলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হুৎস্পানন ও শাস প্রশাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল বর্তমান চিকিৎসকের নিতাসঙ্গী "ষ্টেথোক্ষোপ্"। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অন্তুত চরিত্র ভঃ ফ্রানৎস্ আন্তোন মেস্মের। ১৭৬৬ খুটাঝে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবন্থায় তিনি কল্পনা করতেন চন্দ্র, স্থর্য, গ্রহ ও তারকাসমূহ মান্থ্যের মনকে প্রভাবিত করে। প্রফেসর হেহ্ল্ নামক এক যেক্ষইট্ পুরোহিত মেসমেরকে কয়েক শ্রুত্ব চুম্বক দেন। মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক হদ্রোগীর দেহে চুম্বক

চিত্র—৬৩

ক্রমে ক্রমে তাঁর ধারণা হল বে, মান্তবের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপক্ষ হয় ৷ ব্যারণ হারেৎস্কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক স্নায়্বিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তিকেও মেসমের নিরাময় করেন। মেসমেরকে এরপ পাগলামি থেকে বিরত হতে অন্থরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার সভাপতি ব্যারণ ফন্ ষ্ট্যোর্ক। অষ্ট্রীয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা মাদ্মোয়াজেল্ পারাদীস্ নামক মহিলার চিকিৎদা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ভিয়েনা চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ। অপরাপর চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পারাদীসের চক্কুর স্নায়ু ছটি পক্ষাঘাতত্ত্ত হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নট হয়েছে। কিন্তু মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসায় মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনকজীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে ইধান্বিত চিকিৎসকগণ তাঁকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ভাগ্যান্বেষী মেসমের প্যারীর অভিজাত পন্নী প্লাস ভেঁদোম-এ চিকিৎসা ব্যাসায় আরম্ভ করলেন। তাঁর চুম্বকীচিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মূর্চ্ছা (হিট্টিরিয়া) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেদমেরকে তাঁর প্রবতিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অন্পরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মঁসিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্থ মেসমের সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট ষোড়শ নুইএর অমুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসা চলতে লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওরায় ১৭৮১ খুষ্টাব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ করেন ৷ আজও যাত্করগণ যে হাত পা নেড়ে "মেসমেরিস্ম্"-এর থেলা দেখান, তা মেসমের এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেসমের এর শিষ্ট কাউন্ট ভ পীদেগুর মেসমের এর ভায় চিকিৎসা করতেন। জেমস্ এস্ক্ডেইল নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন।

চিত্ৰ—৬৩

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিঞ্চে পিনেল্। চিকিৎসাবিভা শিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ চিত্র—৬৪, ৬৫

বংসর বন্ধসে ধর্মচর্চা ত্যাগ করে ম'পেলিয়ের বিশ্ববিভালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনাস্তে তিনি প্যারীর বিউতর্ বন্দীশালার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের সক্ষে উন্নাদগণকেও বন্দী করে রাথা হত। ছই বংসর পর তিনি সাল্পেক্রিয়ে বন্দীশালার কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু উন্নাদ অবস্থায় উক্তবন্দীশালা থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। ঐ ঘটনায় মর্মাহত পিনেল উন্নাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন। ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্নাদগণের উপর অমাস্থ্যকি অত্যাচার করা হত। পিনেল ঐরপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মপ্রশী ভাষায় বারস্থার করণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী নেতা রুখ র নিকট উন্নাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যাপণের দাবী করেন। কুথ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করণ অবস্থা পরিদর্শনের জন্ম পিনেল-এর সঙ্গে সালপেক্রিয়ে বন্দীশালা পরিদর্শনে যান। সালপেক্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা দেখে নির্ময় বিপ্লবী কুখ -এর কঠিন হাদ্য অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল উন্নাদের শৃদ্ধালম্ভুক্ক করলেন। তার সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্নাদ আবার ক্ষেমান্থরে পরিণত হল। পিনেল বহুকাল ইহুজ্গত থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাঁর কর্ষণাময় হৃদয়ের কথা আজ্ও কেউ ভোলেনি।

চিত্র—৬৬

উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিজ্ঞারের প্রতি অধিকতর সচেতন হন। বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিখ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধ আগ্রহাম্বিত হন তাঁরা। দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়য়য়াত্রা। বছ অভিনব আবিজ্ঞারে চিকিৎসাশাল্র সমৃদ্ধ হয়। এই শতান্ধীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতকের চিকিৎসকগণ অফ্রুলিন করেন যে কেবলমাত্র ঔষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয়় না, প্রয়োজন উপ্রক্ত সেবা ও যত্ত্বেরও। মধ্যযুগে কোনও কোনও খুখীয় ধর্মসংস্থার সন্মাদিনীগণ রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃদ্ধলার অভাবে সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রস্থ হত না। সেবিকারা সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী ছিলেন না। ১৮৩৬ খুষ্টান্দে জার্মানীর কাইজেরস্ক্রের্থ শহরে থেয়োডোর ক্লিদনের নামক এক লুথারপদ্বী যাজক ও তাঁর ল্লী ক্লিদেরিকে তাঁদের গৃহে একটি রোগ সেবিকা শিক্ষালয় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সন্মাসিনীগণ শিক্ষা নিতেন। বিশ্ববিশ্বত স্লোরেন্স নাইটিন্সেল ও উক্ত বিভালয়ের ছাত্রী।

স্লোরেন্স নাইটিকেল ১৮৫৪ খুটান্সে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত ও অর্থভুক্ত ইংরাজ সৈভাদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লগুনের সেন্ট টমান্ হাসপাতালে একটি সেবিকা বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সংক্রামক রোগ সমস্তা

চিকিৎসা ঐতিহাদিকদের মতে জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্ব-প্রথম লিপিবছ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেন্টিউস্ রুস্টিকুস্; মধাযুগে ্ফাকাসটেরিউস নামক এক, ব্যক্তি তাঁর "দে কণ্টাজিওনে" বা সংক্রমণ নামক পৃতকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুত্র ক্ষুত্র জীবাণু সংক্রামক রোগ স্ষ্টি করে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিয च न्वीकन यस्त माशास्य अक त्रांग त्रांगीत तक ७ भूँ एकत यस्य त्रांग की वांगू टमथए शान वल मारी करतन। आधुनिक कीवान् विख्लात्मत क्षनक कतामी বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তারের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫)। প্রথম জীবনে তিনি একটি বিভালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন (ক্রিস্টালাইজেসন্) বিষয়ে গবেষণা করতেন। তার এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাঁকে लिल, द्वामर्ग, ও मर्वरमरव भाती विश्वविषानस्त्रत अक्षाभक भए नियुक করেন। লিলে শহরে অবস্থানকালে মছ ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্ম তিনি গাঁজন (ফারমেনটেশান্) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্তার প্রমাণ করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার অদৃশ্য জীবাণু দারা দ্রাক্ষারদে গাঁজন হয়ে দ্রাক্ষাসব (এ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টান্ধে তাঁর তুই সহকর্মী বিন্দোটক রোগগ্রন্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বৃহদাক্বতি জীবাণ্ দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জীবাণুকে "এ্যানগ্রাক্স" জীবাণু নামে অভিহিত করেন জার্মান জীবাণুতত্ববিদ রোবেট কোব্। সংক্রামক রোগ জীবাণু আবিষারের সঙ্গে দঙ্গে পাস্তার জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্মও চিস্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্ণুত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাল্ব্যরের ধারণা হয় যে, সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও ত্যত অসুরূপ প্রতিষেধক ক্মতা জ্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খুটান্দে তাঁব গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কৃষিত মৃগীর উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত



চিত্র ৫৮ — মুঘল যুগে এক রাজপুত রম্বর উদর ভেদন ঘারা সন্তান প্রদর্ব (স্পেনীয় ডঃ কের্নান্দো বুরেনে। মাতিনেজ-এর সৌজ্জো)



চিত্র ৫৭— আঁত্রিয়া ভেদালিউদ্ (ভেদাল্)

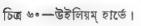


চিত্র ৫৮— পারাসেল্স্থস্



চিত্র ৫৯— আঁরোয়া পারে







চিত্র ৬১— লেওপোল্ড আউয়েন্জগ্গের।



চিত্র ৬২—লেনেক



চিত্র ৬৩—ক্রানংস্ আন্তোন মেস্মের



চিত্র ৬৪—-য়রোপীয় ক্ষৌরকার শল্যচিকিংসক কর্তৃক মস্তকে কপট-অস্থপচার।

(সাস্পেন্সন্) করে মুর্গী শাবকের দেহে স্ফীবিদ্ধ করেন। ফলে ভবিষ্যতে
মুর্গীশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদ্বারা প্রমাণিত হয়
যে, ক্লিম উপায়ে কর্ষিত (কালটিভেটেড্) হীনবলীকৃত (এাটেনিউএটেড্)
জীবাণুদ্বারা সংক্রামক রোগের বিক্ষমে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব।
কালক্রমে পাস্তার ও তাঁর সহযোগী সামবেরলাঁ, ক ও থ্লিয়ের এ্যানপ্রাক্দ,
শ্করের বিক্ষোটক ও জলাতক রোগের (রেবিস) প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতে
সক্ষম হন। অনেকে হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বা শিয়ালে দংশনকরলে কলকাতার উপিক্যাল হাসপাতালের "পাস্তার ইন্ষ্টিটিউট্
প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অক্সরুপ বহু পাস্ত্যর ইন্ষ্টিটিউট্
আজও পাস্তারের শ্বতি বহন করছে। পাস্তারের শিষ্যদের মধ্যে ক্ষনীয় এলি
মেশ্নিকফ্ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯০৮) ও ফরাসী এমিলে ক্বএর নাম
পৃথিবী বিখ্যাত।

চিত্র—৬৮

ফরাদী ও জার্যান পরস্পরের জাত শত্রু। পাস্তারের পরবর্তীকালে ঠার অমুগামীগ্র যথন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তথন প্রুসিয়ার এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীকণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, তাঁর নাম রোবের্ট কোথ। কোথের জন্ম ১৮৪০ খুটাবেদ। চিকিৎসাবিতা শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্যানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী করেন। তারপর এক গ্রামা চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সে সময়ে জার্মানীতে যন্ত্রানের অত্যস্ত প্রাতৃর্ভাব ছিল। কোথ্ যন্ত্রাজীবাণু অমুসন্ধানের জন্ম যক্ষায় মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তস্তু তস্তুরঞ্জক পদার্থ স্বার। রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে এক মৃত যন্ত্রারোগীর খাস্যজ্ঞের তস্তুর মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন পেলেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নির্ভূলভাবে প্রমাণ করলেন যে, উক্ত জীবাণুই যন্মার কারণ এবং তা প্রধানতঃ রোগীর শ্লেমার ও থ্বখুর মাধ্যমে অন্ত দেহে সংক্রামিত হয়ে যন্ত্রারোগ স্বষ্টি করে। তিনি জীবস্ত যক্ষাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার ক্কাথের মধ্যে ক্ষিত করে 'গিনিপিগের' দেহে স্থচিকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের যন্দার স্থায় ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যন্ত্রার জীবাণু থেকে এক প্রকার নির্বাদ প্রস্তুত করেন এবং তার দাহায্যে ফ্সারোগের চিকিৎদা করতে গিছে

ব্যর্থ হন। উক্ত নির্যাস সাহায্যে ষক্ষারোগ নিরূপণের পদ্ধা আবিন্ধার করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্লেমেন্স ফ্রাইহের্ ফন্ পির্কে। ডঃ পির্কে পরবর্তীকালে অধুনা সর্বন্ধনজ্ঞাত "এলাজি" মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ "ভিত্রিও কোমা"-ও কোখ্-এর অহ্মন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি মিশর ও ভারত পরিলমণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাস-পাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। সেই পরিদর্শনের ম্মরণে ছাপিত তার আবক্ষ মর্মর মৃতি আজও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিভ্যান। তিনি ১৯০৫ খুটান্বে নোবেল পুরস্কার পান।

চিত্র – ৬৯, ৭০

উনবিংশ শতকের নিদানভত্ব

উনবিংশ শতকে নিদানতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আযুল পরিবর্তন ঘটে।
জার্মানীর ভ্যুয়ের্তসবৃর্গের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক রুডলফ্ কিয়েরকোভ্ ১৮৫৮
খুটান্দে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদানভাত্ত্বিক বিদ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষদমূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা কর।
কর্তব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে খেত
রক্তকণিক। জীবাণু ধ্বংসের জন্ম যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু
ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতাত্ত্বিক এলি মেশ্নিকফ্ উক্ত
বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা করে স্বির করেন যে খেতকণিকাসমূহের কিয়দংশ
ভাবাণুর দেহ নিংস্তে বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে।

উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান

প্রবাদ আছে যে, কলম্বাদের দঙ্গী আমেরিকা প্রত্যাগত নাবিকগণ ১৪৯৩ খৃটাব্দে স্পেনদেশে উপদংশরোগ (দিফিলিদ) ছড়ায়। নাবিকগণের মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান কই ডিয়াজ দে ইস্লা নামক চিকিৎসক। ১৪৯৮ খৃটাব্দে লাস কাসাস্ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি শ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ্ব অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈত্যবাহিনীর কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈত্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃটাব্দে ফ্রাকাসটোরিয়্স নামক এক শুডরোনাবাসী পত্যের ছন্দে 'সিফিলিস' নামক এক যুবক পশুচারকের

উপদংশ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের নাম হল দিফিলিস। সিফিলিস রোগ ইংলতে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লসের অধীনস্থ ইংরাজ সৈত্তগণ। রাজা চতুর্থ জেম্স্ সিফিলিস্ রোগীদের এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ ঘীপে নির্বাদিত করেছিলেন। আদেশ অমাত্রকারী রোগীগণের গাত্তে উত্তপ্ত লৌহ দারা চিহ্নিত করা হত। ইংল্যাণ্ডের বাভিচারী রাজা সপ্তম হেনরী নিজেই উপদংশ রোগগ্রন্ত হয়েছিলেন। প্যারীর দিফিলিস্ রোগীগণকে সাঁ জের্মে পলীতে বাদ করতে বাধ্য করা হত। अदिला खरामी ११ मर्द श्रथम वृक्षा भारतम त्य, त्रांगि त्योम कियात माधारम সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্ম এবারডিন শহরের বারবণিতাগণের গণ্ডে উত্তথ লৌহ দারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে জ্যু আসক্রক নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ এক জীবাণু সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খুষ্টান্দে ভার্মান জীবাণুতত্ত্বিদ ফ্রিংস সাউডিন সিফিলিসের জীবাণু "ম্পিরোকিটা প্যালিডা" আবিদার করেন। ১৯০৬ গৃষ্টানে কোথ-এর শিশু ডঃ আউগুত ক্র হ্বাসারমান্ সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাটি "হ্বাসারমান্ রিজ্যাক্সন্" বা "ডব্লিউ আর" নামে এখন সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিথ সিফিলিদের সর্বপ্রথম ঔষধ "স্থালভারদান" আবিষ্কার করেন। এরলিথ্ ১৯০৮ খৃঃঅব্বে নোবেল পুরন্ধারে ভৃষিত হন। তিনি বর্তমানে স্থপরিচিত "কিমোথেরাপী" বা কৃত্রিম রাদায়ণিক দ্রব্য খারা জীবাণু নিরোধন প্ষতির জনক বলে আজও সম্মানিত হন। বিংশ শতান্ধীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্ণৃত মহৌষধ "পেনিসিলিন"-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নিম্বল করা হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকৃলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আসে পর্তুগীজ নাবিক ভাঙ্কো-ভা-গামার সঙ্গী নাবিকগণ।

চিত্ৰ- 15

ভিফ্থেরিয়া রোগ

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে ডিফ্থেরিয়া রোগের প্রাত্র্ভাব খ্ব বেশী ছিল এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃষ্টান্দে ফিয়েরকোভ্-এর স্থান্যা শিশ্ব ডঃ এডভিন্ ক্লেবদ্ একটি ডিফ্থেরিয়া রোগীর লালার মধ্যে ভিকথেরিয়া রোগ জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টান্দে কোখ্-এর অপর ৬৪ চিকিৎদা শাক্স

এক ছাত্র ফ্রিদেরিখ্ ল্যোফলের পুষ্টিকর ক্কাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিফ্থেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধমুটক্কার রোগের টিকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্ বেহ্'রিং ও তাঁর জ্ঞাপানী সহযোগী সিবাশার্রো কিটাসাটো। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহুরিংকে চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়।

শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রগালা

সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্ সর্বপ্রথম মানবদেহের নালীবিহীন গ্রন্থিম্ম্বের (ডাকট্লেস্ গ্ল্যাণ্ডস) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেঞ্চ চিকিৎসকগণ উক্ত গ্রন্থি সম্বহের কার্যক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিলেন স্থান্য গ্রই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খুপ্তাব্দে লণ্ডনের গাইস্থাসাতালের চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন একটি রোগীর বৃক্ষীর্য গ্রন্থির (স্থপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ডস্) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ "এ্যাডিসনস্ ডিজিস্" নির্ণন্ন করেছিলেন। বিখ্যাত স্থইজারল্যাণ্ডবাসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর কোথের পরবর্তীকালে "ঢালগ্রন্থি" বা গলগ্রন্থির (থাইরম্বেড গ্ল্যাণ্ড) কার্যকারিতা স্বন্ধে গবেষণা করে বহু নৃতন তথ্য আবিদ্ধার করেন ও তাঁর গবেষণা উৎকর্ষের জন্ম নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অম্বগামী মরিৎস্ দীফ্ প্রমাণ করেন যে, গলগণ্ড রোগগ্রন্থের ব্যাধিত্বন্ত গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যুহ হয়। ল্যাংডন ব্রাউন নামক ইংরাজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী গ্রন্থিকে "দর্দার গ্রন্থি" (মান্টার গ্ল্যাণ্ড) নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে "দর্দার গ্রন্থি" (মান্টার গ্ল্যাণ্ড) কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে আবিদ্ধার করেছিলেন হার্ভে ক্নিং নামক বিখ্যাত মার্কিন স্বান্ধ্ শল্যচিকিৎসক।

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট) ক্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতাত্মিক লান্গেরহান্স-এর গবেষণা পুনরায়—অন্থ্যরণ করে অগ্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর মধ্যন্থিত "কোষদ্বীপপুঞ্জ" (ইন্স্কুলা) হতে মানবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস "ইন্স্কুলিন" আবিদ্ধার করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধ্মেহ বা ডায়াবেটিস্ রোগ হয়। উক্ত আবিদ্ধারের জন্ম তিনি ও তাঁর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাক্লিয়ড ১৯২৩ খ্য: অব্যে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাক্লিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যক্ত ক্রষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ্ব অংশের অর্থক তাঁর



চিত্র ৬৫—প্রাচীন মুরোপে বন্তির প্রস্তরাপসারণ।



চিত্র ৬৬ — রেম্ব্রাণ্ট্ অঙ্কিত শব বাবক্ষেদের এক তৈলচিত্র।



চিত্র ৬৭—অবসাদক আবিন্ধারের পূর্বকালের নৃশংস অঙ্গচ্ছেদের এক চিত্র।



চিত্র ৬৮--ল্যুট পাস্তুর



চিত্র ৬৯—এলি মেশ্নিকফ্।



চিত্র ৭০—রোবেট কোথ্।



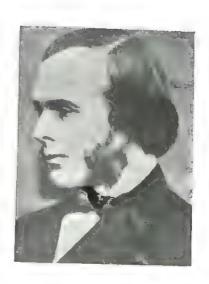
ठिज १১— अभिन् कम (वश्तिः।



চিত্র ৭২—ক্রেডেরিক্ ব্যান্টি:।



চিত্র ৭৩—শুর রোণাল্ড রস।



চিত্র ৭৪—লর্ড যোসেফ লিষ্টার।

গবেষণার সহকারী ছাত্র চালর্স বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন।
লক্ষিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লক্ষা ঢাকবার জন্য তাঁর পুরস্কারের
অর্ধেক ব্যানটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপ্কে প্রদান করেন। নোবেল
পুরস্কারের ইতিহাসে অন্তর্মপ হাস্থকর ঘটনা আর কথনো ঘটেনি।

চিত্র-- ৭২

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "কটিজোন্" নামক ঔষধ নালীবিহীন বুক্তশীর্ষ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। কটিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা করে অষ্ট্রীয়-কানাডীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্স সেইলী আজু পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন।

চেত্রা-নাশকের সন্ধানে

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নির্মন করতে। প্রাচীন চিকিৎসক সেইজন্ম বনে-জন্মলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুনোর অ**মু**সদ্ধানে। চিকিৎদা শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্সাগোরা (ম্যানডেক) ও গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা জানতেন। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রাগোরা ব্যবস্থত হত। খু: পু: সপ্তম শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় অবহিত হন। হেরোডোটুদ বলেছেন যে, হাদিদ্ বা গঞ্জিকার ধৃম নিঃখাদের দক্ষে আঘাণ করলে চেতনা লুগু হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওস্কোরিডেস্ নামক গ্রীক মান্রাগোরা (ধৃতুরা জাতীয়) মূল প্রাক্ষারদে সিক্ত করে প্রস্তুত নির্যাস দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী (ক্যারটিড্ আরটারিস্) সাময়িকভাবে ক্লদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা হত। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন হাণ্টার ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন করতেন (হাইপোথামিয়া)। অবচেতক ভেবজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য-চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্র ও পারদর্শী। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল্ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে মৃত্রাশয় থেকে পাথুরী অপসারণ করতে পারতেন।

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের (এ্যানেস্থেসিওলজি) জন্ম ইংরাজ রাসান্নিক

চিকিৎসা শাস্ত্র

স্থার হাম্ক্রা ডেভী কর্তৃক "হাস্ফোদ্দীপক বাপা" (নাইট্রাস অক্সাইড) আবিদ্ধারের পর থেকে। উক্ত বাপ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগদ্ নামক এক দস্ত চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্ এর উপর। ডঃ জ্যাকসন ও মর্টন নামক ছই মার্কিনী চিকিৎসক ইথার" নামক এক দৈব রাসায়নিক ছারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক। ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শলাচিকিৎসক ইংল্যাণ্ডে "ইথার" ছারা অবচেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন। ১৮৪৭ খুট্টান্দে এডিনবার শহরের প্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পাসন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও তার ছই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্ নানা প্রকার রাসায়নিক প্রব্যের আন্ত্রাণ নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আন্ত্রাণ করে অজ্ঞান হয়ে যান।

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এথিলিন ও ফুয়োথেন প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অন্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই-ভাবেই রোগীর দেহের রোগছন্ট স্থানবিশেষ "শ্বানীয় স্পর্শলোপকারী" (লোকাল এ্যানেস্থেটিক্) প্রয়োগ করে বেদনাশৃন্তভাবেও অস্ত্রোপচার করা যায়। পেরুদেশীয় স্থসভ্য ইন্কারা "কোকা" নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোকা পত্রের রসে "কোকেন" নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খুটান্দে ভিয়েনার চক্ষ্ চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে একটি রোগীর চক্ষ্র উপর অস্ত্রোপচার করেন। তাঁর বন্ধু বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী দিগম্প্ত ক্রয়েড তাঁকে উক্ত ঔষধ প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে কোকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও ম্যুপারকেন ইত্যাদি ঔষধের সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতনা ও স্পর্শলোপের ক্রমোন্নতি শল্যচিকিৎসাশান্ত্রকে বিশ্বয়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। বর্তমানে "স্লায়ু অবসাদন" বা "নিউরোলেপসিন্দ্" নামক এক নতুন পদ্ধতিতে রোগীর জ্ঞান বস্থায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা দন্তব হয়েছে।

উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিজ মোরাভিয় ইহদীর ঘরে দিগম্ও ফ্রয়েডের জন্ম

হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিত্যালয় থেকে চিকিৎসাবিতা শিক্ষা করে তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত স্নায়্তত্ত্বিদ্ জাঁ মাতিন সারকো-এর অধীনে ' স্মাতোকত্তর চিকিৎসাবিতা গ্রহণ করতে যান। সারকোর স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিমুগ্ধ ফ্রন্থেড আজীবন সায়ুতত্ত্বশাস্ত্রাভ্যাদ করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করে ত্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পুর্ণ চেতনা লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত শাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্রয়েড একঘোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, মান্তবের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা ও চিস্তা লুক্কায়িত থাকে, ঐ সকল বাসনা বৈকল্যের জন্ম মানুষ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। ফ্রয়েড বলতেন যে, সমীক্ষার দ্বারা অব্যক্ত বাসনা প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকলা দূর হয়। ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তাঁর শিক্তম আদলের ও ইয়ুক্ষ-এর সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইছদি বিতাভনের আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

গ্রীম্মগুলীয় রোগ সমস্থার সমাধান

খুইজন্মের আন্থমানিক ছয় শতাব্দী আগে স্কশ্রুত বলেছিলেন য়ে, মশক দংশন করলে জর হয়। খুইয় প্রথম দশকে কলুমেলা নামক ব্যক্তিও অনুরূপ দশেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জর রোগের অত্যন্ত প্রাত্ত্তাব ছিল। রোমকগণ মনে করত য়ে, অপরিচ্ছয় জলাভূমি থেকে উথিত দৃষিত বায়ু থেকেই উক্ত রোগের জয়। সেইজয় তারা উক্ত জরের নামকরণ করেছিল "মালারিয়া" বা দৃষিত বায়ু। কালের পরিবর্তনে "মালারিয়া" ম্যালেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রীক চিকিৎদক হিল্লোকাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার য়ুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন য়ে, ম্যালেরিয়ার য়ায় জর নিরাময়ের জয় পেরুদেশীয় আদিবাসীরা এক প্রকার রক্ষের বন্ধল চূর্ণ করে ভক্ষণ করতেন। আন্থমানিক ১৬৪০ খুইাব্দে পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্তা কাউন্ট্ সিন্কোনার পত্নীর সন্মানার্থে উক্ত বুক্ষের নাম-

করণ করা হয় "দিন্কোনা"। ১৮৮০ খৃষ্টাদে ফরাসী জদী চিকিৎসক আলফোঁস্
ল্যাভেরঁ। আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম
একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিদারের জন্য
নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাদে মধ্যবর্তীকালে
ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভারি বাতিন্তা গ্রাস্মৃদি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনান্ত
রস্ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্ মশক আবিদ্ধার করেন। ডঃ রস্
কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ,
স্থেলাল কারনানি শ্বতি হাসপাতাল) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী
গবেষণা করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাদে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত
কক্ষটি আজও অপরিবতিত অবস্থায় বিভ্যমান। রোণান্ত রস্ উত্তর প্রদেশের
চিত্র—৭৩

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দিতীয় নোবেল পুরস্কারধারী।

দিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দীপপুঞ্চ অধিকার করায় পৃথিবীতে সিন্কোনা বন্ধনের অত্যন্ত অভাব ঘটে। তজ্জ্য বৈজ্ঞানিকগণ দিন্কোনা বল্লজাত কুইনাইন অপেকা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিন্ধার করেন। ম্যুলের নামক স্থইজারল্যাগুবাসী বৈজ্ঞানিক "ডি-ডি-টি" নামক মশক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। উক্ত আবিষ্ণারের জন্ম ম্যুলের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীম্মগুলীয় অঞ্চলে পীতজ্ঞর নামক একপ্রকার ভন্নাবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খুটান্দে ডঃ হিউজেস নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী দেখতে পান। ১৮০০ খুষ্টাব্দে নেপোলিয় বোনাপার্ড কর্তৃক হাইতি অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ দৈন্তোর মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতব্ধরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাদী ডঃ যোস্বয়া ক্লার্ক ন্ট লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজ্ঞর বেশী হয়। খুষ্টান্দে হাভানার কার্লোস ফিনলে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন যে, পীতজ্ঞর সংক্রমিত "এডিস এগিপ্তি" নামক মশকের দংশন থেকে হয়। জেদি লাভিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'এডিস্ এগিপ্তি' মশক কর্তৃক দংশিত হন এবং পীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মান্থষের মধ্যে পীতজর মড়ক আরম্ভ হ্বার পূর্বে প্রথমে বানরের। পীতজরাক্রান্ত হয়ে প্রাণভ্যাগ করে। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজর মূলতঃ বানরের রোগ এবং ভার জীবাণু "এডিদ্ এগিপ্তি" মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিদেও নোগুচি পীতজ্ঞরের জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবশতঃ পীতজ্ঞরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণভ্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্পকাল পরে তাঁর সহকর্মী ডঃ এডিয়ান ষ্টোকৃদ্ ও ডব্রিউ ইয়ঙ্গও পীতজ্ঞরে প্রাণভ্যাগ করেন। তাঁরা আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাকদ্ থেইলের নামক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, পীতজ্ঞর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমন্ত (সিরাম) ম্যিকদের শরীরে স্থচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। বহু বংসর জক্লান্ত গবেষণার পর পীতজ্ঞর নিরোধক টীকা আবিদ্ধত হওয়ায় ক্রোগ প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিল্প্ত। ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মশক বাহিত অপর গ্রীষমগুলীয় রোগ "গোদ" এর কারণ নির্ণয়ও হয় উনবিশ শতকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্থার প্যাট্রিক ম্যান্সন নামক নিদানতাত্বিক উক্ত রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের ক্রমি মশক দংশন দারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে তিনি দেখতে পান যে, গোদের স্থ্রোমুক্তমি (মাইক্রো ফাইলেরিয়া) সন্ধ্যার পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক চৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন রোগীকে সন্ধ্যাবেল। একটি ঘরে আবন্ধ করে সেই ঘরে কয়েরুকটি 'স্টিগোমাইয়া ফাটিগান্দ' জাতীয় মশক ছেড়ে দেন। রোগীটিকে দংশন করবার পর মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু স্থ্রোমুক্তমি পাওয়া যায়। স্থ্রোমুক্তমিনাশক বছ প্রিষ্ব আবিস্কৃত হওয়ায় ও "ডি-ডি-টি" দ্বারা স্টিগোমাইয়া মশক প্রায় বিল্প্ত হওয়ায় গে গাঙ্কেলাল হ্রাদ পেয়েছে।

শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিষ্ঠায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকাবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ স্বষ্টি ও প্রাণনাশ করত। স্থীবাণুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্ম প্রাচীন শন্যচিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছর পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি
তাঁরা কার্যের পূর্বে হন্ত ও শন্য যন্ত্রাদি ধৌত করতেন না। ডঃ চার্লস বেল্
নামক এডিনবরাবাদী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায়্ মধ্যস্থ কোনও
অনুশ্ম বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দৃষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নামকরণ করেন "পৃতিবাস্প"। ১৮৬০ খৃটান্দে যোসেফ লিষ্টার (১৮২৭-১৯১২)
নামক এক চিকিৎসক শ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শন্যচিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক
নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন।
চিত্র — ৭৪

মাদগোর রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টমাদ এণ্ডারদন-এর দঙ্গে লিষ্টারের পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এগুরিসন লুই পাস্ত্যারের গবেষণার বিষয় অবহিত করেন। পাস্তার বলতেন ষে, উত্তাপ, পরিস্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ षाता कीतान् ध्वःम कता याग्र। निष्ठात स्म मगरत वक्त श्रव्यविक कीतान् নিরোধক কার্বলিক অমুসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের কতস্থান বেঁধে রাথতেন, ফলে কতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায়। শল্যগৃহের বায় জীবাণু-মুক্ত করবার জন্য বায়্র মধ্যেও কার্বলিক-অম ছিটান হত। ১৮৭৫ খৃষ্টান্দে লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূর্ণ সমর্থন করেন মিউনিথ্ বিশ্ববিভালয়ের শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক ড: ফন্ স্থাস্বাউম্। প্রসঙ্গত: বলা যায় যে, স্থ^{ক্ষ}তের সময়ে শলাচিকিৎসার পূর্বে শলাকক্ষের অভান্তর গন্ধক ও গুগ'্ওল ধৃম ষারা পরিশোধিত করা হত। শলাচিকিংদকরা স্নান করে রৌদ্র-স্নাত (ষ্টেরিলাইজ্ড্) বস্ত্র পরিধান করতেন এবং হস্ত থৌত করে অস্ত্রোপচাব করতেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি অগ্নিদগ্ধ করে পরিশোধন করা হত। স্থতরাং লিষ্টারের যুগাস্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ৷ ১৮৮১ খৃষ্টাকে লগুনে অমুষ্টিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তাঁর প্রচেষ্টা ও ফলাফল ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কৃতকার্যতায় মৃগ্ধ হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের দর্বপ্রথম "লর্ড" পদাভিষিক্ত চিকিৎদক। লিষ্টারের সমসাময়িক বেলিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎদক ডঃ এরনস্ত ফন্ বের্গমান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প সহযোগে জীবাণু নিধনের পদ্বা উদ্ভাবন

করেছিলেন, যে পদ্ধতি "অটোক্লেভিং" নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ১৮৯০
খুষ্টাব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হাল্টেড্ জীবানুমুক্ত রবারের
দন্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খুটাব্দে
প্যারীর সোরবোঁ বিশ্ববিভালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্ত্যর আনন্দবিহ্বল চিত্তে
লিষ্টারকে চূম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাগুবাসী ও অপর
ফরাদীর আন্তরিক আলিম্বনের শুভক্ষণে স্থাচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী
জীবাণুতব্বের ভবিম্বাত।

১৮৪৬ খুট্টাব্দে ইগনাংস ফিলিপ জেমেলভাইস নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক ভিয়েনা জেনারেল হাদপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎদালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই স্থতিকাজরে প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রস্থতিশালার প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই স্থতিকাজ্বরের প্রাত্নভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা অমুসরে পথিপার্শ্বের প্রথম কামরায় রোগীনীদের চিকিংসা ও প্রদ্র করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্বর্তী কামরায় প্রদ্র করাত ধাত্রীগণ। হাদপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শ্বব্যবচ্ছেদাগারে শ্বব্যবচ্ছেদ করে ছাত্তেরা প্রদবাগারের মধ্যে অতাস্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রস্থৃতিগণের সান্নিধ্যে আসতেন। কিন্তু পিছনের কামরায় যথেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজ করতেন ধাত্রীরা। জেমেল্ভাইস্ উক্ত জরের কারণ অনুসন্ধানের জন্ম একাস্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্স্কা এক রোগিনীর শ্বব্যবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে শামান্ত কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত দুট হয়ে মারা যান। কোলেট্স্কার শ্বব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্ভাইস্ লক্ষ্য করেন যে, কোলেট্স্কার দেহের অভ্যস্তরে অবিকল স্থতিকা রোগিনীর স্থায় পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধাস্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ হতে কোনও অদৃশ্র বিষাক্ত বস্ত শিক্ষার্থীগণের হস্ত

চিত্র--- ৭৫

দৃষিত করে এবং তারা প্রস্থৃতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে। তিনি এক আদেশজারী করে শববাবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের দংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন। উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্তর স্থৃতিকাজ্জরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। এক প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর সহকর্মীগণ রন্ধ হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য কবেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে ভিয়েনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর আবিদ্ধারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে।

চিকিৎসাশাল্তে পদার্থবিজ্ঞার অবদান

জার্মান পদার্থবিদ্ ছিবল্হেলম্ কন্রাড ফন্ র্যোণ্টগেন কর্তৃক "র্যোণ্টগেন রিশ্বির" আবিদ্ধারের পর চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ক্রন্ততর হয়েছে। র্যোণ্টগেন ১৮৪৫ খৃটাব্বে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের মুট্রেখট্ বিশ্ববিত্যালয়ে পদার্থবিত্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে গীসেন বিশ্ববিত্যালয়ে গবেবণা রত হন এবং অতঃপর ভূয়ের্তস্বর্গের অধ্যাপক কুন্দৎ এর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃটাব্বে একটি ক্লার্ক কর্তৃক উভূত বায়ুশৃত্য নলের মধ্যে বিহ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে গবেবণা করবার সমন্ন তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত ও অদৃশ্ব রিশ্বি বা "এক্ম-রে" এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ র্যোণ্টগেন্ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উক্ত রশ্বি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত ধরনের রশ্বি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আবিদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে র্যোণ্টগেন রশ্বি অবশ্ব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও গভীর প্রসারী এক্ররে বা র্যোণ্টগেন রশ্বির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খুটাব্বে র্যোণ্টগেন পদার্থবিত্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খুটাব্বে ফ্রান্ট পদার্থবিদ্ জাঁরি বেকারেল্ কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্বি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার

চিত্র-- ৭৬, ৭৭, ৭৮

বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃটান্দে মাদাম মারী কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী "গামা" রশ্মি বিচ্ছুরণকারী "রেডিয়াম" নামক এক মৌলিক পদার্থ আবিন্ধার করেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম গভীর প্রসারী রোটগেন রশ্মির অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। ১৯০৩ খৃটান্দে বেকারেল ও কুরি দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে মার্কিন পদার্থবিদ্ আরনেষ্ট ওরলাণ্ডো লরেন্দ কর্তৃক "সাইক্লাট্রোন" নামক যন্ত্র আবিদ্ধত হয় এবং উহা দারা নতুন বিচ্ছুরক "সমঘর" (আইসোটোন") পদার্থ স্পৃষ্টি করে কর্কটরোগ চিকিৎসার ও রোগনির্গয়ের প্রচুর স্ক্রবিধা হয়েছে। লরেন্দ তাঁর আবিদ্ধারের জন্ম ১৯৪৫ খৃটান্দে নোবেল পুরস্কার ভৃষিত হন।

বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল্ এরলিথ্ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী স্থালভারদান নামক রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞগণ নতুন নতুন ঔষধ প্রস্তুতে সচেষ্ট হন। ডঃ এরলিথ্ নোবেল পুরস্কারে (১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্মো নামক এক অখ্যাত ভিয়েনাবাসী ফলিত রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড নামক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণু-বিধ্বংসী গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন না। পদার্ঘটি পশমের বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্ম ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড ভোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অনুরূপ "প্রক্টিমিল" নামক এক পদার্থের অসাধারণ জীবাণুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিদ্ধার করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ফুরাসী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে "প্রণ্টসিল" মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঘারা গেলমো কর্তৃক স্বষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংন করে। ঔষধটি নিয়ে বছ গবেষণার প্র সালফাথিয়াজল, সালফাডায়াজিন, সালফামেজাথিন, সালফাগুয়ানিডিন প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণ্ বিধ্বংদী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে "ট্রাইমেথোপ্রিম্" নামক আরও উন্নত দালফা গোষ্টার ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহযেে সংক্রামক রোগের চিকিৎদা আরও সহজ হয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভোমাগ্কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইছদী বিদ্বেষী হিটলার ইছদী-বংশোদ্ভব আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্কে বাধা দেন। পরবর্তীকালে ডোমাগ স্কইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন।

চিত্র--৮৽

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাঁউরুটির উপর এক-প্রকার স্থল্ন ছক্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বংসর ধরে অনাবৃত থাছের উপর উক্ত ছক্রাক দেখা সত্বেও মান্ত্র্য তার জীবাণু জন্মনিরাধক (এাদিবায়েটিক) গুণের ছক্রাক দেখা সত্বেও মান্ত্র্য তার জীবাণু জন্মনিরোধক (এাদিবায়েটিক) গুণের বিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। ছক্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম "পেনিসেলিউম্নোটাট্র্য"। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লগুনের সেন্ট মেরীস্ হাসপাতালের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ভোলেকজাগুর ক্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি ভঃ আলেকজাগুর ক্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি ক্লিমে জীবাণুকর্ষণ ক্লেক্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছক্রাকের বসতি হয়েছে। ক্লেক্রটিতে ষ্টাফাইলোকক্কাস, নামক এক প্রকার জীবাণু ক্ষিত করা

হয়েছিল। তুই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ক্লেত্রের সর্বত্ত প্রচুর পরিমাণে ষ্টাফাইলোককাস জন্মেছে কিন্তু কোনও এক
চিত্র—৮১

98

অক্সাত কারণে পেনিদেলিউম্ ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে প্রাফাইলোককাস অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি প্রেণিছমে অহ্যান্য জীবাণ্ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে কয়েক প্রকার জীবাণ্ পেনিদেলিউম ছত্রাকের সাদ্লিধ্যে আসলে তাদের বংশ রুদ্ধি বন্ধার্মায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক রাইষ্ট্রিক উক্ত ছত্রাক কর্ষণের উপযোগী এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটিকিষিত করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণ্ জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া য়ায়। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির নামকরণ করা হল "পেনিসিলিন"। পেনিসিলিন সহজ্ব লভ্য করবার জন্ম বহু পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ড-এর প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তার সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় জাবণ প্রস্তুত্ত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মহায়ুদ্ধের সময় মার্কিন ব্রষধ ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত্ত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত মুগাস্তকারী আবিদ্ধারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও ফ্লোরি "নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং ১৯৪৫ খুষ্টান্দে ডঃ চেইন সহ তারা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ক্রেমিং এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিন্ত)
নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু জন্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের জন্ম গবেষণা শুরু
করেন। রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্মান ভাকস্মান "এ্যাকটিনোমাইকোসিস
গ্রাইসিউস" নামক ছত্রাক থেকে যক্ষা জীবাণু রোধক ঔষধ "ক্টেপ্টোমাইসিন"
প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খুটাকে তাঁকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি
আরও ছত্রাকজাত ঔষধ আবিকৃত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেষ্টায়
আমেরিকাবাসী ভারতজাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়াল্লাপ্রাগাড়া স্ক্রবারাও
এর অবদান সর্বজন বিদিত।

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা

মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ইনস্থলিন ও মন্তকে

বিংশ শতাব্দীর ঘৃই বিশ্বরকর অবদান। ডঃ মানফ্রেড্ ফন্ সাকল্ নামক এক ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগীনের দেহে ইন্স্ললিন শুচীবিদ্ধ করে রোগীর শরীরে মুগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (শ্বিংসোফ্রেনিয়া)-এর চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাটি এখনও স্থপ্রচলিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃদাপেশুবাসী ডঃ ফন্ মেড্না "লেপ্টাজোল" নামক ঔষধ প্রয়োগেও অন্তর্নপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানকালে রোগীর মন্তব্দে শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেন্তি ও ডঃ বেন্নি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পতুর্গালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্ব মেনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মন্তিক্ষের সম্মুখভাগ অপরাংশ হতে অক্ষোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্রিফ্রন্টাল লিউকোটমী।" ডঃ মোনিজ্বক উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিদ্ধারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (১৯৪৯)।

বিগত দশ বংসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বছ
নতুন নতুন রাসারনিক ঔষধ আবিঙ্কত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও
সহজ্বতর হয়েছে। উক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা আজকাল রোগীকে মানসিক
আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে তুরুহ মানসিক রোগের
চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃশ্বলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর
বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না।

চিকিৎসাশাল্তে বিংশ শতকের অবদান

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।
কন্রাড্ র্যোন্টগেন্ "রঞ্জনরিমা" আবিষ্কার করে যে বিরাট সন্তাবনায় স্পষ্ট
করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে উত্তোরোত্তর নির্ণয়শাস্ত্রের আরও উন্নতি
হয়েছে। নোবেল প্রস্কার প্রাপ্ত পতৃগীজ স্লায়্তত্ত্ববিদ ডঃ এগাজ্ মোনিজ্
ভিয়েনাবাসী তৃই তরুণ শারীরস্থানবিদ্ হাসেক্ ও লিণ্ডেনথাল্-এর এক প্রচেষ্টার
অম্প্রেরণায় জীবস্ত মামুষের ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্রণের এক আশ্বর্য পদ্ধতি
আবিষ্কার করেছিলেন। পদ্ধতিটি এখন "গান্জিওগ্রাফী" বা "শিরাধমনী

চিকিৎসা শাস্ত্র

চিত্রণ" নামে অতি পরিচিত ও স্থপ্রচলিত। উক্ত প্রক্রিয়ার দারা মন্তিক্ষের অর্বুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়।

96

বিংশ শতকের আর একটি আবিন্ধারও আব্দ বছল প্রচলিত। ওলন্দাব্দ শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্ আইনথোভেন্ সর্বপ্রথম মান্থবের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-চিত্র—৮২

কলাপের বৈহ্যতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পদ্ধতি দারা পৃথিবীতে "ইলেক্ট্রো কাডিওগ্রাফী" বা "হৃদবিহ্যুৎচিত্রণ" নামে সর্বজনবিদিত। ডঃ আইনথোভেন্ ১৯২৪ খৃঃ অবদ তাঁর আবিদ্ধারের জন্ম নোবেল পুরস্কার প্রেছিলেন। ডঃ হানস্ বের্গের নামক এক জার্মান মনঃস্তব্বিদ্ধ আইনথোভেন প্রদিশিত পথান্মরণ করে "মন্তিদ্ধ বিহাৎ লেখন" বা "ইলেকট্রো এন্সেফালোগ্রাফী" পদ্ধতি আবিদ্ধার করে স্নায়্তব্বশাস্ত্রের প্রভৃত উন্নতি করেছেন।

আমেরিকার মিশিগানবাদী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বস্কুমার বাগচি উক্ত বিহ্যাৎলেখনের প্রভৃত উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম জীবনে সন্মাদী ধীরানন্দরপে আমেরিকা প্রবাদী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি দন্মাদধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মন্তিম্ব বিহ্যা। প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে।ইহা অতি গৌরবের বিষয়। তাঁর রচিত মন্তিম্ব বিহাৎলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যোগসমাধি ও মন্তিম্বের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্ম ভারতে এদেছিলেন। তাঁর উক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিদ্যুতের মার্কিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের মন্তিম্ব বিহাৎ লেখন বিভাগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে বিহ্যাৎ-লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রকে দম্বন্ধ করেছে।

আইন্টাইন, বোর, হাহন্ বোলংদ্মান্, মেইট্নের, ফের্মি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিদ্ধার করে একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংদী পরমাণু বোমার সৃষ্টি করেছেন দেই দঙ্গে তাঁরা বহু "পরমাণু দম্ঘর" বা "আইদোটোপ" সৃষ্টি করে রোগ নিরূপণের এক নবতম অধ্যায় রচনা করেছেন।

আপনারা স্বাই জানেন যে, "প্রমাণু সম্বর" থেকে গামা রশ্মি নির্গত



চিত্ৰ ৭৫— ইগ্নাংস্ ফিলিপ়্ জেমেলভাইস্।



চিত্র ৭৬— পিয়ের কুরী।



চিত্র ৭৭—মাদাম মারী কুরী স্ক্রেভ্সা।



ठिक १৮—जैति दिकादिन्।



চিত্র ৭৯—আর**নে**ই গুরলান্দো লরেন্দ। চিত্র ৮০—পাউল এরলিখ[্]।





চিত্র ৮১—শুর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।



চিত্ৰ ৮২—ভিলেম আইন্থোভেন্!



চিত্র ৮৩—অ্যালান্ কর্ম্যাক্।



চিত্র ৮৪---শুর গড্জে হাউন্সফিল্ড।



চিত্র ৮৫ - হরগোবিন্দ থোরানা।



চিত্র ৮৬—নীলস্ বোহ্র।



চিত্ৰ ৮৭—পণ্ডিত মধৃস্থদন গুপা।

হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর স্থচীবিদ্ধ করলে রোগ্রস্থানে তাহা রাশীকৃত হয় এবং গামারশ্মী বিকীরণ করতে থাকে। গামারশ্মী বিকীরণ নির্পয়কারী যন্ত্রর দ্বারা উক্ত রোগগ্রস্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্তপদ্ধতির দ্বারা অব্দরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজ্বসাধ্য হয়েছে। ইহা ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু "সমঘর" ভেষজরপেও ব্যবহৃত হয়। সমঘরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে। যাকে বলা হয় "নিউক্লিয়ার মেডিসিন" বা "প্রমাণুকেন্দ্র চিকিৎসা"।

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে। যাকে বলা হয় "শ্রবণাতীত তরঙ্গ" বা "আন্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স্"। মান্থ্য সেই তরঙ্গ শুনতে পায় না। কিন্তু কুকুর বা অন্তান্ত প্রাণী সেই তরঙ্গের স্বর শুনতে পায়। গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ তরঙ্গ স্থিকারী বাঁশির ঘারা গোয়েন্দালুকুকুরকে অন্তন্ধান কার্যে সহায়তা করা হয়। মাদাম মারী কুরী কর্তৃক আবিষ্ণত "পিয়েৎজো ইলেক্ট্রিক ক্রিষ্টাল" নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক "কেলাদ" ঘারা ঐ "শব্দাতিতরঙ্গ" বা "আন্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স্" নিরূপণ করা যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরঙ্গেরও প্রতিধ্বনি হয়। উক্ত বৈজ্ঞানিক স্ত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ভূসিক ল্লাভ্রুয় সর্বপ্রথম মান্থ্যের মন্তিক্ষের অর্বদের স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। অভঃপর স্থইডেন দেশীয় স্বায়্শল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভ্ত দেশীয় স্বায়্শল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভ্ত উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মন্তিক্ষ রোগ, রক্তনালী রোগ, অন্তরোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি গর্ভাবস্থায় লাকের আয়তন ও গঠন বৈকল্য নিরূপণেও প্রভৃত ফলপ্রস্থ। উক্ত শাস্তের নামকরণ করা হয়েছে "একোগ্রাফ্নী" বা "প্রতিধ্বনি লেখন"।

চিত্ৰ ৮৩ ও ৮৪

ডঃ করমাাক নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পদার্থবিভাবিদ একবার অস্কুস্থ হয়ে হাসপাতালে শ্যাশায়ী ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিস্তার উদ্রেক্ হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরপ্ত হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরপ্ত উন্নতি নাধন করা যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ত চিস্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ উন্নতি নাধন করা যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ত চিস্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি লিখে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি অবহিত হলেন য়ে, ইংল্যাণ্ডের "হিদ্ মাট্রার্স ভয়েদ্" বা ই. এম্. আই নামক অবহিত হলেন য়ে, ইংল্যাণ্ডের হাউনস্ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্ করম্যাকেরঃ বিশ্বাত সন্ধীত ব্যবসায়ী সংস্থার হাউনস্ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্ করম্যাকেরঃ

ণ্ডি চিকিৎসা শাস্ত্র

মতামুগ এক যন্ত্র নির্মাণে সচেই হয়েছেন। করম্যাক্ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র মারফং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্ফিল্ডের বহু পূর্বেই তিনি উক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সন্তাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকৃষ্টভাবে নির্মিত হল এবং বর্তমানে উহা "সিটি স্ক্যান" বা "কম্পূটারাইজড্ টমোগ্রাফী' নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্ এবং হাউনস্ফিল্ড উভয়ে ১৯৭৯ খুইান্দে উক্ত যুগাস্তকারী আবিষ্কারের জন্ম চিকিৎসাবিভায় নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। উক্ত যন্ত্র দারা শরীরের সকল প্রকার রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য প্রণাদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে "নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেসোনেন্দ্ টমোগ্রাফী", "প্রজিট্রন এমিশান্ ট্রাঞ্চভারস টমোগ্রাফী", "ফোটন্ টমোগ্রাফী" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতের অস্তরালে আরও কত কি আবিন্ধার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত।

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা

অবচেতনা শাস্ত্রের উন্নতি ও জীবাণ্নিরোধক ঔষধ আবিজারের পরবর্তীকাল থেকে শলাচিকিৎসাশাস্ত্রের আমৃল পরিবর্তন ও প্রভৃত উন্নতি হয়েছে। এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার দঙ্গে অস্ত্রোপচার করা যায় না। মস্তিষ্ক থেকে পদপ্রাস্থ পর্যস্ত সর্বত্র নানাবিধ অস্ত্রোপচার করা যায়। কুদ্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র এবং খাদ প্রখাস চালনের যন্ত্র (হার্টলাঙ্গ মেশিন) নির্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদ্পিণ্ডের কার্য ছাগিত রেখে তার প্রকোঠের অভ্যন্তরে হৃদ্ধহ অস্ত্রোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকাবাদী শল্যচিকিৎসক ডঃ ক্রিষ্টিয়ান্ বার্ণার্ড্ দছ মৃত মান্ত্র্যের হৃদ্ধিও রোগগ্রন্ত অন্য মান্ত্র্যের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতান্ধীর শল্যচিকিৎসা জগতে এক নব অধ্যায়ের স্থচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মার্কিণ হৃদ্রোগীর বক্ষে সম্পূর্ণ কৃদ্রিম এক হৃদ্যন্ত্র সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল চার্লস্ লিগুবার্গ-এর কল্পনাপ্রস্তুত ও কল্ফ্ নামক ওলন্দান্ধ চিকিৎসক কর্ডক স্মৃত্র "কৃদ্রিম বৃক্ক" বা "আর্টিফিসিয়াল কিডনী" যন্ত্র আবিদ্ধত হওয়ার সঙ্গে এক মান্ত্র্যের দেহ থেকে অন্ত্রের দেহে স্কুস্থ বৃক্ষ সংস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

শাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্ক প্রত্যঙ্গ পুন: সংযোজন শল্যচিকিৎসার একটি অতি সাধারণ কার্যক্রম। আধুনিক শল্যচিকিৎসার চিকিৎসকের পরম সহায়ক হয়েছে "শল্যচিকিৎসার অফুবীক্ষণ যন্ত্র" বা "অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ"। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন স্থন্ধ স্নায়ু বা রক্তনালীর সম্মিলন, মধ্য কর্ণের স্থন্ধ স্বায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহিভূতি শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে।

ডঃ বোভী নামক এক মাকিণ পদার্থবিভাবিদ "ডায়াথার্মী" নামে এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। উক্ত যন্ত্রের ছারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

বিংশ শতাকীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ছই ভারতীয়ের অবদান অসামান্ত। ম্যাসাচ্সেট্স্ইন্ষ্টিউট অব টেক্নোলজিতে কর্মরত ভারত-চিত্র ৮৬

মাকিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ থোরানা সর্বপ্রথম ক্বরিম "জীন্" স্বাষ্ট করতে সক্ষম হন এবং সেই "জীন" একটি "ভিরোফাজ" জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি ১৯৬৮ খুট্টান্দে উক্ত যুগাস্তকারী আবিন্ধারের জন্ম নোবেল পুরস্কারে ভৃষিত হন। উক্ত আবিন্ধার অত্যন্ত সন্তাবনাময়, উহার সাহায্যে ভবিন্থতে কর্কটরোগের চিকিৎসার স্থব্যবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্তিম মান্থবও স্থিট করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারতমাকিণ বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্তিম জীবাণু স্বাষ্টি করেছেন। জীবাণু বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিন্থত উক্ত আবিন্ধারের ফলে অতিশ্য় উজ্জ্বল হয়েছে। ভবিন্থতে কৃত্তিম জীবাণু দ্বারা রোগ স্বান্টকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে মান্থবের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিভান্ত অমূলক নয়।

কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত তেষজ ও হরমোন জাতীয় তেষজ প্রয়োগও বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত তেষজাদি প্রয়োগে ত্রারোগ্য কর্কট রোগগ্রন্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত হয়েছে।

১৯৩০ থৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২। দিনেমার পদার্থবিদ্ চিত্র-৮৬

নীলস্বোর সর্বপ্রথম "লেসার" নামক শক্তিশালী প্রমাণুজাত রশ্মির কথা

৮০. চিকিৎসা শাস্ত্র

উল্লেখ করেন। আইন্টাইন্, টাউনস্, ব্যাসভ এবং প্রোখোরোভ্ও উক্ত পরমাণুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃটাকে মার্কিন পদার্থবিদ মাইমান চুনীমণিকার সাহায্যে "রুবিলেসার" রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে শলাচিকিৎসার ক্ষেত্রে "লেসার" রশ্মি অতি উপযোগী। উহার সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বন্ধ রক্তপাতে শল্যচিকিৎসা করা যায়। চর্মের কর্কট রোগগ্রন্থ অংশ লেসার রশ্মির সাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য হয়। স্নায়্ ও অক্ষি শল্যচিকিৎসার এখন "লেসার" রশ্মি বহুল ব্যবহৃত। "লেসার" রশ্মি প্রয়োগে কঠিন শল্যচিকিৎসা সহজ্যাধ্য হয়েছে। "অতিশৈত্য" প্রয়োগ করেও বহু ত্বরুহ অস্থোপচার সহজ্ব হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ প্রণালীকে ক্রাইয়ো সার্জারী" বা "অতিশৈত্য শল্যতন্ত্র" বলা হয়।

ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন

পঞ্দাশ শতকে তৎকালীন পতুণীজ সমাট প্রাচ্যের ধনরাশি আহরণের জন্ম পতুণাল-এর সম্ভানী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ভায়াজনামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (উত্তমাশা) ঘুরে সম্ভ পরিক্রমা করেন। ভাল্কো-ভা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে কেরালায় "জামোরিন" নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাল্কো-ভা-গামা-র আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় "মোপ্লা" নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে। জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। মলয়ালী ভাষায় "মো পিল্লাই" শব্দের অর্থ জামাতা। সেই থেকে "মোপ্লা" শব্দের উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী ম্পলমানদের 'মোপ্লা' বলা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুণাল-এর রাজা, পেড়ো আল্ভারেজ্ কাব্রাল্-এর নেতৃত্বে এক বিপুল সৈন্তবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপ্লাকে নৃশংসভাবে হতা। করেন।
১৫১০ খৃষ্টাব্দে আফন্সো দে আলবুকার্ক বিজ্ঞাপুরের স্থলতানের কাছ থেকে
গোয়া অধিকার করেন। গোয়া নগরীতে তৎকালে বৈল্য নামধেয় আয়ুর্বেদজ্জরা
চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া
বেনিয়ে গোয়া পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত
ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র পুস্তুক অনুসারে চিকিৎসা করতেন। তাঁরা



চিত্র ৮৮—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর।



চিত্র ৮৯—ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্তাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্রচতুইয় (বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ বস্তু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বস্তু ও স্থাধিকুমার চক্রবর্তী)।



চিত্র **৯০—**শুর **উপেন্দ্রনা**থ ব্রহ্মচারী।



চিত্র ১১—ডঃ লেওনার্ড রজার্স।

বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্ জাহ্রাভী বা আজ্ জাহ্রাভী লিখিত শল্চিকিৎসা পুস্তক "কিতাব আল্ তস্রিফ্"-এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা ব্যাখ্যা।



চিত্ৰ ৯২—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

অতি সন্তর্পর তুমি উহাদের উপর কাঁচি প্রয়োগ কর কিন্তু অতিশয় হালাভাবে এবং অতি সন্তর্পনে ক্ষতন্ত্রান থেকে রক্ত মৃছতে থাক যেন রক্তের উৎস দেখা যায়। কাঁচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কট না হয়। এই অস্ত্রোপচার ঠিক রৌলালোকিত মধ্যাহে হওয়া বাঞ্চনীয়। এ কাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে যাতে অভিট শিরাটি ছাড়া অন্য কোনও তন্ত্রী কাটা না পড়ে। অতঃপর চোথে "আশয়ার-আস্মার" ও "আথয়ার" কোটা কোটা দিতে হবে কলে দ্যিত রস শোষিত হবে কেননা শুধুমাত্র অন্তর্পরোগ করে দ্যিত পদার্থ নিদাশন করা যায় না। তারপর চোথটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী খুলো না। ব্যথা প্রশমিত হবে এবং কোড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে।

ইন্শালাহ্

وه الاصورة اللبضع م

চিত্র ৯৩—বাংলা ব্যাখ্যাঃ

·····কিন্তু যদি তরল দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোড়া আবার বড় হয় তাহলে তাকে তুই অংশে খণ্ডিত কর·····

যদি দ্বিত পদার্থ পরিমাণে বেশী ও হাড়স্পর্শী হয় এবং তার লক্ষণ এই যে মস্তিক্ষের সমস্ত তম্ত্রী গুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে আপুল দিলে উত্তাপ অমুভব করবে।

অস্ত্রোপচার করবার পর সমন্ত দূষিত পদার্থ নিদ্ধাশন করে দাও এবং ক্ষতটি "হরুক" এবং "ফারেদ্" দিয়ে জোরে বেঁধে দাও। পাঁচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে আলু কোহল্ কিংবা তেল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্ পটি দিয়ে ক্রমান্তরে চিকিৎসা চালাও।

রোগীকে শুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত নীর্দ খাল থেতে নির্দেশ দেবে। ইন্শালাহ্ রোগীর দেহে শক্তি ফিরে আদবে এবং রোগ নিরাময় হবে।



وَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ ا

চিত্ৰ ৯৪--বাংলা ব্যাখ্যা :

নীচের ছবিটি "দাগা' যন্তের।

শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে জজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বেনিয়ে ফরাসী দেশের বিথাত মঁপেলিয়ে বিশ্ববিভালয়ে চিকিৎসা বিভা শিক্ষা করেন। ১৫৫৮ বা ১৫৫০ খুটান্দে তিনি স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরপ্রজ্বে কর্তৃক দারা শিকোহ্ নিহ্ত হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাজক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে ১৫৬৫ খুটান্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। দারা শিকোহ্-এর অন্যতমা এক পত্নীর মুখাবয়বে এক দুট ক্যেটিকের চিকিৎসা করে বেনিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চার্লদ ডেলে । নামক অপর এক ফরাসী পরিবাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত নামধের পৌত্তলিক ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিভার জ্ঞান ব্যতীতই চিকিৎসা ব্যবদায় করতেন। তাদের কাছে বংশাস্ক্রমিক স্থত্তে প্রাপ্ত কিছু ভেষজাদি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে গাদিয়া দে অতা নামক বিখ্যাত ইছদি বংশজাত পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য মতে চিকিৎদা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেদ্ত্রে ইয়োহান নামক এক জার্মান শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে আগমনকারী প্রথম মুরোপীয় শল্য চিকিংসক। ১৫০৩ খৃষ্টাবে গন্সালো ফেরনান্দেজ্নামক অপর এক পতুর্গীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন ও সম্মকাল বাদ করেন, তাঁর দময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গাদিপার পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যামপার পিরেজ নিজামের রাজ্মভায় পতু গাল এর রাজদ্ত নিষ্ক্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টান্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যার যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যস্ত বিষাক্ত ছিল। কিঞ্চিদ্ধিক ১০০ বৎস্রের মধ্যে সেখানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে আদে। ১০ জন পর্তুগীজ রাজ্যপাল গোয়াতেই মৃত্যু ম্থে পতিত হন। তংকালে দেখানে "মর্দেথিন্" নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল। "মর্দেখিন" জরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সস্ত ফ্রানন্সিস জাভিয়ের এর মরদেহ স্কর্ চীনদেশের সান্
চিয়ান্ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে
দোনা হুলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রবর্তীকালে তিনি তিনি মুঘল

সমাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে দেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্ম এক নিষেধনামা প্রচার করা হয়।

১৬৫৪ शृहोरक निरकानां यात्रिक नामक धक एक्नीनिय यूवक नर्ड বেলামণ্ট নামক ইংরাজের দঙ্গে স্থরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খুষ্টাব্দে তিনি দারা শিকোহ"-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি ছুইবার গোয়া পরিদর্শনে যান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন। দারা শিকোহ' নিহত হবার পর তিনি আগ্রা সহরে বেশ জাঁকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করতে হৃষ্ণ করেন। তাঁর চিকিৎসা বিখার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি সপ্রতিভতা ও বাক্চাতুরীর দাহায্যে রোগক্লিইদের মনে আশার সঞ্চার করতে পারতেন। ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাক পর্যস্ত তিনি লাহোরবাসী ছিলেন এবং ১৬৭৮-১৬৮২ পর্যস্ত আ ওরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টান্দে তিনি মাজাজ দহরে পৌর চিকিৎদক নিযুক্ত হন। "টোরিয়া দো মোগর" বা মুঘল কাহিনী নামক পুশুক রচনা তাঁর দর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। তিনি এ পুশুকে লিখেছেন বে, শিকালর বেগ্ নামক এক আর্যানী দারার পুত্ত স্থলেমান িকোহ-এর চিকিৎসক ছিলেন এবং বৃদ্ধ স্থাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক ছিলেন মুকাররাম খান্ নামক এক পারসিক। এছাড়া দিনেমার ইয়াকব মিন্থদ ও গেল্মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইদো, ছাম্বেম ও কাতেন্ এবং ভেনিদীয় আঞ্জেলে। লেগ্রেঞ্জি প্রভৃতি মুরোপীয় চিকিৎসকগণ খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন রাজন্মবর্গের সভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ कारमाञ्चा छ ना भानिम् भूषन एतवारत अवः भः क्रिष्ट्रम् भारत अनारावारमञ्ज শাসকের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫-১৭১৬ পর্যস্ত মুঘল সম্রাট ফারুথ শিয়ার-এর চিকিৎসক ছিলেন ম: মাতিন। প্রবর্তীকালে তিনি বাহাত্বর গাহ ও মহম্মদ শাহ্-এর অধীনেও চাকুরী করেছিলেন। মহীশ্র-এর নবাব হায়দার আলী ও টিপু স্থলতানের চিকিৎসক ছিলেন জাঁ মাতিন নামক ফরাসী।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পরিব্রাক্তক জঁট বাপ্তিন্তে তাভেরনিয়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর পিতা গাব্রিয়েল তাভেরনিয়ে ভূগোল-বিভায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার উপদেশ ও অমুপ্রেরণায় জঁট বাপ্তিন্তে ছমবার প্রাচ্য পরিক্রমা করেছিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টানে ইম্পাহান হয়ে তিনি ভারতে আদেন এবং স্থরাট, আগ্রা, গোলার গালার ও ঢাকা প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টান্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার ভাগা সহরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পূস্তক "মুভেল্লে রেলাসিওঁ ছু সেরেইল ছু প্রাদ্ সিনিয়র" নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। ইংরাজীতে ভাষাস্তরিত গ্রন্থটির নাম "তাভেরনিয়েরস্ ট্রাভেল্ম ইন ইণ্ডিয়া"। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিদ্বাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা যেত। গৃহস্থবধুরা বনে জঙ্গলে ঘূরে ঘূরে টোটকা বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় প্রয়োগ করতেন। বড় বড় প্রামে ও গঙ্গে ভেষজ ব্যবসায়ীরা লতাগুল্ম বিক্রী করত এবং অমুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার ডেলান্ নামক এক ওলন্দাজ গোলকুণ্ডায় সভা চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ফ্র'সোয়া বেনিয়ের, লে জ্র্য থেভেনো, জন্ চারদিন্, কারে, জন ফ্রেয়ার ও মানুচ্চি। জন্ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৬৭৫ খৃষ্টান্দে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ ছিল না।

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনা করতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও ফরাসীরা বিশেষ দফলতা লাভ করে নি। কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবৃদ্ধি ইংরাজরা ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে বদবাস আরম্ভ করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ছেমিসন্, ডঃ বিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন বিটিশ চিকিংসক ভারতীয়গণকে মুরোপীয় চিকিংসাশিক্ষাদানের বিষয় উত্যোগী হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারদীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিংসাবিছা শিক্ষা দেওয়া হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী তুলানদহ গ্রামে একটি বৃহৎ মুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত স্থানে কাদার কিরনান্দার নামক এক স্কইডেন দেশীয় ধর্যযাজকের আশ্রম ছিল। আরোগ্যশালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ স্থেলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিৎসক রোগান্ত রস্ ১৯০২

খুটান্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। ১৮৩৫ খুটান্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিচ্চা শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎসর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া

চিত্র-৮৭

হত। পণ্ডিত মধুস্থদন গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ছাত্র দর্বপ্রথম মান্থবের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম তুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

১৮৪৫ খুষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অন্তকরণে শিক্ষার কাল বধিত করে পাঁচ বছর করা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অন্থমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খুষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর নামক বাঙ্গালী চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বেসরকারী চিকিৎসা

চিত্ৰ—৮৮

মহাবিত্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিত্যালয়টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জ্বি-কর মেডিকেল কলেজ। নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্র—৮৯

১৮৪৫ খুটাব্দে ডাং ভোলানাথ বস্থ, ডাং গোপাল চন্দ্র শীল, ডাং দ্বারকানাথ বস্থ ও ডাং স্থাকুমার চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্র চতুষ্টয় উচ্চমানের চিকিৎসাবিছা শিক্ষার জন্ম ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ধনী ও বিছোৎসাহী প্রিষ্প দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মৃশিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লগুন বিশ্ববিছালয় থেকে স্নাভক হন এবং শেষোক্ত জন স্নাভকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিছালয় থেকে ভেষজ্শাস্ত্রে প্রথম এম ডি হন ডং চক্রকুমার দে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এস্ হন মিং ললিভমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধাত্রীবিছার প্রথম এম্ ও হন ডাং সভীনাথ বাগচী। ১৯১০ খুটাকে প্রখ্যাত নিদানভাত্ত্বিক ডাং লিওয়ার্ড রজার্স, কলিকাতায় স্কুল অব উপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন।

চিত্র--- ৯০

১৯৩২ খুষ্টান্দে মার্কিন ধনবীর রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলিকাতায় ইন্ষ্টিটিউট অব হাইজিন্ এও পাব-লিক হেলথ স্থাপিত হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও অমুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খুষ্টান্দের জামুয়ারী মাদে ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎদা মহাবিচ্ছালয় কলিকাতায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার স্থসস্থান ও দেশবরেণ্য ভারতরত্ব চিকিৎদক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উচ্ছোক্তা।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে শুর উপেব্রুনাথ ব্রহ্মাচারী ও শুর কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত। শুর উপেব্রুনাথ ভয়াবহ কালাজর চিজ—>>

রোগের ঔষধ "য়্রিয়া ষ্টিবামিন" আবিস্কার করে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন।

যুরোপীয় চিকিৎদাশাস্ত্রের ক্রমোরতি ও অবহেলাজনিত ভারতীয় চিকিৎদাশাস্ত্রর ক্রমাবনতির জন্ম কালক্রমে ভারতীয় চিকিৎদাশাস্ত্র আজ প্রায় ক্রতিহাদিক ঘটনার পর্যায়ভূক হয়েছে। কেবলমাক্র ভবিশ্বতদ্রষ্টারাই বলতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎদাবিভার উৎকর্ষ করে আবার প্রাচীন গ্রের ফিরে পাবে।

পরিশিষ্ট

সরল বাংলা ব্যাখ্যা সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি

আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ো প্রভা।
ওজন্তেজোহগ্নয়: প্রাণান্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকা:॥ ১
যান্তেহগ্নৌ মিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনামন্ন:।
রোগীভাদ্বিকতে মূলমগ্নিস্থানিরূপাতে॥ ২

(চরক চিকিৎসা ১৫। ১-২)

ব্যাখ্যা: দেহের অগ্নিজনিত ফল হ'ল—আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্থলতা (উপচয়), উজ্জ্বলতা, ব্যাধি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা (ওজঃ), প্রাণপ্রাচূর্য (তেজ) ও খাত্যবস্ত জীর্ণ করার দাহিকাশক্তি (অগ্নি)। ১

শরীরগত অগ্নি ক্ষরপ্রাপ্ত হ'লে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীরে যদি এই অগ্নি যুক্ত থাকে, তবে মাহ্র্য চিরজীবি ও নীরোগ হয়। বিক্বতি প্রাপ্ত হ'লে, মূল অগ্নির উপদর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ করা হচ্ছে॥ ২

আমাশয়গতঃ আহারঃ পাকং প্রাপ্য পক্তমারক্ষণন্ পশ্চাৎ
পঢ়ামানানায়ে কেবলং কংলং পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ
পাকঃ কিটুম্ত্রপুরীষয়োঃ পৃথগ্ভাবেন পক্ষাশয়ে গমনাং
পৃথগ্ভ্জা সারভুতো রসাথ্যো দ্রবরূপঃ সন্ রসাদিবাহিনীভিঃ
ধমনীভিঃ স্রোভোভিঃ পশ্চাৎ সর্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বায়ায়ং প্রপ্রতে ॥

(চরক বিমান ২। ২৪)

ব্যাখ্যা: পাকস্থলীতে খাত বস্তু গেলে পাকজিয়া দ্বারা পক্ক অর্থাৎ হন্তম হ'তে স্থক করে। পরে পাকাশয়ের দেই সমস্ত বস্তু কিট্র অর্থাৎ মলমূত্র থেকে পৃথক্ হ'য়ে সারবস্তুতে পরিণত হয়। সারবস্তু রস নামে পরিচিত। রস আবার দ্রবীভূত হ'য়ে রসবাহিকা ধমণী-শ্রোতের মধ্য দিয়ে রস, রক্ত, ধাতু ইত্যাদি রূপে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়।

অগ্নাধিবধনেমরশ্য গ্রহণাদ্ গ্রহণীমতা।
নাভেক্ষপরি দা হাগ্নিবলোপস্তস্তবৃংহিতা॥
অপকং ধারয়ত্যরং পকং স্কৃতি চাপধ্যঃ
ফুর্বলাগ্নিবলাদ্দুইাদাম্মেব বিমৃঞ্চি॥

(চরক চিকিৎসা ১৫। ৫৩-৫৪)

ব্যাখ্যাঃ নাভির উপরে অগ্নির স্থান। অগ্নির এই স্থানকে গ্রহণী বলা হয় কেননা ইহা থাত্বস্ত গ্রহণ করে। গ্রহণীকে অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক্ষ থাত্বস্তকে পরিপক্ষ ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতদ্রব্য হুর্বল অগ্নিদারা দৃষিত হ'লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে।

ত্বকৃপধ্যন্তত্ত্ব দেহত যোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়: ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেহন্দেয়ু কেমুচিং ॥
তত্মানিসংশয়ং জ্ঞানং চ শল্যত্ত বাঞ্চতা ।
শোধ্যিত্বা মৃতং সম্যাগ্ডিইব্যাঙ্গবিনিশ্চয়ঃ ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শস্ত্দৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেং।

সমাসতস্তত্ত্বং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্। (স্কুশত-শারীরস্থান ৫।৪৯)
ব্যাখ্যাঃ শরীরের অঙ্গপ্রতাঙ্গ এমনকি ত্বকের সম্পূর্ণ জ্ঞান শলাবিভা ছাড়া
বর্ণনা করা যায় না। তাই শলাবিভার জ্ঞান নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। মৃতদেহ
শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমন্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ দেখা উচিত। এভাবে
প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্ববিভা উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যাহেষু যথাবিধি।

দ্বোষু যোগ্যাং কুর্বাণো ন প্রমৃহতি কর্মস্থ।

তক্ষাং কৌশনমনিচ্ছনং শাস্তক্ষারাগ্রি কর্মস্থ।

যক্ত যক্তেই সাধর্মাং ভক্ত যোগ্যং সমাচয়েই।

(স্ফত-শারীরস্থান ১/৪-৫)

ব্যাখ্যাঃ এভাবে মেধাবী চিকিৎসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রবাগুলির উপর এ বিভা (শল্যবিভা) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্রন্থ হ'ন না। তাই যিনি শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেধানে নিজের ধর্ম অর্থাৎ বিভার প্রয়োগ করবেন।

তস্মাৎ সমস্ত্রগাত্তমধিধোপইতম্ দীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্ কর্ষণতিকং
নিঃস্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহস্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্চরস্থং
মৃঞ্জবদ্ধনুশগাদীমক্তত মেনাবেষ্টিতাঙ্গমপকাশো দেশো কোথয়েং।
মৃত্যক্রিতঞ্চোদ্তা ততো দেহং সপ্তরাক্রা—
ফুশীরবালবেণুবদ্ধন কৃঞ্চানামক্তমেন শনৈঃ শনৈঃ
অবদর্ধনান ব্যাদীন্ সর্বানেব বাহাভাস্তরাঙ্গ—
প্রতাঙ্গবিশেষন্ লক্ষয়েচেক্ষ্যা।
(সুশ্রুত শারীরস্থান—৫।৫০)

ব্যাখ্যা: তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হ'বে যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করেনি, যাকে হত্যা করা হয়নি অথবা যে শতায় নহে। তারপর অন্ত্র থেকে সমস্ত মল বের করে দিয়ে সেই দেহটি একটি পিঞ্জরের মধ্যে রেথে, মুঞ্জ, কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জলাশয়ে ছবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূর্ণ বিক্বত হয়ে গেলে, জল থেকে দেহটি তুলে উশীর, বাশ অথবা চূলের তৈরী তুলিকা দিয়ে ত্বক্ ইত্যাদি ধীরে ধীরে ঘয়ে তুলে ফেলতে হ'বে। তারপর দেহটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যকের বাহির ও ভিতর নিজের চোথে দেখতে হ'বে।

অধিগত সর্বশাস্তার্থমপি শিক্তং যোগ্যং কারয়েৎ। स्म्वानियू (इनानियू ठ कर्म ११थम् १ नित्नः । স্থ্ৰহশ্ৰুতপাক্বতযোগ্য: কৰ্মশ্বযোগ্যে। ভৰতি। তত্ত্ব পুপফলালাব কালিন্দকত্ত্বযুদৈর্বাযক কর্কাটক— প্রভৃতিষু চ্ছেগ্রবিশেষন্ দর্শয়েচ্ছন্ क र्वन পরিক র্ত্তানানি চোপদিশে । দৃতি বন্তি প্রদেবক— প্রভৃতিযুদক পঞ্চ পূর্ণেষুমেগ্যোগ্যাম্ সরোমি চর্মণাভিতে লেখ্য মৃতপশুশিরাস্ত্পলনালেগু চ বেধ্যস্ত যুণোপহতকাষ্ঠবেহুমলনালোগুকালাব্য্থেম্পঞ পনদবিম্বোবিভাগলমজ্জমৃতপশুদম্ভেদাহার্যস্ত मधुष्टिष्टोशनिरश्च गानानीकनरक विस्तावास रम्बननवञ्चाखरत्रार्यक्ठमीखरताम्ह स्मोत्राज्ञ, পুरुमञ्जूक्यांक्ळा जाक वित्यत्यु वक्षत्यांनाः यप्रभारभियु উৎপनातियु कर्नमिकवस्रयागाम् যুত্রমাংসগণ্ডের জারযোগ্যাম্ উদকপূর্ণঘট— পাৰ্শব্যেতিদি জলাবৃম্থাদিয়ু চ নেত্ৰ প্ৰণিধান— বন্তিব্ৰণৰন্তি পীড়ণ যোগ্যামিতি। (স্কুশ্ৰুত সংহিতা ৯/২-৩)

ব্যাখ্যা: সমন্ত শাস্ত ভাল করে আগ্নত করার পরে ছাত্রকে (শল্য)
চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের স্থচিপ্রয়োগ ও
অক্ষোপচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেহে অস্থপ্রয়োগ দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে
প্রথমে পুষ্পফল, অলাব্ (লাউ), তরমূজ, শশা, কাঁকুড় ইত্যাদি ফল কেটে-কেটে
শেখাতে হবে। শরীরের গভীর অভ্যস্তরে অস্থোপচার করতে হ'লে জলভরা

চামড়ার থলি, গশুর মৃত্যাশয় অথবা অন্থা কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে ভেদন করতে হ'বে। লোমশ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পদ্মনালের সাহায্যে মৃত পশুর শিরায় রক্তমোক্ষণ, শলাকা দিয়ে পরীক্ষা ও ক্ষতস্থান পূর্ণ করার জন্ম ঘূণধরা কাঠ, বাঁশ অথবা শুকনো লাউয়ের মৃথের ব্যবহার, বিস্বী, বেল, কাঁঠালবীজ মৃতপশুর দস্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমূল কাঠের তক্তার উপর মোম মাথিয়ে ক্ষরণ বা শূণাীকরণ, স্ক্র বা ঘনবন্ত্র বা পাতলা চামড়া দিয়ে ক্ষত জোড়া লাগানো, পুতুলের অজপ্রতাঙ্গের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা। নরম মাংস-পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণদি শিক্ষা, নরম মাংসথতে অস্তাচিকিৎসার তপ্রলোহ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূর্ণ ঘটের সঙ্কীর্ণ ঘাটলে ক্ষত দ্রীকরণ বা স্থচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত।

গ্রীক

"হিরোফিলোস্ দে এন্ তো দিয়াইএটিকো কাই সোফিয়েন ফেসিন আনেপিদেইকেতন কাই তেথেন কাই ইস্থুন আস্তোগেনিস্তন কাই প্লুতোন আথেরেইওন কাই লোগন আছুনাতন আপোউসেস্।"

ব্যাখ্যাঃ স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিত্ত ও শৌর্য সবই অর্থহীন।

লাতিন

"মর্ভ্ই ভিভোস দোসেস্ত্"

মরগালি

ব্যাখ্যা: মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ অন্ত ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাভের পথপ্রদশক।

জিওভান্নি বাতিন্তা মরগান্নি

Quotes from "The CANON OF MEDICINE OF AVICENNA (QUANOON EL FIT TIBBI) O. Cameron Gruner, Augustus M. Kelley, New York, 1970.

228. "Some diseases turn into new ones, and so themselves disappear. This is very satisfactory. One disease becomes the medicament for curing other. Thus, quartan malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices and arthralgias"

Ibn Sina ব্যাখ্যা: "কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যায় না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ। এক রোগকে অন্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জর ঘারা মূর্চ্ছারোগ (উপদংশ জনিত), পদবেদনা, শিরাফীতি এবং অস্থিগ্রন্থি বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়।"

20. "Natural philosophy of four elements and no more. The physician must accept this. Two are light, and two are heavy. The lighter elements are fire and air; the heavier are earth and water."

Ibn Sina

ব্যাখ্যা: "প্রাক্বত দর্শনশাস্ত্রে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। প্রতি চিকিৎসকের কথাটি জানা উচিত। ঐ পদার্থগুলির মধ্যে ছুটি ভারী ও ছুটি হাল্কা। অগ্নিও বায়ু হাল্কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী।"

অভিসেরা

803. "Wine does not readily inebriate a person of vigorous brain, for the brain is not susceptible to ascending harmful gaseaus products nor does it take up heat from the wine to a degree beyond what is expedient. Therefore it renders his mental power clearer that before; other talents are not affected in such an advantageous manner. The effect is different on persons who are not of this calibre.

A person who is weak in the chest, to the extent that the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) take much wine."

ব্যাখ্যা: "শক্তিশালী মন্তিষ্ক যে ব্যক্তির আছে, দে স্থরাপান করলে মাতাল হয় না। উপরস্ত স্থরা তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও প্রতিভাই স্থরা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্তিটি প্রযোজ্য নয়।

যে ব্যক্তির শাসমন্ত্র পূর্বল তাদের পক্ষে শীতকালে স্থরাপান ক্ষতিকারক।"
অভিসেত্রা

তথ্যের সূত্র

Abul Fazl.

: Ayn-e Akbari, translated into English by Blockmann et al, Munshi Rām Monohar Lāl, Delhi.

Alvi, M. A. and A. Rahman. : Jahangir as a Naturalist, National Institute of Science of India, New Delhi, 1968.

Arya, P.

: Atharvavedeeya Chikitsashatra, Sarvadeshik Ārya Pratinidhi Sabhā, Delhi—1941.

Aschoff, L and Diepger, P.

: Kurze Uebersichtstablle zur Geschichte der Medizin, Verlag von J. F. Bergmann, Muenchen, 1936.

Ashtangahrdaya Samhitā of Vāgbhatta. System of Medicine, composed by Vagbhatta, with the commentary of Arundatta, Revised and colleted by Anna M. Kunte, 2 vols. Bombay, 1880.

Astāngāhrdayasamhitā, Vāgbhatta. Ein altindisches Lehrbuch der Heilkunde, aus dem Sanskrit ins Deutsche uebertragen, mit Einleitung, Anmerkungen und Indices von Luise Hilgenberg und Willibald Kirfel, Leiden, 1937-1940.

Ashtānga Sangraha of Vāgbhatta.

: (In Sanskrit), with the commentary by Indu, edited by T. Rudraprasava, 8 vols., Trichur, 1913-24.

Atharva Veda.

: Translated in English by Ralph T. H. Griffith, 3 vols. E. K. Lazarus and Co. Benares, 1916.

Bagchi, A. K.

: Yug hate Yugantare Chikitsa Shastra (Medicine through the ages), Serialised in Amrta, Calcutta, 1963.

Bagchi, A. K.

Science. Internat Surg. 50, 403, 1968.

Bagchi, A. K.

: The Emergence of Surgery in India, *Phronesis* (Spain), 12, 476, 1974.

Bagchi, A. K.

: Indian influences on Arabic and Moorish medicine—Phronesis (Spain), 37, 3, 1978.

Bagchi, A. K.

: Sanskrit and modern medical vocabulary. A comparative study, Riddhi, Calcutta, 1978.

Bailey, Hamilton and Bishop, W. J.

: Notable names in Medicine and Surgery, H. K. Lewis, London, 1946.

Banerjee, D. N.

: Ayurveda Shārira, vol. 1 Industry Publishers. Calcutta, 1951.

Bhela Samhita.

: Published by the University of Calcutta, 1921.

Bose, D. M., Sen S. N., : A Concise History of Science in India. Indian National Academy. Subbarāyāppā B. N. New Delhi, 1971. (Editors)

: The Barbarians, C. A. Watts, Brendt, Catherine, H London, 1971. and Brendt, Ronald M.

: Chinese Accounts of Beal Samuel. Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang, 4 vols. Susil Gupta, Calcutta, 1957-58.

Bhāva Prakāsha of Sri Bhāva Mishra.

: (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankara Mishra, Chowkhamba Sanskrit Series office, Varanasi, 1961.

Bhela Samhitā.

: (In Sanskrit) Edited by Ashutosh Mookerjee, Calcutta University, Jour of Dept. of Letters Calcutta, vol. 6, 1921,

Bjornstjern, Count M.

: The Theogony of the Hindoos. London. John Murray, 1844.

Bower Manuscript, The. : Facsimile leaves, Nagari Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes, Edited by A. F. R. Hoernle, Part 1, 2, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. 22, Calcutta, 1893-1912.

Chakravorty, C.

: An Interpretation of Ancient Hindu Medicine, Vijay Krishna Bros., Calcutta, 1923.

Celsus.

: De Medicina, trans. by W. G. Spencer, Cambridge University Press Harvard, 3V., 1935-38.

Charaka Samhitā, The.

: With the commentary of Chakrapānidatta, edited by Vaidya Bhushan Vāman Kesheo Dātār, 1st edition, Nirnaya Sāgar Press, Bombay, 1922.

Charka Samhita.

: (In Sanskrit) with the commentary by Chakrapānidatta and Jajjāta, edited by Haridatta Shāstri, 2 vols, 2nd Ed., Motilal Bānārsidāss, Lahore, 1940.

Charaka Samhita, The.

: Edited and published by Shree Gulābkunverba Ayurvedic Society 6 vols, with translations in Hindi, Gujarati and English, Jamnagar. 1949.

Charaka Samhitā.

: (A Scientific Synopsis). P. Ray and H. N. Gupta, published by the National Institute of Sciences of India, New Delhi, 1965.

Devi, A. K.

: The Vedic Age, Vijay Krishna Bros. Calcutta, 1931.

Dioscorides, The Greek Herbal of.

: Edited and translated by Robert T. Gunther, Hafner publishing Co., New York, 1959.

স্থে যুগে	36
Dwarakanāth, C.	: Introduction to Kāya Chikitsā Popular Book Depot., Bombay, 1959.
Elgood, C.	: A Medical History of Persia and Eastern Caliphate, Cambridge, 1951.
Filliozat, J.	: The Classical Doctrine of Indian Medicine, translated by D. R. Chānānā, Munshi Rām Manohar Lāl, Delhi, 1964.
Goetze, A.	: Persische Weisheit in Griechischen Gewande in Zeit. fuer Ind. und. Ir., 11, 1928.
Gordon, B. L.	: Medicine throughout Antiquity, F. A. Davis Company, Philadel- phia, 1949.
Gruner, O. C.	: A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, Luzac and Co, London, 1980.
Gupta, A.	: Sushruta Samhitā—Motilāl Bānar- sidāss, Benāres, 1950.
Haddad, Farid Sami.	: History of Medicine. Arab contribution to Medicine, Le Journal Medical Libanais, 26, 331, 1973.
Hoernle, A. F. R.	: Indien und die Deutschen, by Leifer, W., Erdmann, Tuebingen, 1969.
Johnston Saint, P.	: Quoted by The Pioneer, Allaha- bad (India) May, 31 and June 1, 1929.

Jolly, J.

: Indian Medicine, C. G. Kāshikār, Poona, 1951.

Kausika Sutra.

: The Kausika Sutra of the Atharvaveda, Edited by Maurice Bloomfield, Journal of the American Oriental Society, Vol., XIV, New Haven, 1890.

Keswāni, N. H.

: "Evolution of Surgery". The Medicine and Surgery, 1, 8,. 1961.

Keswani, N. H.

: "Anaesthesia and Analgesia among the Ancients. Part II (The Egyptians and Mesopotamians)" Indian Journal of Anaesthesia, 1, 55, 1962.

Keswāni, N. H.

: "Foreword" Sushruta Samhitä, English Translation by K. L. Bhishagratna, 2nd Edition, Chowkhāmbā Sanskrit Series, Vārānasi, 1963.

Keswani, N. H.

: "Ancient Hindu Orthopaedic Surgery", Indian Journal of Orthopedics, 1, 76, 1967.

Keswāni, N. H.

: "Medical Education in Indiasince Ancient Times", in "The History of Medical Education", edited by C. D. O. Malley, University of California Press, pp. 329-366, 1970.

Khān, M. S.

: An Arabic source for the history of Ancient Indian Medicine, Studies in History of Medicine, pp. 1-12, 1979.

Kinjbadedkar, R. S.

: Ashtāngasangraha Tasya Shārirasthānam, Chitrashāla Mudranālaya, Poone, 1986.

Kutumbiah, P.

: Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, 1962.

Lash, Abraham, F.

: History of Gynecology from Prehistoric to Modern Times, J. Intern, 32, 1959.

Lassen, Ch.

: Indische Altertumskunde, 4 vols, Leipzig, 1843-72.

Mādhava Nidāna of Mādhava Kāra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankar Shāstri, Chowkhāmbā Sānskrit Series Office, Bānāres, 1954.

Mahāvagga.

: In Vinaya Texts, Translated by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg, in the Sacred Books of the East Series, Vol. XIII and XVII Edited by Max Mueller, Clarendon Press, Oxford, 1881.

Mahavamso.

: In Roman Characters, with the translation subjoined and with Introductory essay by George Turnour, Church Mission Press, Cotta, Ceylon, 1887.

Majno, Guido. : The Healing Hand, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1975.

Manu Smriti.

: The Laws of Manu, Translated by G. Buehler, in the Sacred Books of the East Series, vol. XXV. Edited by Max Mueller, Clarendon Press Oxford; 1886.

Manucci, Niccolao.

: Storia De Mogor (or Mughal India), Translated into English by William Irvine, vol. I-IV, John Murray, London, 1907-08.

Max Mueller, F.

: The Upanisads (Translation), Dover Publications Inc. New York, 1962.

Mettler, C. C. and

: History of Medicine, the Blakis-Mettler F. A. ton Company, Philadelphia, 1947.

Meunier, L'

: Histoire de le Medecine Librairie E. Le Francois, Paris, 1924.

Pāthak, R.

: Marma Vijnan, Jaykrishnadas Haridas Gupta, Benares, Samvat 2006.

Pāndya, S. K.

: Medicine in Goa, Sānigiri foundation, Goa, 1980.

Pococke, E.

: India in Greece, Glasgow University Library, 1852.

Ray, D. N.

: The Principles of Tridosha in Ayurveda, Calcutta, 1937.

Rig Veda Samhltā.

Edited and published by Manmatha Natha Dutt (Shastri) Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta, 1906.

Rig Veda Samhitā.

: Translated by H. H. Wilson, 6 vols., Ashtekar and Co., Poona, 1925-28.

Said, H. M.

: Ours in Trust only, Hemisphere, 22,206,1979.

Sama Veda, The Hymns of the

E. J. Lazarus and Co. Benares, 1926.

Sarton, G.

: Introduction to the History of Science, Carnegie Institution of Washington publication 376, 3 vols. in 5 pts. Williams and Wilkins, Baltimore. 1927-28.

Schinz, Hans R.

: 60-Jahre Medizinische Radiologie, George Thieme, Stuttgart, 1959.

Sen. G. N.

: Hindu Medicine—An Address on Ayurveda delivered at the foundation ceremony of Benares Hindu University in 1916.

Shāh, M. H.

: The General Principles of Avicenna's Canon of Medicine, Karachi, Pakistan, 1966.

Siddiqui, M. Z.

Studies in Arabic and Persian Medical Literature, Calcutta University, 1959.

Siegerist, Henry, E. : The Great Doctors, Dover Publications, New York, 1971.

Singer, Charles. : Greek Biology & Greek Medicine,
Oxford, 1922.

Stoddart, Anna M.: The life of Paracelsus, William Rider & Son, London 1915.

Sushruta Samhitā, The.: Translated and Edited by Kavirāj Kunjalāl Bhishagratna, 3 vols, 2nd Ed., Chowkhāmbā Sanskrit Series Office, Vārānasi, 1963.

Takakusu, I. T.

: I-tsing—A Record of the Buddhist Religion As Practised in India and Malay Archipelago (671-695 A. D.) English Translation, Clarendon Press, Oxford, 1896

Tavernier, Jean Baptiste.: Travels in India, Calcutta, 1905.

Thorwald Juergen. : The Century of the surgeon,
Thames and Hudson, London,
1957.

Uenver, Sueheyl: Hospital of the Sultan--750 years of Turkish Medicine., Abbot-tempo Interview, Abbott Universal Ltd., 1970, pp 72-77.

Verma, R. L.; The Growth of Greco-Arabian Medicine in Mediaval India. Ind.

J. Hist. Sci. 5,348, 1970.

Vidyalankār, J. : Charakasamhitā, Motilāl Banārsidāss, Benāres, 1947. Wilson, Leonard G.

: Erasistratus, Galen, and the Pneuma, Bull. Hist. Medicine, July-Aug., 1959,

Yajur Veda, (Krishna).

: The Veda of the Black Yajus School, Translated by A. B. Keith, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1914.

Yajur Veda, (The Texts of White) : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co., Benares, 1957.

Zysk, Ken.

: In wider fields, Hemisphere, 23, 200 1979.

